সঙ্গীত-কুসুম

দ্বিতীয় খণ্ড।

[দেবস্তুতি ও প্রার্থনা, রূপ, পৌরাণিক, তীর্থ, পীঠমালা, মনের প্রতি উপদেশ, অনুতাপ ও প্রার্থনা, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক (বিংশোত্তর শত) সঙ্গীত।

শ্রীযুক্ত রামজয় বাগচী-প্রণীত।

"স্বর্ণ অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে, পরে না কি রজত চরণে?"
—মাইকেল।
বিবিধ কুসুমরাজি পূর্ণ সাজি করে
করে যারা, করে না কি করে সম্মার্জ্জনী!

শ্রীদুর্গানন্দ সান্যাল বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৫নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী প্রেসে
বি, কে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সন ১৩০৬ সাল।

উৎসর্গ।

শৈশবাবস্থায় পিতৃ-মাতৃ-হীন হওয়ায় আমি

পুত্রোচিত প্রত্যক্ষ সেবাপূজার অধিকার

হইতে চিরবঞ্চিত।

সেই মনস্তাপ

কথঞ্চিৎ দূর করিবার

প্রয়াসে আমার হৃদয়-কানন-জাত এই

"সঙ্গীত-কুসুম"

ভক্তি-চন্দন সহিত পরমারাধ্য প্রত্যক্ষ দেবতা—

পিতৃমাতৃচরণ[illegible]জ

উ[illegible]

সমর্পণ করিলাম।

প্রণেতা।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা	গানের পঙ্ক্তি।
অকল	অকুল	৫	৬
দিনান্তে	দিনান্ত	১৪	১০
মা ! কি ত্যজে,	মা কি ত্যজে ?	১৫	৪
বীণাপাণি শব্দের পর	বাণী হইবে	”	৮
তার তনয়ে	তার মা ! তনয়ে	১৮	১
উদ্যান	উদান	২১	৩
আয়ুস্কর	আয়ুষ্কর	২২	১৫
সৌদামনী	সৌদামিনী	২৩	৯
তিলকা	তিলক	২৫	১৩
সতা	সুতা	৩২	১
রূপের	তপের	৩৫	৪
রাণী	বাণী	৪৮	৩
কোট্টবী	কোট্টরী	৬৩	৬
সংন্ন্যাসিনী	সন্ন্যাসিনী	[illegible]	৫
বিকলে	বিফলে	[illegible]	৫
সারদোৎসবে	শারদোৎসবে।	[illegible]	১
সেবিয়াছি সহি বহু ক্লেশ	সেবিতেছে শিশুকালে হ’তে	১১২	৬
মুত্র	স্তোত্র		১২

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টের 'খ' বিভাগস্থ ১১৫ নং চিহ্নিত গীতে পরমারাধ্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয় আমার প্রতি তাঁহার সঙ্গীত-কুসুম প্রকাশ ও প্রচারের ভার দিয়াছেন। আমি মাতৃহীন অবস্থায় আবাল্য তাঁহারই স্নেহে লালিত পালিত এবং সম্বর্দ্ধিত হইয়াছি। তাঁহার আদেশ আমার শিরোধার্য্য ও অবশ্য প্রতিপাল্য; তাই সঙ্গীত-কুসুম প্রথম খণ্ডের ২য় সংস্করণ এবং এই দ্বিতীয় খণ্ড বিতরণার্থ মৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল।

সঙ্গীত-কুসুম প্রথম খণ্ডের ১ম সংস্করণে সংযোজিত সঙ্গীত-দামোদর এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণসম্মত রাগরাগিণীর নাম ও ঋত্বাদি বিষয়ক তালিকাযুক্ত, সঙ্গীতদামোদর হইতে অনুবাদিত রাগরাগিণীর উৎপত্তি আদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং পিশাচ-সহোদর, ঋতু-বিহার প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় লিখিত 'কটী কথা' ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণে পুনর্ম্মুদ্রিত না করিয়া এই খণ্ডের প্রথম অংশে পুনর্ম্মুদ্রিত করা গেল।

'কটী কথা'র অন্তর্গত লাহিড়ী মহাশয় লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে রচয়িতার আদর্শ চরিত্র সুপরিস্ফুট আছে। তথাপি তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী আরও কিঞ্চিৎ বিশদীকরণাভিপ্রায়ে, স্থানীয় সংবাদপত্র হিন্দুরঞ্জিকায় প্রকাশিত শ্রীযান্ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য লিখিত জীবনী ও আবশ্যকমত ফুটনোট সংযোগে এই গ্রন্থে পুনর্ম্মুদ্রিত করা হইল। আমার ধ্রুব বিশ্বাস ইহাঁর জীবনীতে সাধারণের, বিশেষতঃ উন্নতাকাঙ্ক্ষু ব্যক্তিমাত্রেরই শিক্ষার বিষয় অনেক আছে।

কন্যা, পৌত্র ও বন্ধুজনাদির মৃত্যুতে কবির শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতগুলি সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী না হইতে পারে, কিন্তু কবির বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের যে সমবেদনার উদ্রেক করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তজ্জন্য শোকসঙ্গীতগুলি মূল গ্রন্থের অন্তর্ভূত না করিয়া অন্যের প্রতি উক্তি ও রচয়িতার প্রতি অন্যোক্তি গীতি সহ ১ম পরিশিষ্টে প্রকাশ করিলাম। সঙ্গীত-কুসুম ও কবিতা-কুসু সম্বন্ধে অনেক মহাত্মা যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা ২য় পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। এই সকল প্রশংসাপত্রেও রচয়িতার চরিত্রের স্ফুরণ হইয়াছে।

গীত-সংসৃষ্ট ফুটনোটগুলি রচয়িতার নিজের।

গায়কের সুবিধার্থ গানগুলির বর্ণমালানুযায়ী সূচী প্রদত্ত হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে পরমারাধ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের আমূল প্রুফ সংশোধনাদি করিয়া দিয়া আমাকে অধিকতর ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি।

নাটোর,
১৪ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩০৬ সাল।

শ্রীদুর্গানন্দ সান্যাল।
প্রকাশক।

রাগ রাগিণীর উৎপত্তি, সংখ্যা, পরিণয় ও গাইবার ঋতু, কাল
ও রস নির্ণয় সম্বন্ধে "সঙ্গীত দামোদর" গ্রন্থের
প্রয়োজনীয় অংশ সকলের অনুবাদসহ
নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

স্বর-সৃষ্টি।

শিখীর সুস্বরে হয় ষড়জ উদ্ভব।
বৃষভ-ধ্বনিতে সৃষ্টি হইল ঋষভ॥
অজের আরাবে হ'ল গান্ধার-জনম।
কোচবক-কূজনেতে জনমে মধ্যম,
বাসন্তীর কলকণ্ঠ কোকিলার রবে,
মধুর পঞ্চম স্বর পঞ্চম সম্ভবে
হয়ের হ্রেষায় হয় ধৈবত-উৎপতি,
নিষাদ-নির্ণয় শুনি কুঞ্জর-বৃংহতি॥ *

যে ধ্বনিবিশেষ লোকের চিত্ত-রঞ্জন করে, সামান্যতঃ তাহাকেই লোকে রাগ কহে।

শাস্ত্রে এই প্রকার কথিত আছে যে, মহাদেবের পঞ্চ মুখ হইতে শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত ও মেঘ এই পাঁচটী এবং পার্ব্বতীর মুখ হইতে বৃহন্নট অথবা নটনারায়ণ নামে একটী, সাকল্যে এই ছয়টী রাগের প্রথম উৎপত্তি হয়।

কোন কোন সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তা মল্লার, মালব, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিল্লোল ও কর্ণাট এই ছয়টীকে রাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ছয়টী রাগের প্রত্যেকের ছয় ছয়টী করিয়া ভার্য্যা আরোপিত আছে। "বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে" কামদ, বসন্ত, মল্লার, বিভাস, গান্ধার ও দীপক এই ছয় রাগ, এবং প্রত্যেক রাগের ছয়টী করিয়া রাগিণী বা স্ত্রী। আবার এই ছয় রাগিণীর ছয়টী দাসী ও এক একটী রাগের এক একটী কিঙ্কর আছে; এমতও উল্লেখ আছে।

---

* ময়ূরবৃষভচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলবাজিনঃ।
মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহ স্বরাস্তেতান্ সুদুর্গমান্॥

তাহাদিগকে রাগিণী কহে। এই ছয় রাগ ছত্রিশটী রাগিণীর সহযোগে ষোড়শ-সহস্র উপরাগ এবং উপরাগিণীর জন্ম হইয়াছিল।

আবার গায়কেরা এই সকল রাগের পরস্পর মিশ্রণে বহুবিধ আধুনিক রাগের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এ রাগ রাগিণীগুলি ঋত্বনুসারে গান করিতে পূর্ব্বাহ্ণাদি কাল বিচারের প্রয়োজন হয় না। পরন্তু মতান্তরে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে এই সকল এবং অন্যবিধ রাগ রাগিণী সকলও গান করার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কোন কোন সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা সঙ্গীতে শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং করুণ এই অষ্টবিধ রসের ব্যবহার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন গ্রন্থকার করুণরসের অন্তর্গত শান্তি রসকে অপর একটী পৃথক্ রস বলিয়া নববিধ রস ব্যবহার করেন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, শান্তি একটী পৃথক্ রস নহে, এটী করুণরসের অন্তর্গত।

ভৈবরী, বিভাস, আলাহিয়া প্রভৃতি রাগিণী সমুদয়কে সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা এক্ষণে করুণরসের রাগ বলিয়া গান করিয়া থাকেন। সিন্দুড়া, মালব, শঙ্করা, পূরিয়া প্রভৃতি রাগরাগিণীসমূহ বীর রসে প্রসিদ্ধ।

কলিঙ্গড়া বা কালাংড়া, পরাজিকা বা পরজ, কেদারা, ললিত, খট প্রভৃতি শৃঙ্গাররসের রাগিণী বলিয়া প্রচলিত আছে।

সোহিনী এবং বাহার এই দুইটীও শৃঙ্গাররসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভৈরবী, কল্যাণ, ভূপালী, শ্যাম, হাম্বির, আড়ানা, সাহানা প্রভৃতি হাস্যরসের অঙ্গ এবং উৎসব ও মঙ্গল কর্ম্মে, গেয়। বীভৎস, রৌদ্র, ভয়ানক এবং অদ্ভুত, এই চারিটী রসের নির্দ্দিষ্ট কোন রাগ রাগিণী এক্ষণে বড় দেখা যায় না।

ঝিঝিট, খম্বাবতী, ধানী, চিত্রাগৌরী প্রভৃতি কয়েকটী টপ্পার রাগিণী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লুম্, বাঁরোয়া, ইম্নি, পিলু প্রভৃতি কয়েকটী যাবনিক রাগও টপ্পার রাগের মধ্যে গণ্য। এই টপ্পার রাগগুলি নানা ঋতুতে নানা রসে পূর্ব্বাহ্ণাদি কাল-নিয়ম পরিত্যাগে গায়কেরা স্বেচ্ছামতে সর্ব্বক্ষণই গান করিতে পারেন।

এই রাগ রাগিণীগুলির পক্ষে ঋত্বাদি নিয়ম কর্ত্তব্য নহে। রাজাজ্ঞায় বা বা রঙ্গ-ভূমিতেও সকল সময় সকল প্রকার রাগ রাগিণী অবাধে গান করা

যাইতে পারে। রাত্রি দশ দণ্ডের পর রাত্রিসম্বন্ধীয় যে সকল রাগ রাগিণী আছে, সে সকলও অবাধে গেয় বটে।

রাগ।	রাগিণী।	সময়।	ঋতু।	রস।
১। মল্লার ...	বেলাবলী ...	মধ্যাহ্ন ...	বর্ষা ...	০
	পূরবী ...	সায়াহ্ন ...	০ ...	০
	কানাড়া ...	ঐ ...	০ ...	০
	মাধবী ...	ঐ ...	০ ...	০
	কৌড়ী ...	মধ্যাহ্ন ...	০ ...	০
	কেদারিকা ...	সায়াহ্ন ...	০ ...	শৃঙ্গার
২। মালব ...	ধানশী ...	মধ্যাহ্ন ...	০ ...	০
বীর-রস	মালশী ...	সায়াহ্ন ...	গ্রীষ্ম ...	০
	কামকেরী ...	পূর্ব্বাহ্ন ...	০ ...	০
	সিন্ধুরী ...	সায়াহ্ন ...	০ ...	বীররস
	ভৈরবী ...	পূর্ব্বাহ্ন ...	০ ...	করুণ
	আসোয়ারী ...	সায়াহ্ন ...	০ ...	০
৩। শ্রীরাগ ...	শ্রীগান্ধারী ...	সায়াহ্ন ...	০ ...	করুণ
	সুভগা ...	পূর্ব্বাহ্ন ...	শিশির ...	০
	গৌরী ...	সায়াহ্ন ...	০ ...	০
	কৌমারিকা ...	পূর্ব্বাহ্ন ...	০ ...	০
	বেলোয়ারী ...	ঐ ...	০ ...	০
	বৈরাগী ...	মধ্যাহ্ন ...	০ ...	০
৪। বসন্ত ...	তুরি ...	পূর্ব্বাহ্ন ...	০ ...	০
	পঞ্চমী ...	ঐ ...	বসন্ত ...	০
	ললিত ...	ঐ ...	০ ...	শৃঙ্গার
	পঠমঞ্জরী ...	ঐ ...	০ ...	০
	গুর্জ্জরী ...	ঐ ...	০ ...	০
	বিভাস ...	ঐ ...	০ ...	করুণ
৫। হিল্লোল ...	মায়ূরী ...	মধ্যাহ্ন ...	০ ...	০
	দীপিকা ...	সায়াহ্ন ...	০ ...	০

রাগ।	রাগিণী।		সময়।		ঋতু।		রস।
	ঘেশকারী	...	পূর্ব্বাহ্ণ	...	শরৎ	...	০
	পাহিরা	...	সায়াহ্ন	...	০	...	০
	বড়ারী	...	মধ্যাহ্ন	...	০	...	০
	মারহাট্টি	...	ঐ	...	০	...	০

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণমতে লিখিত।

রাগ।		রাগিণী।		দাস।		দাসী।
কামদ	...	মায়ূরী	...	০	...	বাগেশ্বরী
		তোটিকা	...	পরজ	...	সারদী
		গৌড়ী	...	০	...	শ্যামা
		বারাড়ী	...	০	...	বৃন্দাবলী
		বিলেলিকা	...	০	...	জয়ন্তী
		ধানাশ্রী	...	০	...	বৈজয়ন্তী
বসন্ত	...	কেদারী	...	০	...	শ্যামকেলী
		কল্যাণী	...	মধু	...	দেবকেলী
		সিন্ধুরা	...	০	...	মালিনী
		অশ্বারূঢ়া	...	০	...	কামকেলী
		সুধারা	...	০	...	সম্ভাবতী
		০	...	০	...	সম্বরী
মল্লার	...	নটী	...	০	...	চক্রবাকী
		সুরইট্টা	...	০	...	চন্দ্রমুখী
		পাহিড়ী	...	০	...	রসিকা
		চারুরূপিণী	...	০	...	বিলাসিকা
		লীলা	...	০	...	যামিনী
		জয়জয়ন্তী	...	০	...	শ্যামঘোটিকা
বিভাস	...	রামকেলী	...	০	...	তরঙ্গিণী
		ললিতা	...	০	...	নাগিনী

রাগ।	রাগিণী।	দাস।	দাসী।
	কোরড়া	... শ্যামঘোটক ...	কিশোরী
	কৌমুদী	... ০ ...	হেমভূষণা
	ভৈরবী	... ০ ...	কল্লোলিনী
	শর্ব্বরী	... ০ ...	ভীমনেত্রা
গান্ধার ...	শ্রী	... ০ ...	পঠমঞ্জরী
	রূপবতী	... ০ ...	মঞ্জীরা
	গৌরী	... গৌড়রাজ ...	পদ্মাবতী
	ধানসী	... ০ ...	বেলাবতী
	মঙ্গলা	.. ০ ...	ভূপালী
	গন্ধর্ব্বী	... ০ ...	গন্ধিনী
দীপক ...	উত্তরী	... ০ ...	দীপহস্তা
	পূর্ব্বিকা	... ০ ...	দীপবর্ণা
	গুর্জ্জরী	... প্রদীপনাভ ...	দীপকর্ণা
	কালগুর্জ্জরী	... ০ ...	প্রদীপিকা
	গোণ্ডকরী	... ০ ...	দীপাক্ষী
	মালা	... ০ ...	দীপবক্ত্রা

কটী কথা।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র লাহিড়ী লিখিত।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

সঙ্গীত পরমা যোগবিদ্যা। ভারতবর্ষে অনাদি কাল হইতে সঙ্গীতের আলোচনা হইতেছে। ছন্দোমাত্রই গেয়, বিশেষতঃ সামবেদ উদাত্তাদি স্বরে স্থান মূর্চ্ছনাদি বিভাগে গেয়। অন্য বেদেরও স্বর, বর্ণ, অক্ষর এবং প্রয়োগ আদিসহ অর্থ জানিয়া মাত্রা-বিচ্ছেদে পাঠ করা কর্ত্তব্য। যথা যজুর্ব্বেদ-ভাষ্যে—

"স্বরোবর্ণোঽক্ষরোমাত্রা তৎপ্রয়োগোঽর্থ এব চ।
মন্ত্রং জিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যঃ পদে পদে।"

তথা যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"অবিদিত্বা তু যঃ কুর্য্যাদ্‌যজনাধ্যাপনং জপম্।
হোমমন্তর্জ্জলাদীনি তস্য চাল্প ফলং ভবেৎ॥"

অতএব বেদপাঠ অনায়াসসাধ্য নহে। বেদগানের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ মাত্র উদ্দেশ্য। যে পর্য্যন্ত বেদে সূক্ষ্ম ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যথা বশিষ্ঠঃ—

"চতুর্ব্বেদেষু যো বিপ্রঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্ম ন বিন্দতি।
তাবদ্ভবতি সংসারে যাবদ্‌ব্রহ্ম ন বিন্দতি॥"

পরমাত্মাই জীবের উপাস্য। পুত্র বিত্তাদি সকল হইতে পরমাত্মা প্রিয়। যথা শতপথব্রাহ্মণে ১৪ কাঃ ২ ব্রাঃ—

"আত্মানমেবোপাসীত। তদেতৎপ্রেয়ঃ পুত্রাৎ
প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ॥"

পিতামাতার কাম বশতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের যে জন্ম হয়, তাহা প্রকৃত জন্ম নহে। বিধিবৎ বেদপারগ আচার্য্য কর্ত্তৃক সাবিত্রী উপদেশ লাভ করিলে

আর একটী জন্ম হয়, তাহাই দ্বিজত্ব, এবং তাহা হইতেই অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ সপ্ত ব্যাহৃতি ন্যাসে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে জীবন্মুক্ত হইয়া জন্মমরণাদিরহিত অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা :—

"কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তে মিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্‌যদ্‌যোনাবভিজায়তে॥
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্‌বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সা জরাঽমরা॥"

ক্রমে ক্রমে আর্য্যদিগের সেই অমরত্বপ্রদ সাবিত্রীদীক্ষার মূল উদেশ্য কেবল একটা অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞাননিধান ঋষিদিগের পরিবর্ত্তে নিরক্ষর জ্ঞাতি সন্তান-উপনয়নের আচার্য্য গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অতএব আর্য্যদিগের সেই সুমহৎ উদ্দেশ্য উপনয়নসংস্কার ও বেদাধ্যয়ন একটা ধর্ম্মের খেলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ফলতঃ সেই সপ্তব্যাহৃতির প্রাণায়ামই বৈদিক যোগ। প্রাণায়াম কেবল নাসিকাধৃত করিয়া করিয়া মন্ত্র কটী পাঠ করিলেই সিদ্ধ হয় না। ভূঃ আদি সত্য পর্য্যন্ত সপ্তব্যাহৃতি উপর্য্যুপরি সপ্ত লোক। এবং তাহাই সপ্ত ছন্দ অথবা সপ্ত স্বর। যথা যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"ভূরাদ্যাশ্চৈব সত্যান্তাঃ সপ্তব্যাহৃতয়স্তু যাঃ।
লোকাস্তএব সপ্তৈতে উপর্য্যুপরি সংস্থিতাঃ॥"
"তাএব সপ্ত ছন্দাংসি লোকাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

এই সপ্ত লোকের মধ্যে সপ্তম সত্যলোকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই সাধনার চরম। তাহার ঊর্দ্ধে আর কিছু নাই। যথা যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"প্রাপ্যতে চোপভোগার্থং প্রাপ্য ন চ্যবতে পুনঃ।
তৎ সত্যং সপ্তমোলোকস্তস্মাদূর্দ্ধং ন বিদ্যতে॥"

সত্যেই ব্রহ্মস্থান, যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় প্রথম খণ্ডে—

"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ।
তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ॥"

তথা যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"একো হি সোমমধ্যস্থোঽমৃতং জ্যোতিঃস্বরূপকম্।
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানাং চেতোদ্যোতয়ত্তে হ্যসৌ॥"

তথা ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে হলায়ুধঃ—

"নানাদেবতাময়পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদিসপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা স্বাত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকীভাবং করোতীতি॥"

ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। ভাবার্থ এই যে, সকল ভূতেই জ্যোতীরূপে ব্রহ্ম বিদ্যমান। হৃদয়স্থ দীপ-শিখাবৎ জীবাত্মাকে প্রণায়ামের দ্বারা ভূরাদি ছয় লোক উত্তীর্ণ করাইয়া সপ্তম সত্যলোকে ব্রহ্মস্থানে একীভূত করাই প্রণায়ামের উদ্দেশ্য।

সঙ্গীত-যোগও প্রস্তাবিত প্রণায়ামের প্রকারান্তর মাত্র। নাদই (ধ্বনি) সঙ্গীতের মূল। যথা গান্ধর্ব্বে—

"ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।
নাভিহৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধাস্য আবির্ভূত ইতি ধ্বনিঃ॥"

তথাহি—

"নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাৎ তেন নাদং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

অতএব নাদ অথবা ধ্বনি নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা এবং মুখ স্পর্শ করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে। আর তাহা প্রাণাগ্নি সংযোগে নির্ব্বাহ হয়। এই ধ্বনি আবার পুষ্ট অপুষ্ট এবং স্থূল সূক্ষ্মাদিরূপে, অকৃত্রিম এবং কৃত্রিম দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। যথা গান্ধর্ব্বে—

"নাদোঽতিসূক্ষ্মশ্চাসূক্ষ্মঃ পুষ্টোঽপুষ্টশ্চ কৃত্রিমঃ।
পঞ্চস্থানাভিধাঃ ধত্তে পঞ্চস্থানস্থিতঃ ক্রমাৎ॥"

প্রস্তাবিত ধ্বনি বীণাদি যন্ত্রে ও কণ্ঠে সমুত্থিত হইলে তাহাকেই সঙ্গীত বলা যায়। সঙ্গীত দুইপ্রকার, যথা কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম। এই নিমিত্ত বীণাও দুইপ্রকার কথিত হইয়া থাকে। মনুষ্য-কণ্ঠ-উদ্ভূত সঙ্গীতকে অকৃত্রিম এবং তাহাকে সামগী বীণা, আর যন্ত্রোত্থিত সঙ্গীতকে কৃত্রিম ও তাহাকে দারবী বীণা কহে। যথা :—

"সামগী দারবী বীণা দ্বে বীণে গানজাতিষু।"

তৎপরে সঙ্গীত শাস্ত্রে বীণার লক্ষণও কথিত হইয়াছে। যথা :—

"দণ্ডঃ শম্ভুঃ উমা তন্ত্রী ককুভঃ কমলাপতিঃ।
ইন্দ্রশ্চ পত্রিকা ব্রহ্মা তুম্বো নাভিঃ সরস্বতী॥
সর্ব্বদেবময়ী বীণা বীণেয়ং সর্ব্বমঙ্গলে।
দর্শনে স্পর্শনে মুক্তির্ভোগস্বর্গাপবর্গদে॥"

দণ্ড মহাদেব, তন্ত্রী উমা, যাহাতে তার নিবদ্ধ থাকে তাহাকে ককুভ কহে, সেই ককুভ বিষ্ণুস্বরূপ এবং পর্দ্দা ইন্দ্র, নাভি সরস্বতী, আর ব্রহ্ম তুম্বদ্বয়। এইরূপ সর্ব্বদেবময়ী বীণা সকল মঙ্গলের আকর। ইহার দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। তাহার পরে তন্ত্রে যে ষট্‌চক্রের ব্যাখ্যা আছে, তাহাও বেদোক্ত ভূরাদি ছয় লোকের নামান্তরমাত্র। কুলকুণ্ডলিনীকে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া বৈদিক সত্যলোকে লয় করাই ষট্‌চক্র সাধনের ক্রম। সঙ্গীতে শরীরস্থ সেই সপ্তলোকের সপ্তস্থানই সপ্তস্বরের স্থান। স্বত্ব, রজঃ, তমঃ এবং বৈদিক হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, সঙ্গীতে দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত অথবা, উদারা, মুদারা, তারা নামে তিন গ্রাম। আর প্রত্যেক গ্রামে সপ্ত স্বরসংযুক্ত হইয়া এক-বিংশতি মূর্চ্ছনা নামে কথিত হইয়া থাকে।

সপ্ত ব্যাহৃতি ও নাভি, হৃদয় ও ললাট এই তিন স্থানে ত্রিবিধ প্রকারে সাধনীয়। নিশ্বাসই স্বর, ইহাতেই স্বরোদয়, শাস্ত্রে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র নাড়ীরূপে স্বরের বিভাগ লইয়া কতই অদ্ভুত আলোচনা হইয়াছে। বৈদিক স্বরই রাগ। সেই জন্য অনন্তকাল হইতে আর্য্য ঋষিরা বর্ণমালায় হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত মাত্রা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সেই বৈদিক স্বরই সঙ্গীতের রাগে পরিণত। সপ্তম নিষাদে (সত্যে) লয় পাইলেই যোগের চরম সিদ্ধি

হয়। অতএব সঙ্গীত যে পরমা যোগবিদ্যা তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভগবান্ মহাদেব এবং নারদাদি ঋষিগণ সঙ্গীতযোগে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক মহাত্মা চৈতন্যদেব সঙ্গীতযোগে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাই সংকীর্ত্তনে তিনি অনেক সময় আত্মহারা হইতেন। সাধকপ্রধান তুলসীদাস, কবিরদাস* জ্ঞানদাস প্রভৃতি এবং বঙ্গের সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন এই সঙ্গীতযোগেই পরমা মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

এদেশে প্রাচীনকাল হইতে বেদ-গানের সুবিধার জন্যই হ্রস্ব দীর্ঘাদি স্বর, ভাষার অস্থিমজ্জায় সংযুক্ত। কিন্তু বঙ্গভাষায় সঙ্গীতে উন্নতি নাই বলিয়া হ্রস্ব দীর্ঘাদি স্বরের কোন মূল্য নাই। বিদেশী ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘাদি স্বরের অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। বেদের একাক্ষর মন্ত্রেও ছন্দ আছে। সেই ছন্দই সেই মন্ত্র-গানের রাগ। ক্রমে পুরুষপরম্পরায় বেদগানের কাঠিন্য দেখিয়া ঋষিরা কাব্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গদ্য, পদ্য উভয়বিধ কাব্যেই ছন্দ মাত্রা এবং যতি (লয় আছে)। শ্লোকের প্রবর্ত্তক মহর্ষি বাল্মীকি বেদার্থযুক্ত রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া তাহাও গান করাইয়াছেন, এবং সেই গান কিরূপ তাহাও বলিয়াছেন। ফলতঃ মহর্ষি বাল্মীকির দৃষ্টান্তে তাঁহার পর শ্লোকবদ্ধ কাব্য পুরাণ অসংখ্য প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদায়েও ছন্দ রসাদি আছে। অথচ গান করিবার পদ্ধতি, ক্রমে লোপপ্রায় হইয়াছে। এখন কথক মহাশয়েরা কচিৎ দুই একটী কবিতা গান করিয়া প্রণালীমাত্র স্থির করিয়াছেন।

আর্য্য সন্তানগণ ক্রমে যুগ-মাহাত্ম্যে আচারভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। ঈশ্বর-সাধনা যাহা ত্রিবর্ণের কর্ত্তব্য ছিল, তাহা বনবাসী ঋষিদিগের করণীয় মাত্র হইয়া উঠিল। বিলাসের স্রোত বাড়িয়া চলিল। লোকে, আর বেদগানে কিম্বা বেদের তাৎপর্য্য-সমন্বিত রামায়ণ মহাভারতাদি গানে পরিতৃপ্ত হয় না। যোগপ্রণালী নষ্টপ্রায় হইল, তাই গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

কবিরকে অনেক মুসলমান ফকির বলিয়া বিশ্বাস করেন।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

অতএব সঙ্গীতও ব্যবসায়ে পরিণত হইল। পণ্ডিতেরা বিবিধ নাটক রচনা করিয়া সেই ব্যবসায়ের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহার বহু শতাব্দী অন্তে মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত বিজিত হয়। কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীতের চর্চ্চা আর্য্য-ভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে ছিল না। মুসলমান সম্রাট্‌গণ রণপরিক্লান্ত চিত্তকে ভারতীয় সঙ্গীতে শান্ত করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা সংস্কৃত শ্লোকের কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাহাতেই উদ্যমশীল মোগল-দিগের প্রাধান্যকালে হিন্দী এবং উর্দ্দু ভাষায় সঙ্গীতরচনা আরম্ভ হইল। তানসেন প্রভৃতি হিন্দু গায়কগণ ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। তখন সঙ্গীতযোগ, বিলাসিতার উপকরণ হইয়া উঠিলেও সঙ্গীতের অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে সে কালের অনেক কিম্বদন্তী অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইলেও আর বিজাতীয় ভাবে সঙ্গীতের রূপান্তর হইলেও ভক্তকবি তুলসীদাস প্রভৃতি তাহা সাধনপথে প্রয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ, ভক্তিমার্গ সঙ্গীতকে সাধা-রণের উৎসাহকর কীর্ত্তন গানের প্রণালীতে পরিণত করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। তৎপরে মহাত্মা রামপ্রসাদ ভক্তির উৎসস্বরূপ সরল ভাষায় সরল সুরে এবং দেওয়ান মহাশয় খেয়াল, ধ্রুবপদ প্রভৃতি খাঁটি সুরে গান রচনা দ্বারা বঙ্গভাষায় সঙ্গীতের জীবন্যাস করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে হরু-ঠাকুর, রামবসু, নৃসিংহ প্রভৃতি সুরসিক কবিগণ, কবি, ঝুমর, হাপ আখ-ড়াইর পথ সৃষ্টি করিয়া তাহার বিস্তর রূপান্তর করিয়াছেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবির দলের ভক্ত ছিলেন। দাশরথি রায়ও প্রথমে কবির দল হইতে অভ্যাস করিয়া হিন্দী সুর ভাঙ্গিয়া বঙ্গভাষায় বিস্তর গান রচনা করিয়াছেন। এই কালে কীর্ত্তন গানকে অন্য আকারে ভাঙ্গিয়া, মধুসূদন কাণ ঢপকীর্ত্তনের কলেবর উন্নতি করিয়াছেন। সাধকপ্রধান মহারাজ রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস হইতে শেষে নিধুবাবু, মদনমাষ্টার,

গোপাল উড়ে, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি এই পরমসঙ্গীতপথের কেহ উন্নতি, কেহ বা বিলাসিতার মশলা বাড়াইতে ক্রটি করেন নাই। অতএব সঙ্গীত এখন অনেকেরই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উন্নতির স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগে সাধক কেবল আপনিই পরমানন্দ লাভ করেন; আর সঙ্গীত যোগে সাধক, শ্রোতার শরীরস্থ ছয় স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। তাই ভক্ত সাধকের তানলয়বিশুদ্ধ মর্ম্মস্পর্শী গানে অতি পাষণ্ডও ক্ষণকালের জন্য গলিয়া যায়। পক্ষান্তরে আবার কুৎসিত সঙ্গীতের আকর্ষণে অনেক সচ্চরিত্র লোকও রিপুপরায়ণ হয়। সঙ্গীতে প্রকৃত ভক্ত, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া থাকেন। অন্য যোগে আত্মবিস্মৃত হইতে সকলের শক্তিতে কুলায় না। ধর্ম্মসঙ্গীতের লয়, যদি কূটস্থ চৈতন্যে লয়ে পরিণত হয়, তবে সাধকের আর অন্য যোগের প্রয়োজন কি? সেই জন্য সাধকপ্রধান রামপ্রসাদের সঙ্গীতলয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মা লয়প্রাপ্ত হইবার বৃত্তান্তে এখনও অনেকে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া থাকেন। মহারাজ রামকৃষ্ণের অতি সুরসাল অন্তিম সঙ্গীত, "আমার মন যদি রে ভোলে, তবে বালির শয্যায় কালীর নাম লইও কর্ণ-মূলে"। ইত্যাদি গান এখনও অনেক ভক্ত গাইতে গাইতে অশ্রু জলে প্লাবিত হয়েন।

সঙ্গীত স্বরসাধন যোগ। আমরা সচরাচর যে কথা বলিয়া থাকি, তাহাতেও আবৃত্তিকৌশল, ছন্দ ও স্বরচাতুর্য্য আছে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধন বলে স্বতঃ সেই স্বরচাতুর্য্য লাভ করেন, তাঁহার ভাষায় সকলেই মুগ্ধ হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসীসম্রাট্ নেপোলিয়ানের লোকমুগ্ধকর কথায় শত্রুও বশীভূত হইয়াছে। এখন ইউরোপীয় মহিলাগণ প্রণয়ী মুগ্ধ করিবার জন্য কথা কহিবার স্বরপ্রণালী নিয়মমত শিক্ষা করিয়া থাকেন। যন্ত্র ও কণ্ঠ-স্বরের মুগ্ধকরী শক্তিতে বীরগণ আত্মহারা হইয়া অবলীলাক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়া থাকেন। মনুষ্য-কণ্ঠ কিম্বা যন্ত্রোত্থিত স্বরে বনের পশুপক্ষীও বশীভূত হয়। স্বরে আদি প্রভৃতি ছয় রস বিভাগক্রমে কাল ও মাত্রা লক্ষ্য করিয়া আলোচনা করিতে পারিলে জগৎ বশীভূত হইতে পারে। এই জন্যই নাদ ব্রহ্মরূপে কথিত হয়। আর ছাদন করিতে পারে বলিয়া বেদকে ছন্দ বলে। বেদ যথানিয়মে স্বরিত হইলে বক্তার সর্ব্বযোগ ক্ষমতা জন্মিতে পারে।

কাল অনুসারে সুকণ্ঠ পশুপক্ষী দূরান্তাং, ভেকরবেও মানব-হৃদয় আকৃষ্ট হয়। ইহাতেই ছয়টী রাগ এক একটী জন্তুর স্বর হইতে অনুকৃত হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ। যথা—ময়ূরের কেকারব হইতে ষড়্‌জ, কোকিল-কূজন হইতে পঞ্চম অথবা বসন্ত রাগ ও কুক্কুরের স্বর হইতে খাম্বাজ রাগ গঠিত হইয়াছে। স্বর সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলিবার আছে, কিন্তু তাহা এই স্থানে সুবিধাজনক হয় না।

দুঃখের বিষয় এই যে, এই সর্ব্বভূত-বশীকরণ এবং মুক্তির পরম সাধন যোগ সঙ্গীতবিদ্যা, এখন বিলাসলালসার উদ্দীপনার স্থান অধিকার করিয়াছে। ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত ঋষিরা যে সকল যোগপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ন্যাসের দ্বারা স্তম্ভনযোগও একতর উপায়। সেই স্তম্ভনযোগ অভ্যাস জন্য যোগীরা বিস্তর প্রয়াস পাইয়াও কদাচিৎ সফল-কাম হইতেন। কিন্তু সামান্য বাজীকরগণ অর্থ উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় স্তম্ভনযোগ সহজে শিক্ষা করিয়া দর্শকের নিকট বলিহারী লইতেছে। সেইরূপ পরম যোগসঙ্গীতও এখন ব্যবসায়ী এবং বিলাসীর হাতে বিকৃত আকার ধারণ করিলেও তাহার পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই। মনুষ্য সামান্য অর্থ এবং অকিঞ্চিৎকর সম্মান প্রত্যাশায় যেরূপ ঐকান্তিক চিত্তে, যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে দিনপাত করে, কিন্তু মায়ার প্রভাবে ঈশ্বরসাধনায় তাহার শতাংশ চেষ্টা করিতেও সমর্থ হয় না। বাজীকরেরা যদি ঈশ্বর-সাধন উদ্দেশে স্তম্ভনযোগ অভ্যাস করিত, তবে কদাচই কৃতকার্য্য হইত না। যোগসম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে, তাহা এই স্থানে উল্লেখযোগ্য।

একজন যোগীর একটী যুবাবয়স্ক চেলা ছিল, সে সর্ব্বদাই বিবাহের চিন্তা করিত। যোগী খেচরী মুদ্রা সাধন নিমিত্ত প্রত্যহ জিহ্বা বর্দ্ধিতায়তনের প্রয়াস পাইতেন। মুদ্রার উদ্দেশ্য এই যে, জিহ্বা পরিমিত বৃদ্ধি পাইলে তাহা উল্টাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র রোধ করিলে, সে সময় চিত্ত যাহাতে সমাহিত থাকে, মুদ্রাসাধনান্তেও ঠিক্ সেই ভাবেই থাকিয়া যায়। কূটস্থ চৈতন্য হইতে পরমামৃত-বিন্দুক্ষরণে যোগীর জরা-মৃত্যু আদি শঙ্কা থাকে না। ইহাকেই হঠযোগ বলে। কিন্তু চেলা তাহার উদ্দেশ্য কিছু না জানিলেও সে যোগীর দৃষ্টান্তে জিহ্বা বর্দ্ধনের চেষ্টা করিত। দৈবাৎ এক দিন তাহার জিহ্বা পরিমাণমত বৃদ্ধি পাইয়া উল্টাইবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্রপথ রুদ্ধ হইয়া

সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। যোগী চেলাকে আপনার অসাধ্য যোগে কৃতকার্য্য দেখিয়া তাহাকে ভাগ্যবান্ বিবেচনায় স্থানান্তরে চলিয়া যান।

চেলা যোগাবস্থায় বহু বৎসর অতিবাহিত করে, তাহার শরীরের উপর নানা লতাগুল্ম জন্মে। কোন সময় একজন রাজা মৃগয়া উপলক্ষে সেখানে গিয়া প্রস্তাবিত কাণ্ড দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি যোগীর শরীরের উপরিস্থ গুল্মলতাদি অপসারিত করিয়া বহুযত্নে তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ কিছু আহার করাইবার চেষ্টা করিয়া দেখেন যে, তাহার জিহ্বা উল্টাইয়া আছে। অঙ্গুলীসংযোগে জিহ্বা সরল করিবামাত্র তাঁহার যোগভঙ্গ হইল। তখনই যোগিরূপী চেলা "বিবাহ দেও, বিবাহ দেও" বলিয়া উঠিল, এবং তাহার গুরু যোগী কোথায়, সে এরূপে এখানে কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিল। রাজা আদ্যন্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চেলার হঠযোগে হঠকারিতামাত্রই প্রকাশ পাইল।

অতএব যোগাভ্যাস সিদ্ধ হইলেই ধার্ম্মিক বা তাপস হয় না। তবে ঈশ্বর উদ্দেশে যোগাভ্যাসকারী, সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" বলিয়াছেন। কর্ম্মে পারদর্শী হইতে না পারিলেও কর্ম্মের কৌশল শিক্ষা অবশ্যই প্রশংসনীয়। পূর্ব্বকালে বেদপাঠ অথবা যোগসাধনে সকলেই যে কৃতকার্য্য হইতেন, এ কথা বলা যায় না। তবে ত্রিবর্ণেরই সেই পথ অবলম্বনের চেষ্টা ছিল। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণগণ অনন্যমনে তাহা করিতেই বাধ্য ছিলেন। এখনও ইংরেজী শিখিবার জন্য সকলেই সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে দিয়া থাকেন, কিন্তু শতকরা কয়জন শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত ঠিক্ থাকিতে পারেন? ইহা আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াও যেমন সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বীতশ্রদ্ধ হই না, সেইরূপ ধর্ম্মসাধনায় কৃতকার্য্য হইব না বলিয়া সাধনপথে গমন করিতে বিরত হওয়াও কর্ত্তব্য নহে। সিদ্ধি বহুজন্মসাধ্য হইলেও এ জন্মে চেষ্টা না করিলে জন্মান্তরে তাহা সহজে লভ্য হয় না।

বৈদিক ছন্দ এবং উদাত্তাদি স্বর ভাঙ্গিয়া ধ্রুবপদ সঙ্গীতের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। কালে তাহা টপ্পায় পরিণত হইয়াছে। কাজেই সঙ্গীতের সেই অমৃতময় ভাব এখন বিষে পরিণতপ্রায় হইয়াছে। অতএব বেদ-গায়ক পূজনীয় ঋষি-সন্তানদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে আবার সঙ্গীতযোগের চরমোৎকর্ষ

লাভ করা বহুদিনের কথা। এরূপ স্থলে ধর্ম্মসঙ্গীতের আলোচনা-বৃদ্ধিতেও পরমোপকার আছে। তাহাতেই খাঁটি অথবা মিশ্র রাগে যে প্রণালীতেই হউক ধর্ম্মসঙ্গীত-প্রণেতা মাত্রেই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

এই পুস্তক সম্বন্ধে প্রস্তাবিত কারণেই কটী কথা লিখিতে গিয়া পথভ্রান্ত প্রায় হইয়াছিলাম। দেশের, বিশেষতঃ আর্য্যসন্তানদিগের এখন এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে যে পরম ভাগবত জয়দেব গোস্বামী, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাত্মাগণ সঙ্গীতচর্চ্চার যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান নব্য-শিক্ষিতবৃন্দের অনেকেই তাহাকে হিজিবিজি বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহারা এ কথা ভাবেন না যে, তাঁহারা যেমন ১৫।২০ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে একটী ভাষার অধিকার লাভ করিয়াছেন, এখনও সঙ্গীতে যাহা কিছু আছে, তাহা নিয়ম মত শিখিতে আজীবন খাটিলেও সুশিক্ষা হয় কি না সন্দেহ। তবে কালধর্ম্মানুসারে পতিতোদ্ধারক মহাত্মা চৈতন্যদেব কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। চৈতন্যদেব যদি বর্ত্তমান বর্ণ-শঙ্কর-উদ্ধারক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইতেন, তবে বুঝি তিনিও বর্ত্তমান কালে শ্রদ্ধাপাত্র হইতেন না। যাহা হউক, এখন চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবিস্তারে কীর্ত্তনগানে অনেকেরই অনুরাগ দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গভাষায় সঙ্গীতপ্রণেতা দাশরথি রায়, মধুসূদন কাণ প্রভৃতি, বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে মনুষ্যের মধ্যেই পরিগণিত নহেন। বোধ হয় কালে তাঁহাদের মাহাত্ম্য এবং তাঁহাদের প্রতি বঙ্গ-সঙ্গীত-প্রচার-পরিশ্রমের কৃতজ্ঞতার দিনও আসিতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, বেদগানরত আর্য্যদিগের দেশে আজি সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ইউরোপীয় পদ্ধতি এবং ইউরোপীয় গতের সংমিশ্রণে এক প্রকার বর্ণ-সঙ্কর সঙ্গীতের বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতেও প্রকৃতরূপে রাগ রাগিণীর মাহাত্ম্য এককালে লোপ পায় নাই। অদ্যাপি পশ্চিমাঞ্চলে অনেক সাধক সন্ন্যাসী প্রাচীন রাগ লয়যুক্ত ভজন গানে সাধনা করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত কলাবৎ সঙ্গীতের চর্চ্চা অনেক কমিয়াছে। এদেশে এখন সঙ্গীতের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইলেও, কৃতবিদ্য সমাজের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীত-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেছেন; ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। অতএব "সঙ্গীত-কুসুম"প্রণেতা নিতান্ত দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করেন নাই। কালে এই পুস্তকের সঙ্গীতও কৃতবিদ্য সমাজে গণনীয় হইতে পারে। সঙ্গীত-কুসুম-প্রণেতা স্বয়ং প্রকৃত সঙ্গীতকলায় অভিজ্ঞ না হইলেও অন্যান্য মহাজনের পদাঙ্কানুসরণে রচনায় বিশেষ পটুতা দেখাইয়াছেন। ইহাঁর লিখিত গানগুলি পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। বাগছী মহাশয় রাজসাহী জেলার একটী রত্ন স্বরূপ। তাঁহার স্বভাবজ কবিতারচনাশক্তির এবং ভাবুকতার নিদর্শন "কবিতা-কুসুম" পুস্তক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে। আবার এই "সঙ্গীত-কুসুম"প্রচারে তাঁহার পরমা ভক্তি এবং স্বদেশপ্রেমিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখাইয়াছেন। ইহাঁর অনেক সঙ্গীতে গ্রন্থকার যে আপনার হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরিচিত মাত্রে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্দারা সাধারণের তৃপ্তি হইবে না বলিয়া গ্রন্থের সঙ্গে প্রণেতার চিত্র কিয়ৎ পরিমাণে থাকা আবশ্যক বোধে কটী কথা বলা যাইতেছে।

গ্রন্থকার রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গাঙ্গইল গ্রামে* ৺মৃত্যুঞ্জয় বাগছীর ঔরসে এবং জয়দুর্গা দেবীর গর্ভে ১২৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন †। আপোগণ্ড অবস্থায় মাতৃবিয়োগে এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া ইনি বড়ই দুস্তরে পড়িয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসরের বালক, সামান্য ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন, পিতৃত্যক্ত এরূপ সম্পত্তি কিছু ছিল না। ভগবানের কৃপায় ইনি নানা ক্লেশে সে কালের প্রণালীতে বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়া রামপুর বোয়ালিয়ায় পরলোকগত গৌরসুন্দর সিংহ উকিলের মুহুরেরগিরিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সিংহ মহাশয় রাজসাহী জজ আদালতে এক জন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। রামজয় বাবু আপনি অনাটনের ভীষণ অত্যাচারে পীড়িত বলিয়া জীবিকার উন্নতিতে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। অল্প দিনেই সিংহ মহাশয় ক্রমে রামজয়ের কর্ম্মকুশলতা, ন্যায়পরতা, এবং বিশ্বস্ত ব্যবহারে রামজয়কে আপনার

---

* ইহার প্রাচীন নাম গঙ্গাগ্রাম। ইহা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের একটী প্রাচীন সমাজ। কুল-শাস্ত্র-দীপিকা—২৫ পৃষ্ঠা।

† কবি সঙ্গীত-কুসুম ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণের ১১২ নং (২য় সংস্করণের ১১৬ নং) গীতে সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

পরিবারস্থ বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মোপলক্ষে রামজয়ের সহিত অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদারের পরিচয় হয়। তাঁহার কার্য্যপটুতায় ও সদাশয় ব্যবহারে অনেকেই তাঁহাকে মোক্তারী কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সুতরাং সেই মুহুরেরগিরি রামজয়ের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের মূল সূত্র। প্রস্তাবিত প্রকারে মোক্তারী কার্য্যে প্রসর বৃদ্ধি হইলে ইনি স্বাধীনভাবে মোক্তারী কার্য্যের উন্নতি করিতে লাগিলেন।

ইনি সুদারুণ অধ্যবসায়ে আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেও ইহাঁর শরীরে অভিমান প্রবেশ করিতে পারে নাই। অনাটনে শিক্ষার সুবিধা না থাকিলেও, ভগবানের প্রদত্ত স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি পাঠ্যাবস্থাতে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, এবং চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ইনি একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক ও কটী গান রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই। সংপ্রতি ইনি আপনার উদারতা এবং ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে কার্য্যকুশলতা এবং অমায়িক ব্যবহারে স্বকীয় ব্যবসায়ে স্বনামবিখ্যাত হইয়াছেন। সন্তোষের বিষয় এই যে, চঞ্চলা কমলার কৃপালাভেও ইনি আত্মবিস্মৃত হন নাই। ইনি আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া সাধ্যমতে দরিদ্রের সহায়তা, যোত্রহীন পাঠার্থীর বিদ্যাশিক্ষা, এবং বিপন্নের বিপদুদ্ধারে যথোচিত সহায্য করিয়া থাকেন। ইহাঁর আশ্রয়ে নিয়ত ১০।১২টী পাঠার্থী ভরণপোষণ, চিকিৎসা, এবং বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে ইহাঁর সদয় ব্যবহারে অনেক বালক কৃতবিদ্য হইয়া সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সাধ্যমত দানে এবং আতিথ্যেও ইনি অনেক কৃতবিদ্য ধনীর দৃষ্টান্ত স্থল।

কবি বাল্যকাল হইতেই রহস্যপ্রিয়। ইহাঁর বাল্য-হৃদয়ে ভীষণ দুঃখের ছায়া পতিত হইলেও ইনি অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন। অথচ কিছুতেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা তিরোহিত হইত না। ইহাঁর সব্যঙ্গ গল্পে এবং কৌতুকাবহ লোক-চরিত্র-ব্যাখ্যায় আবাল বৃদ্ধ মুগ্ধ হইয়া থাকেন। ইনি সামাজিক, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত, সঙ্গীত, নাটক, খেলার বৈঠক, সকল কার্য্যেই হৃদয়ের সহিত যোগ দিয়া থাকেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কোনও শ্রেণী কিম্বা ধর্ম্মমতের প্রতি ইহাঁর বিদ্বেষ নাই। ধর্ম্মসংক্রান্ত কিম্বা সামাজিক উৎসব হইতে কৌতুকাবহ নাটকাভিনয় কিম্বা পাশাখেলায় ইনি যেমন উদ্যমশীল, আবার বিপন্নের বিপদুদ্ধারে, পীড়িতের তত্ত্বাবধানে সেই-

রূপ হৃদয়ের উন্মেষে অগ্রগামী (১)। এরূপ সর্ব্বপ্রিয়তা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। অনেক সময়ে অর্থহীন দরিদ্র কৃষক এবং অনাথা বিধবা ইহাঁর উদারতায় বিনা ব্যয়ে অথবা অল্প ব্যয়ে সুবিচার পাইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইনি আপনার বাল্য-দারিদ্রের বিভীষিকা সর্ব্বদাই স্মরণ করিয়া দুঃখী এবং অসহায়ের সাহায্যে তৃপ্ত হইয়া থাকেন।

এই পুস্তকের গানগুলিতে কবি অনেক স্থলে বিশেষ নৈপুণ্য এবং কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকগুলি গানই কবির হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে উৎপন্ন। তাহা সাধারণের সমানভাবে রুচিকর হইবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃত গুণের অনাদর হয় না।

কবি নিঃস্বার্থ জলাশয়াদি পূর্ত্ত কার্য্যে বিশেষ উদ্যমশীল, তাহা তাঁহার ৬২ নং গানে যেমন প্রকাশিত আছে, সেইরূপ তিনি স্ববান্ধবহীন নিঃসম্পর্কীয় নেপালদিঘী গ্রামে বহু অর্থ ব্যয়ে একটী জলাশয় নির্ম্মাণে, গ্রামবাসীর জীবন রক্ষা করিয়া, কার্য্যেও দেখাইয়াছেন। মুখে অনেকে নীতিকথা বলিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থলে কয় জন স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে পারেন? কবি দশ মাস বয়সে মাতৃহীন হইয়া জগন্মাতৃ-স্বরূপা গো-দুগ্ধেই পালিত হইয়াছেন, তাই ইহাঁর অকপট মাতৃভক্তি গো-জাতির উপর সংক্রামিত হইয়াছে। ইহাঁর বাড়ীতে যেরূপ আয়োজনে গো-সেবা হইয়া থাকে, তাহা অনেক লক্ষপতিরও শিক্ষণীয়। তাহাতেই কবি গোজাতির দুঃখে হৃদয়ের মর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া ৬১ নং গানে গাইয়াছেন।

কবি, স্বয়ং বিষ্ণু-উপাসক হইলেও, আপনার বাড়ীতে শক্তি উপাসনায়

---

(১) বর্ত্তমান কালে শব বহনাদি কার্য্য অনেকেই ক্লেশ ও অপমানজনক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এ কার্য্যে রামজয় বাবুর বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। ১২৮০ কি ৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বোয়ালিয়া নগরীতে ভয়ঙ্কর ওলাউঠার উপদ্রব উপস্থিত হয়। একটী ভদ্রলোকের সহোদর সেই ব্যাধিতে পরলোকগত হইলে, বহু চেষ্টাতেও সহস্রাধিক ব্রাহ্মণের নিবাস স্থান বোয়ালিয়ায় শব-বহনের লোক পাইলেন না; চৈত্রের দুরন্ত রৌদ্রে, ভীষণ ওলাউঠার আতঙ্কে কেহই অনাবৃত শ্মশানে যাইতে সম্মত হইলেন না। আমার স্মরণ আছে যে, রামজয় বাবু, মৃতের আত্মীয় এক জন এবং আমি মাত্র ক্রোশাধিক পথে শব লইয়া গিয়া দেখি যে, শ্মশান রাজ ডোম পর্য্যন্ত প্রচণ্ড রৌদ্র ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। এক গাছি কাষ্ঠও নাই। শেষে রামজয় এবং আমাকে স্বহস্তে কুঠার ধরিয়া বাবলা বৃক্ষ ছেদন ও বহুদূর হইতে স্কন্ধে বহন করিয়া প্রভাত হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে শবদাহন করিতে হইয়াছিল।

পরাঙ্মুখ নহেন। তিনি যদিচ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার,—"বরং বৃন্দাবনেঽরণ্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং নচ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন।" উপদেশ ১০ নং গানে—"বরং ব্রজমাঝে উদ্ভিদ হইব" পদে ব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি ৩৬ নং গানে হরিহরের অভেদত্ব আর ১০২ নং গানে কালীকৃষ্ণের একতা গাইয়া হৃদয়ের প্রশস্ততা প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এই পুস্তকে শক্তি সঙ্গীতও অনেকগুলি আছে। কবি স্বয়ং প্রাচীন সমাজ, প্রাচীন আচারের পক্ষপাতী, তাই হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সব্যঙ্গে ৬৪ নং হইতে ৬৭ নং গান গাইয়া সমাজের দুঃখে এক চক্ষে হাসিয়াছেন, এক চক্ষে কাঁদিয়াছেন। করুণ এবং হাস্য রসের বিপরীত সম্বন্ধ ; এই বিপরীত সম্বন্ধযুক্ত রসের একতার অবতারণা করা কবিত্বের বিশেষ পরিচায়ক। কবি, ৭৪ নং গানে নিরীহ পলু পোকার দুঃখেও ব্যঙ্গের চক্ষে কাঁদিয়া পরম উপদেশ দিয়াছেন। ইনি নিয়ম মত সঙ্গীত শিক্ষা করেন নাই, কাজেই নিভাঁজ রাগরাগিণীর আলোচনা করিতে অবশ্যই অসুবিধা হইয়াছে। তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বে গানগুলি উপাদেয় হইয়াছে। গানগুলি গাইবার সুবিধার্থে রাগরাগিণী ও তালের নাম ব্যতীত, সাধারণে প্রচলিত যে যে গানের অনুকরণে কবির হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়াছিল, সেই সকল গানের প্রথম পাদ নিজকৃত গানের উপরে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন বলিয়া সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পর্য্যন্ত কণ্ঠকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি হইবে। তাহার মধ্যে ৩৪ নং গানের দৃষ্টান্তে যে পদাংশ মহারাজ রামকৃষ্ণের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেটী সাধকপ্রধান রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বলিয়া এবং ৯২ নং গানের দৃষ্টান্তে যে পদাংশ সাধকপ্রধান কমলাকান্তের বলিয়াছেন, তাহা আমরা তান্ত্রিক যোগী দ্বিজরাজ ভট্টাচার্য্যের নামের ভনিতায় শুনিয়াছি।

আমি একজন সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ, কাজেই গানগুলির রচনাকৌশল ব্যতীত তান লয় সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। তবে সঙ্গীতানুরাগীর কণ্ঠে ইহার দুই চারিটী গান শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। ফলতঃ কবি যে ব্যবসায়ে আপনার উন্নতি করিয়াছেন ইহাতে সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত একটী গানও না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ রহিলাম। কবি যেরূপ সমাজের দুঃখে দুঃখিত, তাহাতে আশা করি যে, সঙ্গীত-কুসুমের দ্বিতীয় সংস্করণে বর্ত্তমান সর্ব্বনাশকর মোকদ্দমা অনলের দুঃখশিখাবর্ত্ত, কবির কণ্ঠে উদ্গিরিত হইতে দেখিব, ইতি।

চুচুড়া। ১৪ই ভাদ্র, ১৩০১।

গত ১৩০১ বঙ্গাব্দে ১ম খণ্ড সঙ্গীত-কুসুমে আমি "কটী কথা" লিখিয়াছিলাম। এই পাঁচ বৎসর পর দ্বিতীয় খণ্ড সহ পুনরায় ইহা মুদ্রাঙ্কিত হইল। গ্রন্থকার, আমার "কটী কথা"র শেষ আকাঙ্ক্ষা ১ম খণ্ডের ১১৩নং গীত প্রণয়নে পূর্ণ করিয়াছেন। এই পাঁচ বৎসরে জগতের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গ্রন্থকারও জীবনের আর পাঁচটী সোপান (বৎসর) উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই কালের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মসেবারও বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। ইনি এখন উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রের হাতে অধিকাংশ বৈষয়িক কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, কামাখ্যা, শ্রীক্ষেত্র, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। গতবর্ষের ৫ই মাঘে বোয়ালিয়ার ধর্ম্মসভা-প্রাঙ্গণে একটী ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া মহাসমারোহে শ্রীশ্রীবাণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহাদেবের নিত্যসেবার স্থায়িতাকল্পে তাঁহার আয়ের অনুপাতে দেবোত্তরের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। এখন রামজয়, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শিবালয়ে উপস্থিত হইয়া নানা ধর্ম্মসঙ্গীত আলোচনায় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া থাকেন। কোন কোন দিন সঙ্গীতচর্চ্চায় রজনী দুইটাও অতীত হইয়া থাকে। এই সঙ্গীতচেষ্টায় স্বয়ং যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন বন্ধুবর্গকেও সেইরূপ পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন। সঙ্গীত-আলোচনা উপলক্ষে মাসিক ২০।২৫ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। রামজয় মোক্তারি কার্য্য হইতে অবসর লইলেও বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদকীয় এবং "হিন্দুরঞ্জিকা" প্রচারের এবং সাধারণের হিতকর নানা কার্য্যে অভ্যস্ত কর্ম্মজীবন অতিবাহনের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ভগবান্ তাঁহাকে এইরূপে ধর্ম্মভাবে নিরুদ্বেগে পরহিত-ব্রতে দীর্ঘজীবী করুন ইহাই প্রার্থনীয়।

ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রাকরের দৌরাত্ম্যে আমার "কটী কথার" অক্ষর-যোজনায় বড়ই প্রমাদ ঘটিয়াছে, ভরসা করি এবার তাহা না হইবার পক্ষে রামজয় বাবু বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

("মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন-চরিত" "ঋতুবিহার" প্রভৃতি কাব্য ও "পিশাচ সহোদরাদি" উপন্যাস প্রণেতা)।

২০শে কার্ত্তিক।
১৩০৬।
তাহেরপুর।

শ্রীগিরীশচন্দ্র লাহিড়ী।

রচয়িতার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য লিখিত।

(হিন্দুরঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত)।

৪ঠা আষাঢ় ১৩০৩ সাল।

"অসহায় রামজয়"

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর সবডিভিসনের অধীনে গাঙ্গইল গ্রাম। ইহার প্রাচীন নাম গঙ্গা গ্রাম। গাঙ্গইল গ্রাম 'বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের একটী প্রাচীন সমাজ'। পবিত্রসলিলা আত্রেয়ী কুল কুল স্বরে গাহিয়া গাঙ্গইল গ্রামের পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে উত্তরবাহিনী হইয়া চলিয়াছেন। এই গ্রামে স্বর্গগত মৃত্যুঞ্জয় বাগছী মহাশয়ের নিবাস ছিল। বাগছী মহাশয়ের অবস্থা তত ভাল ছিল না। কোন প্রকারে সামান্য ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত, মাত্র। ইহাঁরই ঔরসে এবং জয়দুর্গা দেবীর গর্ভে ১২৪৯ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসের ৬ই তারিখে রামজয় জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুঞ্জয় বাগছী মহাশয়ের একটী মাত্র পুত্র রামজয় এবং একটী কন্যা। কন্যার নাম কৃষ্ণসুন্দরী। যখন কেবলমাত্র ১০ মাসের শিশু তখন হইতেই রামজয় মাতৃস্নেহে বঞ্চিত। সতী সাধ্বী জয়দুর্গা দেবী ইহাঁকে অপোগণ্ড অবস্থায় রাখিয়াই সুখে স্বামীর চরণপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া তাঁহার জীবন-নাটকের যবনিকার অন্তরালে লুকাইলেন। রামজয়কে লালন পালন করিবার মত বাটীতে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক কেহ থাকিল না। এইরূপ অবস্থায় একটী দশ মাসের শিশুর বাঁচিবার আশা যে কতদূর করা যাইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু বিপদের চরমসীমায় পড়িয়া দারিদ্র্যের ভীষণ দংষ্ট্রাঘাতে প্রপীড়িত হইয়াও যে মানুষ সংসারে উন্নতি করিতে পারে, হয়ত ইহারই একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্যই পরমেশ্বর একটী অপর স্ত্রীলোককে রামজয়ের লালন পালনের নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। এই সহৃদয়া রমণী কেবল দয়ার পরবশ হইয়াই যে 'অসহায়' মাতৃহীন রামজয়ের লালনপালন করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। রামজয়েরও বয়স বাড়িতে লাগিল। ইনি এখন হইতেই বড় সঙ্গীতপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। গাঙ্গইল গ্রামের আশে পাশে যেখানে যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদির কিছু একটা আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানেই রামজয় উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে ইহাঁহার মস্তকের উপর দিয়া এগারটী বৎসর চলিয়া গেল। ইনি সেকালের প্রণালীতে বাঙ্গালা লেখাপড়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিপদ কখনও একা আইসে না। ইহাঁর দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুঞ্জয় বাগছী মহাশয় ইহাঁকে এই বিশ্বসংসারের এক প্রান্তে আশ্রয়-বিহীন সম্বলহীন অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। রামজয় জগৎসংসার অন্ধকার দেখিলেন। সংসার-সাগরের বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে ইনি একটী ক্ষুদ্র 'জলবুদ্বুদ মাত্র, এখন একা পড়িয়া পথভ্রান্ত পথিকের মত, কক্ষচ্যুত তারকার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রামজয় বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। আজ রাত্রি পোহাইলে কা'ল তাঁহার আহার মিলিবার সংস্থান নাই, কিন্তু যাহার কেহ নাই, তাহার ঈশ্বর আছেন। কবি বলিয়াছেন,—

"যার কেহ নাই, তার সব আছে ;
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে।
তারি তরে ওঠে রবি শশী তারা ;
তারি তরে ফোটে কুসুম গাছে॥"

..।তৃমাতৃহীন, সহায়-সম্বল-বিহীন রামজয় এই কোমল বয়সে দুর্গম সংসার-পথের পথিক হইলেন। তাঁহার জীবনের এই ভয়ানক সমস্যার সময় তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল কে ? তাঁহার অদম্য অধ্যবসায় এবং তাঁহার অমানুষিক মানসিক বল। এই বিপদের সময় তাঁকে শান্তি দিয়াছিল কে ? সেই সর্ব্ব-শান্তিবিধায়ক পরম পিতা পরমেশ্বর।'

পিতার মৃত্যুর পর কিছু দিন পিতৃভবনে থাকিয়া রামজয় আত্রেয়ীর জলে চক্ষের জল মিশাইয়া গাঙ্গইল গ্রাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। (কে বলিতে পারে যে এই বিদায় চির বিদায় নহে ?) তাঁহার পর বৈলগাছীতে তাঁহার ভগিনীর নিকট যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানে যদিও তিনি দুই বেলা দুই মুঠো অন্ন পাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কি জন্য জানি না তিনি সেই পরিবারের কাহার কাহারও চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন।

ভগিনীর বাটী থাকিয়া রামজয় বাবু লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। এখন যেমন রাস্তায় রাস্তায় স্কুল কলেজ, গলিতে গলিতে টোল পাঠশালা, পূর্ব্বে সে রকম ছিল না। সে সময় লেখাপড়া শিখিবার অন্তরায় অনেক ছিল। দারুণ অধ্যবসায়-বলে সেই সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অমানুষিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, ইনি লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর স্মরণশক্তি * অতিশয় প্রখর ছিল। ইনি একবার যাহা পড়িতেন বা শুনিতেন, তাহা আর কখনও ভুলিতেন না। এই অদ্ভুত স্মরণশক্তির সাহায্যে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে রামজয় বাবু মোটামুটি একরকম লেখাপড়া শিখিলেন। কিন্তু ভগিনীর বাটীতে আর বেশী দিন থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

প্রতিকূল-বায়ু-প্রতাড়িত, তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত, অর্দ্ধ-নিমজ্জিত নৌকার আরোহী-দিগের মত তিনি আশাশূন্য হৃদয়ে সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে তুফান যেন কমিল। বায়ুর গতি যেন ফিরিল। কালের স্রোত যেন তাঁহার অনুকূলে বহিল। 'অসহায়' রামজয় রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তেজনন্দী গ্রাম নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র সরস্বতী মহাশয়ের আশ্রয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহারই অনুগ্রহে মাসিক ৪।৫ টাকা বেতনে তেজনন্দীর তহসিলদার হইলেন। এইরূপে প্রায় তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

এই খানে তাঁহার কপাল আর একটু ফিরিল। তেজনন্দীর নিকটবর্ত্তী খাজুরা নিবাসী রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া সহায়সম্বলবিহীন রামজয়ের হস্তে তাঁহার কন্যাকে অর্পণ করিলেন। রামজয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহজামাতা স্বরূপ রহিলেন। বিবাহ করিয়াই রামজয় বাবু বুঝিলেন যে তাঁহার জীবনের উপর এক বিষম দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। বিবাহিত জীবনের গুরুত্ব তিনি সহজেই উপলব্ধি করিলেন। এবং সেই জন্যই আরও দ্বিগুণ যত্ন ও

---

* এ বিষয়ে একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। অনেক সময় কর্ত্তব্যানুরোধে পূজ্যপাদ শ্রীযুত মাতুল মহাশয়কে এক যোগে বহু মওকেলের পত্রের উত্তর দিতে হইত। প্রখর স্মরণশক্তির সাহায্যে তিনি অতি অল্পকাল-মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আমরা ৭।৮ জন পাঠার্থী ইহাঁকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া এক এক খানি পত্র লিখিতে বসিতাম। মাতুল মহাশয়ও স্বয়ং একখানি পত্র লিখিতে লিখিতে আমাদের প্রত্যেককেই লেখনীয় বিষয় বলিয়া দিতেন। অথচ কোনরূপ অসামঞ্জস্য হইতে দেখা যায় নাই।—প্রকাশক।

পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কত দিন যাজনিক কার্য্য পর্য্যন্তও করিতে হইয়াছিল, এইরূপে আরও কিছু দিন কাটিল।

এই সময়ে পরলোকগত গৌরসুন্দর সিংহ মহাশয় রামপুর বোয়ালিয়ার জজ আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। বিশেষ চেষ্টা করিয়া রামজয় বাবু তাঁহার আশ্রয়ে আসিলেন। এবং অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার মুহুরেরগিরিতে নিযুক্ত হইলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই বুদ্ধিমান্। বুদ্ধির বলে ইনি সিংহ মহাশয়ের কার্য্য অতি সুন্দর রূপে চালাইতে লাগিলেন। সিংহ মহাশয়ও অতি সদয় ব্যক্তি ছিলেন, তাই রামজয় বাবুকে তাঁহার পরিবারের এক জন করিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে এইখানে তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া দশ, পনর বৎসর চলিয়া গেল। এই মুহুরেরগিরি কার্য্যের জন্য ছোট বড় অনেক জমীদারের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল।

আমি যে সময়ের কথা কহিতেছি, তখন মোক্তারী পরীক্ষা দিবার জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি কোন পাশের আবশ্যক করিত না। রামজয় বাবু গৌরসুন্দর সিংহ মহাশয়ের দ্বারা চেষ্টা করাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়া নিজেই অধ্যবসায়ের সহিত আইন পড়িলেন*। এবং রামপুর বোয়ালিয়ায় পরীক্ষা দিয়া ইংরাজী ১৮৬৬ সালে মোক্তার হইলেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই তাৎকালিক কালেক্টর মিঃ ওয়েল্‌স সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক ইনি রেভিনিউ এজেণ্ট বলিয়া মনোনীত হইয়াছিলেন। ঐ সময় শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার রায় কালেক্টরীর সেরেস্তাদার মহাশয় ইহাঁর অনেক উপকার করিয়াছিলেন। অল্পদিনের

---

* সিংহ মহাশয়ের মুহুরেরগিরি কার্য্য করিবার সময়েই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয় স্বীয় অধ্যবসায় বলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ও এণ্ট্রেন্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর তাৎকালিক পাঠ্যপুস্তক ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন অধ্যয়নে তাঁহার এত অনুরাগ ছিল যে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে সামান্য অবসর পাইতেন, তাহাই অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। মোক্তারী প্রসার বৃদ্ধির সহিত সাহিত্যানুরাগ না কমিয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। বঙ্গভাষায় সাহিত্য বা পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ অতি অল্পই আছে, যাহা মাতুল মহাশয়ের পুস্তকাগারে নাই। এখন ইংরাজী লিখিতে কিম্বা বলিতে পারেন না বটে, কিন্তু ইংরাজী ভাষার কথোপকথন বা বক্তৃতাদি মোটামুটী বুঝিতে পারেন। বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।—প্রকাশক।

মধ্যেই মোক্তারী কার্য্যে রামজয় বাবুর প্রসার বৃদ্ধি পাইল*। তখন ইনি রামপুর বোয়ালিয়ায় পৃথক বাসস্থান করিয়া শ্বশুর বাড়ী হইতে স্ত্রীকে নূতন বাসায় আনয়ন করিলেন†।

এই সময় এবং ইহার পর আইন সম্বন্ধে জ্ঞান, বঙ্গভাষায় বিচারালয়ে মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, ফৌজদারী মোকদ্দমা অতি সুন্দররূপে বুদ্ধির সহিত পরিচালনা, সাধুতা এবং সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ডিপুটী-মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, হাইকোর্টের উকীল অনেক প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট নন্দকৃষ্ণ বাবু যখন এই স্থানের এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনিও ইঁহাকে ইঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া একখানি প্রশংসা পত্র দিয়াছিলেন। প্রবন্ধের শেষে ঐ প্রশংসা পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম।

কালের পরিবর্ত্তনে ইনি আজ কাল রামপুর বোয়ালিয়ার একজন খ্যাতনামা মোক্তার। রামজয় বাবুর বয়স এখন প্রায় ৫৪।৫৫ বৎসর। এখন ইনি পুত্র পৌত্র লইয়া সুখে কাল যাপন করিতেছেন। আমি কায়মনে ঈশ্বরের নিকট ইঁহার ভবিষ্যৎ সুখস্বচ্ছন্দতা এবং দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

ইঁহার স্বভাব অতি উদার, অনেকে নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে একটু উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই ভয়ানক অভিমানী হইয়া উঠেন। কিন্তু বাগছী মহাশয় ইহার একটী জলন্ত পবিত্র বিপরীত দৃষ্টান্ত। ইঁহার পদমর্য্যাদা ধনসম্পত্তি‡ যথেষ্ট থাকা সত্বেও ইনি অহঙ্কারশূন্য, অভিমানশূন্য ও ক্রোধশূন্য। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, ইনি সকলকেই এক চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সকলের সঙ্গেই এক ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ধন দিয়া হউক, পরিশ্রম করিয়া হউক, ইঁহার সাধ্যের এবং ক্ষমতার মধ্যে হইলেই ইনি লোকের উপকার না করিয়া থাকিতে পারেন না।

---

* এই সময়েই মাতুল মহাশয় তেজনন্দী গ্রামে একটী নূতন বাসভবন প্রস্তুত করেন।—প্রকাশক।

† প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয় রামপুর বোয়ালিয়ার ভাড়াটীয়া বাসায় ছিলেন্। কয়েকবৎসর পর বর্ত্তমান দ্বিতল বাসভবন নির্ম্মাণ করেন।—প্রকাশক।

‡ এখন শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয়ের স্বকৃত স্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক লাভ ৭০০৲ টাকা পরিমাণ হইবে, তন্মধ্যে ৩২০৲ টাকা লাভের সম্পত্তি দেবসেবার্থে দান করিয়াছেন।

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি, *
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মত সুখ কোথায় কি আছে,
আপনার কথা ভুলিয়া যাও॥"

ইহার অর্থ যে রামজয় বাবু সম্যক্ বুঝিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইনি নিজের কথা স্মরণ করিয়া এখন যথাসাধ্য বিদ্যার্থিগণকে বাটীতে রাখিয়া তাহাদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন এবং তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সকল কার্য্যেই যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া থাকেন। এইরূপে ইঁহার সদয় ব্যবহারে অনেক বালক কৃতবিদ্য হইয়া সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইঁহার আশ্রয়ে নিয়ত ১৫। ১৬টী বিদ্যার্থী ভরণপোষণাদি প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

দিন নাই, রাত্রি নাই, ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, সময় নাই, অসময় নাই, শবদাহ করিতে ডাকিলেই, রামজয় বাবু বিনা বাক্যব্যয়ে চলিলেন।

সাধ্য মত দান ও আতিথ্যেও ইনি অনেক কৃতবিদ্য ধনীর দৃষ্টান্ত স্থল। স্থানীয় ধর্ম্মসভাগৃহের প্রাঙ্গণে দোল উপলক্ষে বিগ্রহাদি পূজার নিমিত্ত একটী মন্দির প্রস্তুত করিতে ৫০০৲ শত টাকা দিয়াছেন এবং কার্য্যটী সম্পূর্ণ করিতে অতিরিক্ত যাহা লাগে তাহা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্যটী ইহাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে†। ইনি নিঃস্বার্থে জলাশয়াদি পূর্ত্তকার্য্যে বিশেষ উদ্যমশীল। নিঃসম্পর্কীয় নেপালদীঘি গ্রামে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটী জলাশয় খনন করিয়া তাঁহার সেই উদ্যমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

---

* কোনও সময় একজন মোক্তারের ত্রুটীতে জনৈক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার সম্পত্তি লাটে নিলাম হইলে, শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয় ঐ সম্পত্তি ক্রয় করেন। পরে ঐ ব্রাহ্মণকন্যা এতদ্বিষয় জানিতে পারিয়া দীনতা জানাইলে বিনা আপত্তিতে ও বিনা লাভে উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করেন। ইহা উদারতা ও সহৃদয়তার বিরল দৃষ্টান্ত।—প্রকাশক।

† পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয় এই দেবমন্দিরটী ১৩০৫ সালের ৫ মাঘে ৯০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া তন্মধ্যে 'রামেশ্বর' নামে ৺বাণলিঙ্গ শিবমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। এই মন্দিরেই ধর্ম্মসভার বার্ষিক ৺দোলযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।—প্রকাশক।

বাল্যকালে মা হারাইয়া গোদুগ্ধে পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর বাসায় যেরূপ ভাবে এবং যেরূপ যত্নে গোসেবা হয়, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই ইহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। হিন্দু হইয়া মাতৃস্বরূপা গোজাতিকে কিরূপ যত্ন করা আবশ্যক তাহা রামজয় বাবুর নিকট শিক্ষা করা উচিত।

রামজয় বাবু বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয়। এখনও ইনি তাহাই। নিজেই অতিশয় আগ্রহের সহিত অনেক সময় অনেক নাটকাভিনয়ে যোগ দিয়া থাকেন। অক্ষক্রীড়ার উপর ইহার আসক্তি কিছু অধিক।

কবিতা রচনা করিবার স্পৃহা এবং শক্তি ইহার বল্যকাল অবধিই আছে। এমন কি ইহার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র, তখনই ইনি কয়েকটী গান এবং কয়েকটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহা মুদ্রিত হয় নাই। ইহাঁর কৃত কবিতাকুসুম, সঙ্গীতকুসুম প্রভৃতি পুস্তক পড়িলেই রামজয় বাবুর হৃদয়ের গভীর ভাবের এবং মানসিক উচ্চতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ইনি স্বয়ং বিষ্ণুর উপাসক হইলেও আপনার বাটীতে শক্তি উপাসনায় পরাঙ্মুখ নহেন।" রামজয় বাবু কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। প্রত্যেক বার তীর্থ গমনের সময় নিজ আত্মীয় প্রভৃতি ভিন্ন, অন্ততঃ ৩। ৪ জনকে নিজের খরচে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। নিজের সঙ্গের কোনও লোকের কিছু অভাব হইলে নিজের টাকা দিয়া তাহাদিগের সে অভাব পূরণ করিয়াছেন।

ইনি একটী বনের কুসুম, বনে ফুটিয়াছেন, তাই ইহাঁর সৌরভ জগৎ-সংসার অনুভব করিতে পারিল না। ইনি বনপ্রদেশ সৌরভে মাতাইয়া যে বনেই ঝরিয়া পড়িবেন, ইহাই দুঃখের বিষয়। সংসার-তরুতে এইরূপ একটী পবিত্র কুসুম সকলের অলক্ষিতে শুকাইয়া যাইবে, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! ইনি অচেতনে ফোটা বনের কুসুম, নিশিদিন বনের পাখীর বনের গান শুনিয়া জীবন কাটাইতেছেন, তাই বুঝি ইনি এত সরল, এত উদার, এত স্নেহময়। কোন বড় লোকের বাগানের কেয়ারিতে ফুটিলে হয়ত ইহাঁর এত আদর হইত না।

BEAULEAH, 24th DECEMBER 1866.

I have known Babu Ramjoy Bagchi for the last two years, as a mohurreer of Babu Goursundur Singha. During that time I have seen him in charge of several cases in which he has evinced a fair knowledge of the general procedure of the Civil Courts. I believe him to be an honest and intelligent young man of good moral character.

(Sd.) BHAIRAB CHANDRA BANERJI,
Pleader, High Court.

Certified that Babu Ramjoy Bagchi is respectably connected, bears a good moral character, well educated in Bengalee and acquainted with law's regulation and practice of the Court.

He is in my opinion qualified to undergo an examination for pleader-ship of the 2nd grade.

BEAULEAH,
The 21st November, 1868. } (Sd.) SAID MOGGUM HOSSAIN,
Moonsiff.

Certified that Babu Ramjoy Bagchi, a Revenue agent, has been known to me, for several years, to be an intelligent and well conducted young man.

RAJSHAHYE,
1st December, 1869. } (Sd.) MOTHOORA NATH BANERJI,
Deputy Collector.

I have known Babu Ramjoy Bagchi Moktear and Revenue agent for about nine years. He is an excellent Bengali Scholar. His language is clear, tarse and undisputed. His powers of versification offered indication of the highest culture. He is well read in law and has a peculiar knack in placing silent points of a case before the Court which command attention.

I wish him success in his profession.

RAJSHAHYE,
7th February, 1879. } (Sd.) MOHENDRA NATH BOSE,
Dy. Magistrate & Dy. Collector.

I know Babu Ramjoy Bagchi Moktear, for two years. I entertain a very high opinion of his character. He is very gentle and respectable. His dealings as far as I know, seems to be fair. I wish his prosperity.

RAJSHAHYE, *August, 24th 1881.* (Sd.) POORNA CHANDRA GHOSE, *Deputy Magistrate.*

Babu Ramjoy Bagchi is one of the few respectable Moktears practising in the Courts of Rajshahye. He conducts criminal cases well.

(Sd.) N. K. BOSE,
Asst. Magistrate.
25-4-82.

I repeat what I said in 1882. He is a man of great piety and of charity.

(Sd.) N. K. BOSE,
Magistrate of Rajshahye.
2-11-97.

Babu Ramjoy Bagchi Moktear is a highly promising legal practitioner. His command over the Bengali language is very creditable as he has written a book in Poetry. In regard to his legal practice I applaud his ability and fluency of speech. never saw him engaged in dirty cases.

(Sd.) DENO NATH MUKERJI,
Dy. Magistrate Dy. Collector.
19-7-83.

RAMPORE BEAULEAH,
30th May, 1891.

This is to certify that Babu Ramjoy Bagchi is a very respectable and well-conducted moktear of the Rajshahye Courts. He is one of the leading moktear and as far as I

know him, with reference to his practice in my Court. I consider he is very honest.

(Sd). SITA KANTA MOOKERJI,
Dy. Magistrate & Dy. Collector.

RAMPORE BEAULEAH,
The 2nd July, 1891.

I always found Babu Ramjoy Bagchi Secretary, Beauleah Dharmashavá, and a leading moktear of the Rajshahy Criminal Court to be a gentleman of high character. He thoroughly knows his duty and is an ornament of his profession. If other members of his profession imitate his virtues the work of the Magistrates will become much more pleasant than it is at present. Babu Ramjoy is a poet of no mean order and I derived great pleasure on reading his poetical works. Babu Ramjoy Bagchi never tries to mislead the Court and I always derived valuable assistance from him.

(Sd). A. C. MUKERJI,
Dy. Magistrate & Dy. Collector, Rajshahye.

RAMPORE BEAULEAH,
The 8th October, 1893.

Babu Ramjoy Bagchi, muktear is known to me, for about 7 years. He belongs to a respectable Brahmin family of the District. He is one of the leading Mokteárs of the Fouzdari bar. As far as I know him, I consider him to be a very honest and efficient legal practitioner. He is a rigid Hindu and is Secretary to Beauleah Dharma Savá. He is a poet of good order and I must confess that I was much pleased to read his poems. He is a perfectly gentleman and bears excellent and amiable character.

(Sd). SARAT CHANDRA DASS,
Dy. Magistrate & Dy. Collector.

সূচীপত্র।

(১) দেবস্তুতি ও প্রার্থনা।

বিষয়।				পৃষ্ঠা।
	মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য।			
৫৬।	ধন্য মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ-মহিমা।	...	...	৪৯
	সাক্ষীগোপাল প্রতি।			
৫৭।	সাক্ষীগোপাল, বাক্য পাল।	...	...	৫০
	ভুবনেশ্বর দর্শনে।			
৫৮।	এই কি সেই একাম্রকানন!	...	...	৫১
	ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রতি।			
৫৯।	চোরাদায় ধরা, ...	...	...	৫২
	তারকেশ্বর দর্শনান্তে।			
৬০।	করুণানিধান, বিশ্বনিদান	...	...	”
	(মান্দায়) রঘুনাথ দর্শনে।			
৬১।	নয়ন-অভিরাম, দূর্ব্বাদলশ্যাম	...	...	৫৩
	(চট্টলে) বিরূপাক্ষ দর্শনে।			
৬২।	বিরূপাক্ষ রক্ষ কৃপাকটাক্ষে	...	...	৫৪
	পিতৃপদে (সীতাকুণ্ডে পদ-গয়ায়)।			
৬৩।	(পিতঃ) নমি পুনঃ পদে,	...	..	৫৫
	লবণাখ্য কুণ্ড-দর্শনে।			
৬৪।	আমি লবণাখ্য নেহারিলাম	...	...	৫৬
	বাড়ব কুণ্ড-দর্শনে।			
৬৫।	মন্দিরে আগুন ...	...	...	৫৭
	ক্রমদীশ্বর শম্ভুনাথ-দর্শনে।			
৬৬।	পদে প্রণাম করিছে শম্ভুনাথ!	...	...	৫৮
	তীর্থ দর্শন ও প্রার্থনা।			
৬৭।	অযোধ্যা মথুরা মায়া (হরিদ্বার)	...	...	৬০

বিষয়। পৃষ্ঠা।

(৫) পীঠমালা।

---

(৬) মনের প্রতি উপদেশ।

অনুতাপ ও প্রার্থনা।

বিষয়। পৃষ্ঠা

(১০) বিদায়।

প্রথম পরিশিষ্ট। (ক) শোক-সঙ্গীত।

(খ) অন্যের প্রতি রচয়িতার উক্তি।

(গ) রচয়িতার প্রতি অন্যের উক্তি।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট। অভিমত।

সূচী।

(বর্ণমালানুসারে)।

অ

আ

এ

দ্বিতীয় খণ্ড।

গণেশ।

১ নং।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট।—তাল একতালা বা (গড় খেমটা)।

(দেখিতে যদি এলিরে নীলমণি) গানের সুরে।

প্রণমি পদে গণেশ! মানসে।
(তুমি) অভেদ, উমেশ, দুর্গা, দিনেশ, রমেশে। ১
তুমি সে প্রণবরূপী, পূর্ণব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী,
তরে নরে তোমা জপি, যামিনী দিবসে,
নেহারি সাকারে হরি-হর-বিধি-বেশে। ২
যবে পঞ্চবর্ষকালে, হাতে খড়ি নিলাম তুলে,
সিদ্ধি গণেশ বলে, কি ভাব আবেশে,
এখন অন্তকালে স্মরে রাম পাশনাশ* আশে। ৩

---

* পাশ যথা। ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ (ইতি কুলার্ণবে)

সরস্বতী।

২ নং।

রাগিণী সুরট।—তাল ঝাঁপতাল।

(মম মানস সদা ভজ) দাশরথি।

শ্বেত-সরোজ-বাসিনি, অজ্ঞানবিনাশিনি,
বিজ্ঞানদায়িনি, বীণাপাণি বিশদবরণি।
বরদা বিদ্যারূপিণি, বাণি ব্রহ্মস্বরূপিণি,
গীত-জ্ঞান-বিধায়িনি, গায়ত্রি গতিদায়িনি ! । ১
(কত) করুণা করি রত্নাকরে, রাখিলে অমর করে,
দিলে কালিদাস-করে কাব্য-সুধা-খনি।
যোড় করি যুগল করে, যুগপদে কামনা করে,
অজ্ঞান রাম কিঙ্করে, নিস্তার ত্বরা জননি ! । ২

সরস্বতী।

৩ নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল কাওয়ালী, বা (ঠুংরী)। *

(ওমা তুমি কার প্রাণপ্রতিমা) মতিলাল রায়।

আবার এলে কি ভারতে ভারতি !
নাহি সরে ভারতী।
(ওমা) হয় শোক, পুণ্য শ্লোক কবি রত্নাকর,
তব প্রিয় সুত, শত শত, সুকবিনিকর,

পাঠান্তর। ঘৃণা লজ্জা ভয়ং ক্রোধো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলঞ্চ বিত্তঞ্চ অষ্ট পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

পদ্য অনুবাদ। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, জাতি, কুল, ধন।
জুগুপ্সা এ অষ্ট পাশে জীবের বন্ধন ॥

* শ্রীপঞ্চমী দিনে রচিত।

গত কাল-সাগরে, রেখে কাব্য-সাগরে,
বিশ্ব চমকিত হেরে যার রত্ন-ভাতি। ১
এখন নিদয়া ভারতে কেন জ্ঞানদায়িনি!
নাহি প্রিয়তম পুত্র আর উজ্জয়িনী,
গত সে নব রতন, কেন আগের মতন,
আর হেরি না তেমন তব সন্তান কৃতী।
আহা অমৃতপূরিত, আর পাণ্ডব-চরিত,
কেন জন্মে না জননি শুনি শ্বেতমূরতি!। ২
এবে সপত্নী-বিদ্বেষ বুঝি ভুলিয়াও মা!
তুমি গিয়াছ ভারত ত্যজি যথায় রমা,
তব চির-কৃপাধাম প্রতি কেন হলে বাম,
রাম বুঝিবে কি লীলা তব মূঢ়মতি। ৩

বিষ্ণু।

৪ নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল চৌতাল বা (একতালা)।

(নীলবরণী-নবিনা রমণী নাগিনী-জড়িত-জটা-বিভূষিণী) রাজা শিবচন্দ্র।

দীনশরণ, হরে নারায়ণ, নিত্য নিরঞ্জন, ভুবনপালন,
ভূতভাবন, পতিতপাবন, সৃজন-পালন-সংহারী।
করুণাময় কৃষ্ণ কেশব, কমলাকান্ত কাতর-বান্ধব,
কিশোরী-বল্লভ, দেবাদি-দুর্লভ, কমলজনাভ, কংসারি। ১
মাধব মধুকৈটভারি, মধুসূদন হে মুরারি!
মুকুন্দ মহেশ-মনোহারি, মন্দমতি-জন-দণ্ডকারী। ২

গতিহীন-গতি গোপ গোবিন্দ,
গোপীশ গোপাল গোকুলচন্দ্র,
অন্তে দিও রামে পদারবিন্দ,
স্মরে সে শমনে ডরি। ৩

বিষ্ণু।

৫ নং।

রাগিণী নটনারায়ণ বেহাগ।—তাল ঝাঁপতাল।

('দেবী দুর্গে সদা) দেবী সরস্বতী।

কৃষ্ণ জনার্দ্দন, শ্রীমধুসূদন, নরকনিধন,
কংস-মুর-বিনাশন, কালিয়দমন, দৈত্যদলন দানবারি।
ত্বং হি ত্রিগুণধারী, সৃষ্টিস্থিতিসংহারী,
দশাস্য-দলনকারী, ভব-বারিধি-নিবারি। ১
নাহি নিদান-সম্বল, বিনা ও চরণকমল,
তার রামে পদযুগল দানে অকূল-কাণ্ডারি!। ২

বিষ্ণু।

৬ নং।

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ।—তাল ঝাঁপতাল।

(শম্ভু শঙ্কর হর পার্ব্বতীপ্রাণেশ্বর)

কৃষ্ণ কেশব হরি, কংসারি কালবারি,
ভববারি-নিবারি, বিভু বিশ্বমূলাধার!
কমল-আসনে স্থিতি, বামেতে কমলা সতী,
গান গান সরস্বতী, স্বরে ষড়জ গান্ধার। ১

কৃপা করি রমাপতি! দ্বিজাধম রাম প্রতি,
কর তারে সংপ্রতি, ভবজলধি উদ্ধার ॥ ২

বিষ্ণু।

৭ নং।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট।—তাল একতালা বা (গড় খেমটা)।

১ নং গানের স্থরে।

হে দীনবন্ধো! নিস্তার এ দীনে।
পাপে রত হয়ে গত আয়ু দিনে দিনে। ১
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মক্রমে, আসিয়া এ কর্ম্মভূমে,
পাইয়া মানব-জনমে, হারা'লেম অজ্ঞানে।
(এখন) না দেখি দীনের গতি তব কৃপা বিনে। ২
দারা পুত্র বিত্ত লয়ে, এ সংসারে মুগ্ধ হয়ে,
রয়েছি তোমায় ভুলিয়ে, লইলে শমনে
ত্যজিবে সে দিনে সবে রাম মতি-হীনে। ৩

বিষ্ণু।

৮ নং।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল আড়া।

(মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শুন মা বলি)

কবে কৃষ্ণ তব নামে আনন্দ-অশ্রু বহিবে।
মুকুন্দ মধুসূদন নামে রোমাঞ্চ হইবে। ১
কবে হরি বিশ্বরূপ, হেরিব বিষয় বিষ স্বরূপ,
কবে নেত্র তব স্বরূপ, জগজ্জীবে নিরখিবে। ২

যাবে স্বজন-মমতা, কবে হব দীনচেতা,
তরুসম সহিষ্ণুতা, মন আমার কবে শিখিবে। ৩
কবে কাঁথা লয়ে গলে, ভ্রমিব ব্রজমণ্ডলে,
কবে সাধু-পদতলে, রামের শির লুটাইবে। ৪

বিষ্ণু।

৯ নং।

রাগিণী টোরী ভৈরবী।—তাল কাওয়ালী।

(ভাব নবজলদবরণীরে) দাশরথি।
(আজ কেন এমন হলাম তারা) গোবিন্দ চৌধুরী।

আমার হর হরি ! বিষয়বাসনা।
সদা করি যেন তব উপাসনা। ১
অনিত্য সুখাশায় ভ্রমিলাম অনুদিন,
সুখের পিয়াশ না মিটিল হ'ল তনু ক্ষীণ,
আমার বিনাশ সে সুখ-আশা,
নিবার সংসারে আসা,
আসা যাওয়া আর ত সহেনা। ২
অনন্তরূপধারি, কৃতান্ত-ভয়হারি !
নাশ মম শমন-যাতনা।
অনন্ত পাতকী কত যুগে যুগে বারংবার,
ত্রাণ পায় স্থান পায় প্রসাদে পদে তোমার,
আমি এ ভব-সংসারে আসি, সঞ্চিলাম পাপরাশি,
ত্রাণ কর ও পদে প্রার্থনা। ৩

গোবিন্দ ! তব পদ-অরবিন্দে মতি নাই
মন্দ মনে সদা কু কামনা।
(হয়ে) একান্ত কলুষচিত, কৃতান্ত-দূত-ভীত,
স্মরি হরি ! অন্তে করি করুণা হে বিশ্বপিত !
(তব) দীনবন্ধু-হরি-নামে, রুচিহীন দীন রামে,
তার হর জঠর-যাতনা। ৪

বিষ্ণু।

১০ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

(তমাল-পাশে কণক-লতা হেরে নয়ন জুড়াল রে) সুরে।

শমন-বারণ, দীন-তারণ, দুখ-হরণ।
(আমার) শমনপুর-গমন-ভয় কৃপায় কর ভঞ্জন। ১
(আমি অতি পাতকী হে)
তুমি জীব-হিত-ব্রত, আমি জীব-হিংসা-রত,
বিনা তব করুণা নাথ ! মুকতি-পথ দেখিনা ত,
এবে পতিত পদানত, তার পতিতপাবন !। ২
(আমি ত পতিত বটি)
বৃথা ভ্রমিয়া সংসার-বন, কাটালাম এ জীবন,
কভু স্মরি নাই জীবের জীবন, হরি ভূতভাবন,
স্ফুরিত যেন মূরতি-যুগ, হয় রাধিকারঞ্জন। ৩
(জীবনান্ত কালে রামের)

বিষ্ণু।

১১ নং।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল ঝাঁপতাল।

(শিবে সংপ্রতি মা সংসার-বাসনা-মতি সংহার) দাশরথি।

হরি সাম্প্রতি হে!
হের কাতরে করুণা করি কমলাপতি!
হর দিনকর-সুত-দূত-ভীতি। ১
কেশব কংসারি সুর-অরি-নিসূদন,
জনার্দ্দন হে! কিঙ্করে করে নিবেদন,
হর হে ভব-বন্ধন, মধুসূদন বিপন্নগতি!। ২
পঞ্চভূতময় রাম যেন এই পাঁচে মিশায়,
তব তেজে তেজ, ব্রজ-রজে ক্ষিতি।
হরিধ্বনি উঠিলে আকাশে যেন তায় মিশে
দেহ আকাশে, হে।
হরি বলে ত্যজিলে শ্বাস, তায় মিশে দেহ-বাতাস,
গঙ্গাজলে জল হয় স্থিতি। ৩

বিষ্ণু।

১২ নং।

রাগিণী ইমন বা ললিত।—তাল তেতালা।

(মরি হায় হায় শুনে হাসি পায়) কিম্বা (তুমি একজন অখিলের ধন) দাশরথি।

তুমি দয়াময় চিনিনা তোমায়।
পালিতে সন্তানে স্তনে ক্ষীর স্নেহ দেও মায়। ১

অমুক্ত আঁখিযুগল, পালক নাহিক গায়,
সদ্যোজাত শাবকেরে পক্ষিণী আহার যোগায়,
তোমা বিনে প্রাণিগণে বৎসলতা কে শিখায়। ২
প্রেমভরে ডাকলে পরে তার তারে কৃপাময়!
বাঁচা'লে বিপিনে শিশু তুষিলে দুখিনী মায়,
স্তম্ভে হয়ে অধিষ্ঠান, রাখিলে ভক্তের প্রাণ,
মহারণে পঞ্চজনে কৃপায় করিলে ত্রাণ,
প্রাণ সঁপি ব্রজগোপী প্রেমে তব প্রেম পায়। ৩
কৃষ্ণ ব'লে কৃষ্ণা যবে ডেকেছিল ঠেকে দায়,
রাখিলে সতীর মান কাননে কুরু-সভায়,
দ্বিজাধম রাম এবে তেমতি ডাকিতে চায়,
ভাগ্যদোষে সে মানসে জ্ঞান-ভক্তি-হীন হায়,
দয়া করি হরি! তব পদে মতি দেও তায়। ৪

বিষ্ণু।

১৩ নং।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।—তাল তেতালা।

(পড়িয়ে অকূলে আকুল কুল যায়) সুরে।

এ সময় মাগিব কি বলে পদাশ্রয়।
কভু স্মরি নাই হরি হে! তোমায়। ১
জননী-জঠর-বাসে, যাতনায় তব পাশে,
কাতরে কাঁদিয়া কত কহি সে সময়।

এবার ভজিব আমি যাইয়া ধরায়,
হয়ে ভূতলে পতন, সব হলেম বিস্মরণ,
গেহ দারা পুত্র বিত্ত সংসার-মায়ায়,
সে কথা স্মরিতে লাজ পায়। ২
দিয়াছিলে যে চরণ, করিবারে বিচরণ,
দর্শনের তরে তীর্থক্ষেত্র সমুদায়।
কুসঙ্গে কুরস আশে ভ্রমিনু তাহায়,
তোমার সেবার তরে, দিয়াছ যুগল করে,
সে কর তস্কর-কাযে নিয়োজিলাম হায়!
এখন অনুতাপে দহিছে হৃদয়। ৩
কল্লে দান দ্বিলোচন, হেরিবারে ত্রিলোচন,
বিধি-হৃদি-নিধি তুমি হরি বিশ্বময়,
রমণীর রূপরাশি নিরখিলাম তায়।
কণ্ঠে তন্নাম শ্রবণ পাইলাম যে শ্রবণ,
শুনিতে সাধুর নিন্দা রত শ্রুতিদ্বয়।
তব তনু-পূতগন্ধ, না লইল নাসারন্ধ্র,
হায়রে! ভস্ত্রার সম ধরি নাসিকায়,
বৃথা ফুরালাম অজপায়। ৪
দেহে দিয়াছিলে ত্বক, আলিঙ্গন নিমিত্তক,
সাধু দেহ সাধু-পদ-রজ পুণ্যাশ্রয়।
যোগিজন-ত্যাজ্য যাহা কলুষনিলয়।
নারী-অঙ্গ-আলিঙ্গনে, জন্মান্তর কর্ম্মগুণে,
রত হয়ে সার সুখ ভাবিলাম তায়।
বৃথায় করিনু আয়ুক্ষয়। ৫

দিলে মানস রসনা, করিবারে উপাসনা,
তারক ব্রহ্ম হরিনাম নিতে রসনায়।
মন্দ কাযে সতত মানস মম ধায়,
তব নাম সুধাস্বাদ ত্যজি পর-পরবাদ
নিরত রসনা পর-নিন্দায় কুৎসায়।
পাপী রামে তার দয়াময়!। ৬

শিব।

১৪ নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল চৌতাল বা একতালা। *

(নীলবরণী নবীনা রমণী) রাজা শিবচন্দ্র।

শম্ভো শঙ্কর, শশাঙ্কশেখর, শিব স্মরহর।
সদানন্দ হর, শৈলজা-ঈশ্বর, শূলী দিগম্বর,
শমন-কিঙ্কর-শঙ্কা-হর হর।
সুরেন্দ্র-সেবিত সুন্দর কৈলাসে
ত্যজে সাধ সদা শ্মশান-বিলাসে,
সনক সনাতন তব অভিলাষে,
অন্ত না পায় গঙ্গাধর। ১
সিন্ধু হ'তে সুধা গরল উঠিলে,
সুধা ত্যজি সাধে গরল সেবিলে,
তেঁই শিতিকণ্ঠ নীলকণ্ঠ বলে,
জীব শিক্ষা মনোহর।

---

* এই গান উৎকলে ১৩০৪। ২রা আষাঢ় রচিত এবং স্বয়ম্ভু লোকনাথ মহাদেব সমীপে গীত হয়।

শিশুবুদ্ধি আমি আসক্ত সম্পদে,
সদা পদে পদে পড়িছে বিপদে,
প্রণত রামের প্রার্থনা শ্রীপদে,
জঠর-যাতনা হর। ৩

শিব।

১৫ নং।

রাগিণী ললিত ঝিঁঝিট।—তাল ঝাপতাল।*

(বলে গেলিনা বলে রে ভাই ভেবেছিলাম আমি চিতে) দাশরথি।

শঙ্কর শূলিন্ শিব! কিঙ্করে করুণা করে।
হর! হর যাতনা দিনকর-সুত-দূত-করে। ১
ত্রিপুরদহন মীনকেতননিধনকারী,
বিশ্বেশ বিশ্বনিদান মহেশ ত্রিতাপহারী,
নাশ ভব-বাস-ভীতি নরকনিকরে। ২
(আমি) শুনেছি নানা পুরাণে,
তাই আশা-উদয় পরাণে,
ভব! তব নাম স্মরণে, তরে পামরে।
পশু-হিংস্রাজীবী ব্যাধে তারিলে পশুপতি!
তার ব্যাধাধম রামে দ্বিজ-বন্ধু পশুমতি,
চন্দ্রচূড়! তব চতুর্দ্দশী-বাসরে। ৩

---

* শিবচতুর্দ্দশী দিনে রচিত।

শিব।

১৬ নং।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল ঢিমা তেতালা।*

(গঙ্গাতে কি পায়) মধুকাণ।

(আমায়) তার শঙ্কর।
প্রণত পদে কিঙ্কর, রত্নাকর-জাত-সুধাকর-শেখর। ১
হে শিব ! লীলা প্রসঙ্গে, হও উদয় অনাদি লিঙ্গে,
সবাহনশক্তি বাণলিঙ্গে বসতি কর। ২
আশুতোষ ! আশুতোষ হও বিল্বদলে,
মুনি মার্কণ্ডেরে যম-ডরে তারিলে,
ছিল তার সাধন সঙ্গতি, আমি দ্বিজ ব্যাধ-গতি,
ভরসা ব্যাধেরও গতি, করেছ হর !। ৩
না জানি ভকতি স্তুতি হে দিগম্বর !
সুত-সেবা-অপরাধ-শত সম্বর,
নমি পিতা মৃত্যুঞ্জয়, জননী জয়দুর্গায়,
পদে পুত্র বর চায়, হও "রামেশ্বর"। ৪

---

* ১৩০৫। ৫ই মাঘ। গৃহ ও শিবপ্রতিষ্ঠা দিনে প্রতিষ্ঠিত ৺ বাণলিঙ্গ শিব প্রতি।

রাম।

১৭ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—মধ্যমান ঠেকা।

(বেরাও লো রাই চল যাই হেরিগে সকলে) মধুসূদন কিন্নর।

দীনবন্ধু রাম ! মনস্কাম, পূরাও অন্তিমে।
ভক্তাধীন সবে বলে, অভক্তে উদ্ধার বলে,
দুষ্কৃতে তারিবে বলে, আসিলে মরতভূমে। ১
পাষাণ মানবী হ'লো পদ-পরশনে,
তারিলে তাড়কা রক্ষ খর দূষণে,
মিত্রভাবে রঘুপতি ! নিস্তারিলে নিষাদপতি,
কৃপায় দীনে সংপ্রতি, তার ভবার্ণবে চরমে। ২
জন্মি ভবে রিপুভাবে তরে জয় বিজয়,
ত্রাণ কি পাবে না তব দ্বেষী রামজয়,
কৃতান্তে একান্ত ডরি, দিনান্তে তাই তোমা স্মরি,
প্রাণান্তে করো হে দ্বারী, রাঘব ! তোমার ধামে। ৩

দুর্গা।

১৮ নং।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল ঢিমা তেতালা।

(আয়রে গোপাল আয় কোলে) মধুকাণ।

(মা) তার মোরে শঙ্করি !
কিঙ্করে করুণা করি, ধন-মান-মদ-মত্ত মম মন-করী,
জ্ঞানাঙ্কুশ নাই কি করি। ১

গুণাতীতা গুণময়ী ত্রিগুণরূপিণী, (কালী)
মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী আপনি, (কালী)
জানি না জাগা'তে যত্নে জপ যোগ করি,
জাগ মাগো ক্ষেমঙ্করি ! । ২
বিধি হর মুরহর স্বজন তোমারি, (কালী)
দুর্গানাম তব দুর্গ অসুরে মারি, (কালী)
দনুজে দলিয়া দেবে রাখ শুভঙ্করি !
ডাকে রাম ভানুজে ডরি । ৩

জয় দুর্গা ।

১৯ নং ।

রাগিণী সিন্ধু ।—তাল মধ্যমান ।

(ধর্ম্ম-অবতার রাখিলা কি ধর্ম্ম তার) মধুকাণ ।

দুর্গে মা আমার ।
এস মা ! আরবার, তমোময় তনয়-আগার । ১
তুমি প্রসূতির সুতা, সবে তব সুত সুতা,
মা ! কি ত্যজ তনয় সুতা ;—
আমি শুধু ভার ধরার,
কি ফল জঠরে ধরার,
কোলে লয়ে হর ধরাভার । ২
গুহ গণপতি লয়ে এসো মা ভবানি ! (ওমা)
দক্ষিণে কমলা, বামে বীণাপাণি, (গোমা)

কৃপা করিলে আপনি, মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি,
বিধি বিষ্ণু সঙ্গে আপনি—
আসিবেন মম পুরে, তবে ত বাসনা পূরে,
অসাধ্য কি তব করুণার। ৩
কৃতযুগে ভক্তিযোগে সুরথ নৃপতি, (পূজে)
ত্রেতায় রাবণ-নাশ-আশে রঘুপতি, (পূজে)
সিদ্ধি পায় সমাধি ভ'জে,
তাই দেহ মা দশভুজে!
দ্বিজাধম রাম তনুজে,
বাঞ্ছা নাই আর শ্রীসম্পদে,
মতি দেহ হরি-পদে,
অন্তে পদে রেখো মা! এবার। ৪

কালী।

২০ নং।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

(মুনি ঐ ভয় মম মানসে) দাশরথি।

মুক্ত কর মোরে মুক্তকেশি!
আমি মুকতি-অভিলাষী, ওমা! কর গতি বিধি,
হর গতি বিধি, এ ভবে ভব-প্রেয়সি!। ১
মুক্ত ভক্ত যার তুমি ধ্যান জ্ঞান,
মুক্ত নর যার জন্মে তত্ত্বজ্ঞান,
আমি জ্ঞান-ভক্তি-হীন কিসে ত্রাণ পাইব মহেশমহিষি!। ২

ত্রিদিব পাতাল আর অবনীতে,
তুমি আছ প্রতি জীব-ধমনীতে,
মন্দমতি আমি নারিনু চিনিতে,
মোহে অন্ধ দিবা নিশি।
ব্রহ্মময়ি মাতঃ আছ সহস্রারে,
তত্ত্বজ্ঞান বিনা নরে চিন্তে নারে,
জাগ কুণ্ডলিনি রাম-মূলাধারে,
হেরি ব্রহ্মরূপরাশি। ৩

কালী।

২১ নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

(বাতাদে সখি কোন গলিমে গেয়া মেরা শ্যাম) সুরে।

মা কালদারা! কাতরে কর মা করুণা।
নাশ মম যম-যাতনা। ১
শমনবারিণি, কলুষহারিণি!
হর পাপ হরললনা। ২
অশেষ পাতকী, কাল ভয়ে ডাকি,
তার রামে দিগবসনা। ৩

কালী।

২২ নং।

রাগিণী আলিয়া।—তাল কাওয়ালী বা তেতালা।

(আমি আছি মা তারিণি ঋণী তব পায়) দাশরথি।

ত্বরা তার তনয়ে তারা ! এ সময়।
হেরি সব শূন্যময়, আমি করেছি পাপ দুষ্কর,
রোষে শমন-কিঙ্কর, ভয়ঙ্কর বেশে এসে বেঁধে লয়। ১
মহাকালদারা কালবারিণি !
কাল-ভয়ে ভীত সুতে ত্রাণ কর তারিণি !
ত্রিগুণধারিণি ত্রিতাপ-হারিণি !
নগসুতা নরকান্তকারিণি। (ওমা)
আমি যে ত্রিতাপে জ্বলি, পদে হয়ে কৃতাঞ্জলি,
প্রার্থনা অন্তিমে দম যমভয়। ২
ভবারণ্যে ফেলি শিশু বালকে,
জনক জননী যবে যান মা পরলোকে,
স্বত্বগুণ দিলে যে যে পালকে,
পালিল বালকে সেই সব লোকে,
বিপদভঞ্জিনি ! পদে রেখেছ নানা বিপদে,
এ বিপদে রামে দেও পদাশ্রয়। ৩

কালী।

২৩ নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল একতালা।

(আমার যে কেশব তোরা জানিস নারে সব) মধুকাণ।

তার তারিণি ত্রিগুণধারিণি !
ত্রিলোকপালিনি ত্রিজন-সৃজনকারিণি !
কর্ম্মদোষে নানা যোনি, ভ্রমেছি কত না জানি,
পাঠা'ওনা ভবরাণি, ফিরে ধরণী। ১
স্মরিতে নয়নে নীর বহে অনিবার,
দুর্ল্লভ দ্বিজের কুলে জনমি এবার,
না স্মরিয়া তব চরণ, করেছি মা পাপাচরণ,
নিকট হইল মরণ, অনুতাপে দহে প্রাণী। ২
এ জন্ম বিফলে চ'লে গেল মা এবার, (বা আমার),
দিও না জঠর-যাতনা দাসে বারবার,
অশান্ত হইলে তনয়, জননীর ত্যাজ্য ত নয়,
রে'খো রামে পাপী তনয় প্রাণান্তে পদে জননি। ৩

জগদ্ধাত্রী।

২৪ নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

জগদম্বা-জগদ্ধাত্রী-মূরতি মানসে হের।
করি-অরি হরি-স্কন্ধে চারুরূপ মনোহর। ১

প্রভাত-ভানুর কিরণ, জিনিয়া তনুর বরণ,
শশাঙ্কশোভিত চরণ, পরিধান রক্তাম্বর। ২
নাগ যজ্ঞ-উপবীত, রত্ন-ভূষণে ভূষিত,
চতুর্ভুজ-সমন্বিত শঙ্খ চক্র ধনুঃ শর।
যোগীন্দ্র সিদ্ধ চারণ, চিন্তে মা তব চরণ,
দ্বিজাধম অশরণ, রামের ত্রিতাপ হর। ৩

অগ্নি।

২৫ নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল কাওয়ালী, বা ঠুংরী।

(ওমা তুমি কার প্রাণপ্রতিমা) স্বরে।

পদে প্রণাম করিহে বৈশ্বানর।
পূজে সুরাসুর নর॥
তুমি জন্মাবধি জীবদেহে করি অধিষ্ঠান,
কর ভুক্ত পাক হে পাবক! তাই রহে প্রাণ,
দেহ হইলে শব, দারা পুত্র বান্ধব,
তারা পরশিলে ঘৃণা করি করে নীরে স্নান,
সেই সঙ্কট-দিনে, তুমি ক্রব্যাদ নামে,
আহা, ভস্ম করি মুক্ত কর পাপ কলেবর। ১
অগ্নি, হুতাশন, বহ্নি, বীতিহোত্র, ধনঞ্জয়,
অনল, দেবমুখ, হুতভুক নানা নাম কয়,
দশবিধ সংস্কারে, ভিন্ন ভিন্ন নাম করে,
দেয় ঘৃতাহুতি, পূর্ণাহুতি মৃড় নামে লয়।

তুমি হে সর্ব্বশুচি, যত বস্তু অশুচি,
তায় পরশনে কর শুচি, স্বাহার ঈশ্বর। ২
আহা, সর্ব্বস্ব দাহন যার কর হে দহন!
আনে সমাদরে পুনঃ ঘরে তোমা অজবাহন!
হে অনিলসখা, বনে বিদ্যুতে দেখা,
দেও বাড়বাগ্নি-রূপে জলে জানে জগজ্জন।
তপোধন-হৃদি-ধন, রাম হইলে নিধন,
তার পাপদেহ মুক্ত ক'রো মাগি এই বর। ৩

বায়ু।

২৬ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী বা ঠুংরী।

(ওমা তুমি কার প্রাণপ্রতিমা) স্থরে।

পদে প্রণাম করিহে সমীরণ।
রও দেহে আমরণ॥
প্রাণাপান সমান উদ্যান ব্যান নাম,
ধরি সদাগতি! কর গতি, দেহে অবিরাম।
তাই ত্রিসংসারে, জীবে সুখে বিচরে,
তুমি কুপিত হইলে জীব হারায় বিরাম,
হে আশুগতি! কর সুচিরগতি
দেহ ছেড়ে যবে, ঘটে তবে জীবের মরণ। ১
সন্দেহভঞ্জন কর অঞ্জনারঞ্জন!
কেন দরিদ্রকুটীর, তরু ভাঙ্গ প্রভঞ্জন!

তরি তরঙ্গে প'লে, আরো তুফান তুলে,
ডুবাও অতল সলিলে শিশু-অবলা-জীবন।
হ'য়ে দেবতা প্রবীণ, কেন দীনে দয়াহীন,
হও দহনে সহায়, দাহে দুখীর ভবন। ২
তুমি আয়ু হর, আয়ুস্কর যোগীর পক্ষে,
তোমায় প্রাণায়ামে যোগক্রমে করে যে রক্ষে,
নাহি সে শিক্ষা দীক্ষা, রাখে হের কটাক্ষে,
কর আশীষ অন্তিমে, হেরি শ্রীহরিচরণ। ৩

নবগ্রহ।

২৭ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঢিমা তেতালা।

(শুন মা জনমকথা) মধুকাণ।

গ্রহগণ পদে প্রণতি।
কৃপায় চাও সংপ্রতি করি এই স্তুতি। ১
হে আদিত্য গ্রহরাজ! সোম শশিসুত কুজ!
দেববৈত্যগুরু দ্বিজ, কর সুগতি। ২
দশায় তোমার দশবর্ষ শনৈশ্চর!
ভোগরাশিতে সঞ্চার সার্দ্ধ দ্বিবৎসর,
তব কোপ নহে বৃথা, শ্রীবৎস পাইল ব্যথা,
উড়িল গণেশ-মাথা, মাতা যার সতী। ৩
অর্দ্ধকায় তুমি রাহু দেহশূন্য শির,
তব গ্রাস-ভয়ে ত্রাস সূরয শশীর,

কেতু ক্রূরদৃষ্টিধারী, তারা-বিমর্দ্দনকারী,
সুনেত্রে দর্শন ভিখারী, রাম কুমতি। ৪

ধরণী।

২৮ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী বা ঠুংরী।

(ওমা তুমি কার প্রাণপ্রতিমা) সুরে।

পদে প্রণাম করি মা ধরণি!
জীবের জীবনপালিনি!
শিশুসুতসম কোলে থাকি করি পদাঘাত,
কত মল মূত্র ত্যাজ্য করি নাহি দৃষ্টিপাত,
তোমার সু-অঙ্কে সবাই, সদা খেলিয়া বেড়াই,
হ'লে মহানিদ্রাগত স্থান দেন আপনি। ১
(ওমা) যোগাও অনন্ত জীবে ঔষধি আহার,
ধান্য, গোধূম, বিবিধ ফল, তাম্বূল সুতার,
ধর জঠরে হেম, সৌদামনীপ্রতিম,
কত হীরা, মণি, চুনি, ধাতু অশেষ প্রকার।
যার লাভে ধনী জন, দীনে দানে না কখন,
তার ধনস্বামী হও তুমি ফিরে অবনি। ২
ধন্য ধরিত্রি! জগত-ধাত্রি! ক্ষমা অতুলন,
করে সপ্তমাতা-মধ্যে তোমা মাতৃকা গণন,
ওমা বসুন্ধরে! বল কে এমন ধরে,
দেয় হৃদি বিদারিলে জীবন জীবের জীবন।

রয় যাহার পানে, জীবে জীবিত প্রাণে,
যার অপানে হারায় প্রাণ পিপাসু প্রাণী। ৩
আমি নানা বেশে তব পাশে আসি বারে বার,
আহা! কত না যাতনা অঙ্গে দিয়াছি তোমার,
সে দোষ করি পরিহার কর আশীষ এবার,
যেন আর না আসি মা! এই বাসনা আমার।
অন্তে দেহে দিও স্থান, যথা গঙ্গা অধিষ্ঠান,
তার তীরে নীরে রাম যেন ত্যজে পরাণী। ৪

রূপ।

কালী।

২৯ নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল যৎ বা কাওয়ালী।

(আশা বাসা ঘোর তম নাশা বামা কে রে!) কমলাকান্ত।

কাদম্বিনী-কান্তি কাল কামিনী।
(জিনি) অবহেলে দৈত্যদলে, অসিতে খেলে দামিনী। ১
কটিতটে দৈত্য-করে, কিঙ্কিনী সুষমা করে,
ভুবন আলো অঙ্গ-করে, প্রভাকর-করে জিনি। ২
দৈত্যশিরোমালা গলে, দৈত্যমুণ্ড করে দোলে,
ত্রিনয়ন উজলে ভালে, শবহৃদিবিহারিণী। ৩
বিনাশি দানবদানা, বিস্তারি লোল রসনা,
রুধির-পান-মগনা, নগনা রণরঙ্গিনী। ৪

সম্বরি সমররূপে, দেখাও শ্যামা শ্যামরূপে,
রাম যেন মন সঁপে সেরূপে দিন যামিনী। ৫

কৃষ্ণকালী।

৩০ নং।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

(একি বিকার শঙ্করি) দাশরথি রায়।

একি রূপ নেহারি।
শ্যামারূপধারী শ্যাম বংশীধারী। ১
নাহি দেখি কেন অষ্ট নায়িকায়,
বেষ্টিয়া বিরাজে অষ্ট গোপিকায়,
রাঙ্গা পদযুগ (হরি হে তব) পূজে রাধিকায়,
কোথায় ত্রিপুর-অরি। ২
(তুমি) ত্যজি বনমালা, নরমুণ্ডমালা
কি সাধে শ্রীকণ্ঠে পরি,
ত্যজি রণাঙ্গনে, (কৃষ্ণ হে তুমি) আছ কুঞ্জবনে,
নিকুঞ্জকাননচারী।
নাহি কটিতটে সে পীতবসন, নরকর হেরি কটিবিভূষণ,
বিনোদ মুরলী, (মধুস্বর তব) বদনভূষণ,
তিলকা অলকা না হেরি। ৩
(তুমি) ছিলে বেণুকর, অসি-মুণ্ড-কর,
বরাভয়-কর, হইলে হরে।

যার জ্ঞান কালাকালী, (সে অজ্ঞান) উভে ভেদ বলি,
এরূপে সে জ্ঞান হরে।
ভক্তহেতু হও স্তম্ভে অধিষ্ঠান,
বাঁশী ত্যজে করে করিলে কৃপাণ,
অভক্ত রামের (দয়াময় তব) এবে কাঁদে প্রাণ,
তার তায় দয়া করি। ৪

পৌরাণিক।

জন্মাষ্টমী।

৩১ নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল ঢিমা তেতালা।
(তুমি হে জগতযন্ত্রণাহারিণী) সুরে।

জনমে যোগীন্দ্র-হৃদি-ধন জনার্দ্দন,
করিবারে নিধন সুরমর্দ্দন কংসাসুরে।
বরিষে কুসুমরাশি, সানন্দ স্বরে সুরে। ১
রক্ষিতে ধর্ম্মসম্পদে, নাশিতে ধরার আপদে,
কৃষ্ণাষ্টমী ভাদ্রপদে, দেবকীর উদরে। ২
সুরেন্দ্র সিদ্ধ চারণ নেহারে কৃষ্ণচরণ,
কিন্নরী করে নর্ত্তন, গন্ধর্ব্ব গায় সুস্বরে। ৩
হরি-রূপে উজলিত হেরি কারা চমকিত
বসুদেব ভীতচিত তনয়ে স্তুতি করে। ৪
জীব-সৃজন-পতন কর ব্রহ্মসনাতন,
রামের হর পতন আগমন সংসারে। ৫

দেবদোল।

৩২ নং।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল ঢিমা তেতালা বা যৎ।

(রেখো মা দেখ মা এই বিপদে) মধুকাণ।

কি অপরূপ যুগরূপ দেখ আঁখি মন।
মঞ্চে আদ্যাশক্তি রাধা সনে শ্রীরাধারমণ। ১
কৌতুকে কুঙ্কুম ফল্গু করিছে দোঁহে ক্ষেপণ,
স্মিতাননা গোপাঙ্গনা গোলোকে পুলকমন। ২
নির্ব্বিকার নিরাকার ব্যাপ্ত ব্রহ্ম চরাচর,
নাই অবধি মধ্য আদি বেদবিধি-অগোচর,
আকার স্বীকার তাঁর হেতু লীলা-প্রকটন,
(তাই) মূলপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি স্বেচ্ছাতে করেন রমণ। ৩
কি বিচিত্র লীলাক্ষেত্র, পুণ্য গোলোকভবন,
প্রতিরূপ অপরূপ ভূ-গোলোক বৃন্দাবন,
অবতরি যথা হরি উদ্ধারিল ভক্তজন,
(তুমি) হের রাম সেই ধাম হৃদিমঞ্চে মধুসূদন। ৪

দেবদোল।

৩৩ নং।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল যৎ বা ঢিমা তেতালা।

(রেখো মা দেখ মা এই বিপদে) মধুকাণ।

রাধা গোবিন্দে আনন্দে দোলে দোলেরে।
(ঐ দেখ) দোঁহ-গাত্রে আড়নেত্রে সখী ফাগু ফেলেরে। ১

কুঙ্কুম পিচ্‌কারী ঘুরি ফিরি সারি সারি রে
কৌতুকে বরিখে অঙ্গে ব্রজাঙ্গনা মিলে রে। ২
তাথই তাথই তালে নাচিছে সঙ্গিনী রে,
(বাজে) রুণুরুণু ঝুনুঝুনু নূপুর কিঙ্কিনী রে,
উভতালে সবে চলে সুনিতম্ব দোলে রে,
(দোহে) (সবে) সকৌতুক স্মিতমুখ শিঞ্জিতের বোলে রে। ৩
কি আনন্দ নিত্যানন্দ হেরে ব্রজমণ্ডলে
অন্তরীক্ষে সহস্রাক্ষে সদলে আখণ্ডলে ;
মুদি আঁখি দেখ দেখি জ্ঞান-আঁখি মেলি রে,
যুগ সুঠাম মূর্ত্তি রাম সদা হৃৎকমলে রে। ৪

নন্দ প্রতি যশোদা।

৩৪ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

(রে কোকিল রসে তমালে) মধুকাণ।

বুঝি হে গোপরাজ! হারালাম আজ,
নয়নের মণি, জীবনগোপালে।
হারায়ে চেতন, হইল পতন,
অভাগীর কোলে ধরে অঞ্চলে। ১
কত বৈদ্য রাশি রাশি, গৃহমাঝে আসি,
হেরে মুখশশী, ফিরে যায় চলে।
(গোপরাজ! রোগ বুঝি তারা কঠিন গণে)

না শুনে বচন, রোগের কারণ,
শুধালে বচন, কিছু না বলে।
নীরব হেরে বৈদ্যগণে, প্রাণে যে কত কি গণে,
আবার ভাবি মনে গণে, না জানি কি আছে
মোর কপালে। ২
কত কাল ধরি, শঙ্কর শঙ্করী,
পদ পূজা করি, জবা বিল্বদলে।
(সুত আশে তপ ক্লেশ কত সহি দুজনে)
পুত্র-কামনায়, পূজে দুজনায়,
প্রাণের তনয়, পেয়েছি কোলে,
কি আর কহিব নন্দ, পাব কি আর প্রাণগোবিন্দ,
রাম বলে করো না সন্দ, পাবে হরি, হরি
বৈদ্য আসিলে। ৩

কৃষ্ণ প্রতি যশোদা।

প্রভাসযজ্ঞ-দ্বারে।

৩৫ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

(নৃত্যগোপাল হেরে নেত্রে বারি ঝোরে, প্রেমে নৃত্য করে,
গোকুলবাসিগণ) দাশরথি।

তোর যশোদা জননী, আনিয়াছে ননী,
এসে নীলমণি, কর রে ভোজন।
ডাক মা বলিয়া, জুড়াই তাপিত হিয়া,
শত বর্ষ পরে, পুন বাছাধন। ১

গোচারণে গোঠে করিলে প্রয়াণ,
হতো রে গোপাল শত যুগ জ্ঞান,
না হেরে বয়ান, রহিতাম অজ্ঞান, দিনমান রে,
শেষে বিধুমুখ দেখে জুড়াত জীবন। ২
তুই রে পুত্র মম প্রাণের সোসর,
না হেরিয়া তোরে এ শত বৎসর,
লয়ে ক্ষীর সর, ডাকি উচ্চৈঃস্বর, কৃষ্ণ বলে রে!
ব্রজের পথে পথে কত করেছি রোদন। ৩
হেরিবার আশে, আসিয়া প্রভাসে, প্রাণ যায়,
গোপাল দ্বারীর কটু ভাষে, মরি রে তরাসে,
দেখা দে বাপ এসে, রাম ভাষে, রাণি!
কষ্ট বিনা কে পায় কৃষ্ণ-দরশন। ৪

আগমনী।
গিরি প্রতি গিরিরাণী।
৩৬ নং।
রাগিণী বিভাস।—তাল ডবল আড়খেমটা।
(কই হে দ্বিজ কই, আমার উমা কই) স্বরে।

যাও হে গিরি! যাও, ত্বরা যাও,
আনগে প্রাণ-উমা নন্দিনী।
নিশি-শেষে আসি, বসিয়া শিয়রে,
সকাতরে উমা কহে মধুস্বরে,
ভুলেছ কি ওমা, তোর স্নেহের উমা,
আন না কেন মা, তনয়া দুখিনী। ১

মৈনাকের শোক হই বিস্মরণ,
সংবৎসর পরে হেরি উমাধন,
সুরাসুর নরে, সাধ যাঁরে হেরে,
কেন ক্ষান্ত তুমি রাম! হেরিতে ঈশানী। ২

আগমনী।

গিরি প্রতি গিরিরাণী।

৩৭ নং।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট।—তাল ঝাঁপতাল।

(বলে গেলি না বলে রে ভাই ভেবেছিলাম আমি চিতে) দাশরথি।

প্রাণ কাঁদে না হেরি, গিরি! প্রাণগৌরী নন্দিনী।
সাধ উমারে হেরি মারে খাওয়াই ক্ষীর সর ননী। ১
যে দিনে যোগেন্দ্র জামাই, লয়ে গেছে মা শিবানী,
সেই দিন হইতে আমি শুনিনি মার মা বাণী,
(বিনা) প্রাণসমা পুরি-সুষমা, উমা দুখিনী। ২
তব প্রতি হে গিরিবর! অপ্রীত নন দিগম্বর,
পূজিলে পাইবে বর, আনিতে ঈশানী।
অশেষ আপদ-রাশি যাঁর নামেতে হরে,
পূজ ব্রহ্মরূপী আমার বিঘ্ন-হর বিঘ্নহরে,
রাখ বাণী আনি ভবানী বাঁচাও পাষাণী। ৩
বাম মৃত্যুঞ্জয় যায়, স্মরে না সে গিরিজায়,
সাক্ষী তার রামজয়, দ্বিজাধম জানি।

জবা গঙ্গাজল বিল্বদল যাঁর প্রীতিপ্রদ,
তাঁরে পূজিতে মূঢ়চিতে কেন বা ভাবে আপদ,
(সে) জানে না জয়দুর্গা জীবজনমবারিণী। ৪

তীর্থ।

ব্রহ্মপুত্র নদ প্রতি।

৩৮ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

(আর সতা নন্দন, নাই মোর সবে ধন, ভবের মাঝে কেবল তুই ভবদারা) দাশরথি।

ব্রহ্মার কুমার, সলিলে তোমার, স্নান করিবার,
এলাম তব তটে।
হয় না এমন যোগ, সদা সহযোগ, লগ্ন, তিথি,
তারা, বারে, যোগ ঘটে। ১
বাসন্তী অষ্টমী শশিজ বাসরে,
বুষ পুনর্ব্বসু মিলে যে বৎসরে,
এই মহাযোগে স্নানে তব সরে, তরে হে ;
অন্তে যায় নরে ব্রহ্মার নিকটে। ২
লক্ষ লক্ষ লোক মুক্তি-পিপাসায়,
এসেছে তমীরে স্নানের আশায়,
তাঁদের ভক্তি হেরে হয় হৃদয়ে বিস্ময়, পূতাশয় হে ;
তারা তৃণহেন গণে জীবন সঙ্কটে। ৩

তব পূত নীরে ওহে নদবর,
ধুইয়া রামের পাপ কলেবর,
তব পিতৃপদ পাই এই বর, (অন্তে হে)
দেও, দাস ভিক্ষা যাচে করপুটে। ৪

কামাখ্যা দর্শনে। *

৩৭ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী বা ঠুংরী।

(ওমা তুমি কার প্রাণপ্রতিমা) সুরে।

পদে প্রণাম করি মা কামাখ্যে।
কি রূপ হেরিলাম চক্ষে। ১
দক্ষযজ্ঞাগারে যবে দেহ ত্যজিলেন আপনি,
শোকে শবদেহ স্কন্ধে লয়ে ভ্রমেন শূলপাণি
ধরি চক্র সুদর্শন, তখন সে পীতবসন,
দেহ খণ্ড খণ্ড করি ফেলেছেন অবনী।
জীবের মুকতি প্রধান, যোনি, মহা পীঠস্থান,
যার দর্শনে পাতকী পায় চরমে মোক্ষে। ২
সুশিষ্ট বশিষ্ঠ ঋষি, শাপে সমুদয়,
তীর্থ ব্রহ্মপুত্র নদ নীরে হয়েছে বিলয়,
যাহা তন্ত্রে শুন্তে পাই, পঞ্চ তীর্থ সব নাই,
কই মা সঙ্গিনী তারা যোগিনীনিচয়।

---

* ১৩০২। ২৪ আশ্বিন।

ভস্ম শেখর শিরে, শোভে চারু মন্দিরে,
(ওমা) উমানন্দ ভৈরব ওই নদের বক্ষে। ৩
বিবিধ-পাদপ-পূর্ণ পূত নীলাচল,
বাসে বাসব-বাঞ্ছিত তাই তব লীলাস্থল,
বিধি বিষ্ণু হরে, ত্রিধা সদা বিহরে, আর
সানন্দে শঙ্করগণ দেবতা সকল।
সুভগ সরসীতীরে, শোভে বিষ্ণুমন্দিরে,
আন মন্দিরে ভুবনেশ্বরী দর্শনে সুফল।
ওমা দেবি কামাখ্যে, চাই ওপদে ভিক্ষে,
অন্তে, শমন-সন্ত্রাসে রামে করো মা রক্ষে। ৪

বশিষ্ঠাশ্রম দর্শনে। *

৪০ নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল একতালা।

(মা সুরধুনী জগতে জননী) নীলকণ্ঠ।

হে ঋষিসত্তম, তব পূতাশ্রম, ধন্য হইলাম,
নয়নে হেরি।
(হেন) শান্তিময় স্থান, হেরেনি নয়ন, বাঞ্ছা,
পাদমূলে সদা বাস করি। ১
নানা-ফল-পুষ্প-পাদপ-পূরিত,
সন্ধ্যাচল-অঙ্কে মন্দির শোভিত,
তায় হর হরি, কমলা রাজিত,
মধ্যে বিরাজিছ শিলা ধরি। ২

---

* ১৩০২। ৩ কার্ত্তিক।

দুপাশে গোলোক মঙ্গল ঈশ্বর,
শিরোদেশে ব্রহ্মা কমণ্ডলে * সর,
দ্বারপ্রান্তে বিধি, লিঙ্গরূপী হর,
মনোহর তব রূপের মাধুরী। ৩
ঘোর-রবে সন্ধ্যা ললিতা কান্তায়,
গিরিগাত্র ভেদি বহে ত্রিপন্থায়,
নিরখি নয়ন মন মুগ্ধ হয়,
(রামের) হবে কি জনম-পরশে ও বারি। ৪

সাগরসঙ্গম দর্শনে। †

৪১ নং।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল আড় কাওয়ালী বা ঠুংরী।

(শরাঘাত অঙ্গে হেরি মনে অনুমান করি, কার সঙ্গে
রণ তোদের হতেছে) সুরে।

সাগরসঙ্গমে, সাধুসমাগমে,
হের জাহ্নবী-যাদঃপতিরে।
পুণ্য উত্তরায়ণে পূত সলিল স্নানে,
যায় যমযাতনাভীতিরে। ১
ছিলাম অভিলাষী, আনন্দ-নীরে ভাসি,
নেহারি সিন্ধুবারিরাশিরে।

---

* যদিও শব্দটী 'কমণ্ডলু' তথাপি শিশুবোধে 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী'তে 'কমণ্ডল' প্রয়োগ আছে, যথা—"ব্রহ্ম কমণ্ডলে বাস"।

† ১৩০৩। ২ মাঘ।

ঘুচিল মন-দৈন্য, দর্শনে হলাম ধন্য,
পরশি পূত পয় স্বশিরে। ২
আশীষ সরিৎপতি, অন্তিমে সম্প্রতি,
হেরি শ্রীপতি ভাগীরথীরে।
রাম সে অন্তকালে, আননে গঙ্গা বলে,
এ তনু ত্যজে যেন তত্তীরে। ৩

সাগরসঙ্গমে সিন্ধু দর্শনে। *

৪২ নং।

রাগিণী আলিয়া।—তাল একতালা।

(কোথা রাম বাছাধন) সুরে।

শুনি হে রত্নাকর, কমলা, সুধাকর,
সুধা, হয়, গজবর উদ্ভব হয় তোমায়।
যে সুধা সেবনে, অমর সুরগণে,
হরি হৃদাসনে, ধরেছেন রমায়। ১
শশিশেখর শশিরে, সাদরে ধরে স্বশিরে,
লইয়ে আনন্দে, বিহরে দেবেন্দ্রে,
অশ্ববর গজেন্দ্রে, ধন্য তন্মহিমায়। ২
সর দেহে সরিৎপতি, বেষ্টিয়াছ বসুমতী,
কিন্তু এই জীবনে, পীপাসু বঞ্চিত প্রাণে,
যেমন কৃপণ ধনে, নাহি নাশে দীনতায়। ৩

---

* ১৩০৩। ২ মাঘ।

সেতু হেতু দেহ পাতি, দিলে দেব-হিতে ব্রতী,
রামে দেও সুমতি, জীব-হিতে হই ব্রতী,
অন্তকাল সম্প্রতি, এ তনু ত্যজি গঙ্গায়। ৪

গঙ্গা দর্শনে। *

৪৩ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

(কিসে চলে বল হিমাচলে চল) দাশুরথি।

তব জীবনে, পাপ জীবনে,
কর ত্রাণ দিও স্থান, অন্তে তব চরণে। ১
আমা লয়ে কত খেলা,
খেলিলে মা গিরিবালা,
আর দাবানল-জ্বালা, সহেনা ভব-বনে। ২
চৌরাশীতি লক্ষবার, †
জঠরজ্বালা অপার,
সয়েছি যাতনা আর, দিওনা মা নন্দনে। ৩

---

* ১৩০৩। ২ মাঘ, সাগরসঙ্গমে গঙ্গা দর্শনে।

† স্থাবরা বিংশলক্ষঞ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ।
ক্রিমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পঞ্চলক্ষঞ্চ বানরাঃ।
পশুজা নবলক্ষঞ্চ ত্রিংশল্লক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
তত্রৈব মানবং জন্ম কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে।
শূদ্রাদীনাং শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণস্তদনন্তরম্।
উত্তমং চোত্তমং প্রাপ্য চাত্মানং যো ন তারয়েৎ।
স এব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাস্যতি যাতনাং।

হরশিরোবিহারিণী,
কলিকলুষহারিণী,
অধম রামে তারিণি তার গঙ্গে-স্বগুণে। ৪

গঙ্গা দর্শনে।*

৪৪ নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) মধুকাণ।

স্থান পাপাঙ্গে দে মা গঙ্গে,
পাপ তনু ভাসে যেন তব তরঙ্গে। ১
হরি-পদে উদ্ভব, স্বশিরে ধরেন ভব,
করিলে পরাভব, সুর-মাতঙ্গে। ২
ধন্য মানি মীন কূর্ম্ম শিশুমার,
তব জলে যারা করিছে বিহার,

সলিলজ নবলক্ষ বিংশতিলক্ষ স্থাবর।
ক্রিমিজ এগারলক্ষ পঞ্চলক্ষ সে বানর॥
পশুযোনি নবলক্ষ ত্রিংশলক্ষ বিহঙ্গম।
তৎপরে মানবজন্ম দ্বিলক্ষ আদি অধম॥
শূদ্রাদি শতেক জন্ম ব্রাহ্মণ তদনন্তর।
পাইয়া মানবজন্ম উত্তম উত্তমতর॥
না করে যে জন যত্নে তারণ স্বীয় আত্মায়,
আত্মঘাতী সেই জন পায় পুনঃ যাতনায়॥

* ১৩০৪। ১৩ মাঘ, দেবীপুরে গঙ্গা দর্শনে।

বাসে তব তীরে, পর্ণের কুটীরে,
তাদের পদরজ শিরে, মাখি সাধ অঙ্গে। ৩
হয়েছে গত দিন আর কত দিন,
রব মা সংসারে বাসনার অধীন,
আন তব তীরে, এ রাম পাপীরে,
বাঞ্ছা তার মরে ভাসে, দ্রবাঙ্গে। ৪

গঙ্গা পদে বিদায়। *

৪৫ নং।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল আড়া।

(মনের বাসনা শ্যামা শবাসনা শুন মা বলি) সুরে।

জননি জাহ্নবি দেবি! বিদায় হই পদ-পঙ্কজে।
হেরি তোমা যেন গো মা সতত মানসমাঝে। ১
ভক্ত ভগীরথ সনে, তার কম্বুনাদ শুনে,
এসেছ মকরাসনে, তারিতে সগরাঙ্গজে। ২
যবে যাবে এ জীবন, পিব তব পূত জীবন,
হেরিব জীবের জীবন, হরিপদ হৃৎসরোজে। ৩
অর্দ্ধ অঙ্গ তব জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ ধরাতলে,
রহে যেন অন্তকালে, আশীষ রাম পাপাত্মজে। ৪

---

* ১৩০৩। ১০ অগ্রহায়ণ, কালনায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে। *

৪৬ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

(কিসে চলে বল) দাশরথি।

হে দীনশরণ, আমি অশরণ,
জীবনে করিনি কভু প্রভু ত্বন্নাম স্মরণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরি, করুণায় অবতরি।
কৃপা করি পদ-তরি, প্রদানে কর তারণ। ২
তব তনু প্রেমময়, হেরে হরে মনাময়,
কর শ্রীগৌর আমায়, কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ। ৩
ঘুচাও রামের অবসাদ, বিতর তারে প্রসাদ,
পূরে যেন মনঃসাধ অন্তে হয় কৃষ্ণ স্ফুরণ। ৪

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দর্শনে। †

৪৭ নং।

রাগিণী দেবগিরি।—তাল ঢিমা তেতালা।

(আহুত এসেছি মোরা রবাহুত কও কারে) মধুকাণ।

লয়ে সঙ্গ অন্তরঙ্গ হ'লে কৃষ্ণপ্রেম-উদাসী।
মাতা'লে মধুর হরিনামেতে ভারতবাসী। ১
রূপে করে জগত আলো, বহিঃ গৌর অন্তর কাল,
দূরে যায় মনের কাল, হেরে চারু রূপরাশি। ২

---

* ১৩০৩। ৬ অগ্রহায়ণ, নবদ্বীপে।

† ১৩০৫। ১৯ কার্ত্তিক, নরোত্তম ক্ষেত্রে (খেতুরে)।

গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন,
শ্রীরাধা রাধিকাকান্ত সশক্তি রাধারমণ,
অপরূপ রূপ নেত্রে হেরি নরোত্তমক্ষেত্রে,
নাই সেথা শুধু একত্রে, ব্রজমোহন * ব্রজবাসী। ৩
গোস্বামীর গ্রন্থে তুমি ব্যক্ত স্বয়ং কৃষ্ণবলে,
হরিনামে জীব তারিতে হইলে উদয় ভূতলে,
নাহি জানি তব তত্ত্ব, কেহ কহে কৃষ্ণভক্ত,
কর পদে অনুরক্ত রামেরে, ভক্তিপ্রয়াসী। ৪

৺কালী মা সমীপে। †

৪৮ নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা বা চৌতাল।

(নীলবরণী, নবীনা রমণী) রাজা শিবচন্দ্র।

কালী কপালিনী, কলুষনাশিনী,
কৈবল্যদায়িনী, কমলনয়নী,
কৃপাণধারিণী, কৃতান্তবারিণী,
কল্যাণী কামান্ত-হৃদি-বিহারিণী।
কামাখ্যা কামদা নাম কামরূপে,
কামান্ত না জানে তোমার স্বরূপে;
কর সৃষ্টি হর বিধি বিশ্বরূপে,
ত্রিলোকপালিনী, ত্রিগুণধারিণী। ১

---

* এই ব্রজমোহন, সশক্তি শ্রীবৃন্দাবন ধামে ৺ স্বর্গীয় গৌরসুন্দর সিংহ মহাশয়ের কুঞ্জে অধিষ্ঠিত আছেন।

† ১৩০৩। ৭ মাঘ, ৺কালীঘাটে।

কাত্যায়নি! কৃপা কর মা কিঙ্করে,
কাঁপে কায় স্মরি নরকনিকরে,
কর রক্ষা কাল-দারা কাল-করে,
প্রাণান্তে পাতকী রামে তারিণি!। ২

শ্রীক্ষেত্র গমন-পথে। *

৪৯ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

('কিসে চলে বল) দাশরথি।

এসে নলকুল.ভেবে প্রাণাকুল,
জগন্নাথ দরশনে ঘটে বুঝি অপ্রতুল (১)। ১
আলবায় (২) পাঠাবে বলি, যাত্রী গণি টাকা তুলি,
লইয়া ভরিল ঝুলি, ফেলে গেল নলকুল। ২
অন্যে.লবে চাঁদবালী, বলি চক্ষে দিল বালি,
হোরমিলি (৩) চতুরালী, জগতে বুঝি অতুল। ৩

---

* ১৩০৪। ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ষ্টীমার ষ্টেসন নলকুলে।

(১) অকাল প্রযুক্ত ৩০ জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি দিনে জগন্নাথ 'দর্শন মানস ছিল কিন্তু নলে চারিদিন বিলম্ব হওয়ায় বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম ও ২২ জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৫ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত নলকুলে অবস্থান হেতু, সংক্রান্তিতে শ্রীক্ষেত্রে পৌছা সম্বন্ধে আশঙ্কা হইয়াছিল।

(২) আলবা কাটা থাল দিয়া ষ্টীমারে চাঁদবালী যাইতে উক্ত গ্রামে ষ্টীমার ষ্টেসন পাওয়া যায়।

(৩) হোরমিলার কোম্পানির ষ্টীমার আলবায় পঁহুছাইবে বলিয়া মাস্থল লয় কিন্তু অন্য কোম্পানির ষ্টীমার চাঁদবালী লইয়া যাইবে বলিয়া নলকুল ষ্টেশনে ফেলিয়া যায়।

চারিদিন বসি খাই, খাদ্যাভাবে মারা যাই,
যোগীন্দ্র (৪) বাঁচান তাই, বিতরি তরি তণ্ডুল। ৪
শনিবারে নিশাশেষে, বিকল কার্ত্তিকে (৫) বসে,
না পাইনু কষ্ট শেষে, সারেংমাষ্টার অনুকূল। ৫
ষ্টেসনমাষ্টার সদাশয়, নলকুলে যিনি রয়, (৬)
রাম তাঁর কৃপায় পায়, সদলে অকূলে কূল। ৬

পিতৃপদে। *

৫০ নং।

রাগিণী শ্রীরাগ।—তাল একতালা।

(সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল) জ্ঞান দাস।

পিতা স্বর্গ ধর্ম্ম, তপ জপ কর্ম্ম, যে সাধে পিতার প্রীতি,
সব দেবগণ, সুপ্রসন্ন মন, সতত সে সুত প্রতি। ১
(পিতঃ) আমি কুলাঙ্গার, ত্যজিনু আগার, জন্মভূমি সম কাশী,
এবে সে পুরি ত, কাননে পূরিত, আমি অন্য-স্থান-বাসী। ২
(আহা) নেত্রে বহে জল, তব অন্তর্জল, করিলাম যে ভূভাগে,
(এখন) শ্বাপদসঙ্কুল, হেরে ভয়াকুল মানসে মানব ভাগে। ৩
প্রথম তনয়, যবে কালে লয়, হয়ে সে শোকে বিলীন,
গয়াসুরশিরে, বিষ্ণুপদোপরে, পিণ্ড দিনু একদিন। ৪

---

(৪) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার সিংহ বালেশ্বরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

(৫) কার্ত্তিক ষ্টীমারের নাম; অতি জীর্ণ।

(৬) নলকুল ষ্টেশন মাষ্টারের নাম শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ পাল।

* ১৩০৪। ২৮ জ্যৈষ্ঠ, যাজপুরে নাভিগয়ায় পিণ্ড প্রদানান্তে।

পুনঃ পৌত্র মরে, আকুল অন্তরে, আইনু নাভি-গয়ায়,
অকৃতী সন্তান-কৃত পিণ্ডদান, লয়ে আশীষ আমায়। ৫
(পিতঃ) তব পূতকুলে, যেন দ্বীপ জ্বলে, জল পিণ্ড নহে লোপ,
ও পদে মিনতি, পুত্রের ভারতী, রাখ পরিহরি কোপ। ৬
আর দেহ বর, শ্যামকলেবর, স্মরি যেন প্রাণ যায়,
রাধাকৃষ্ণ নাম, লয়ে অবিরাম, ত্যজি এ তনু গঙ্গায়। ৭
পূর্ণ দশ মাসে, রাখি তব পাশে, মাতা গেলা পরলোকে।
কত কষ্ট সয়ে, পালিলে তনয়ে, তাপিত হইয়া শোকে। ৮
তব ঋণ পিতঃ! নহিল শোধিত আমা হ'তে এ জনমে,
সাধ শোধি দায়, এখন বিদায়, রাম পদযুগে নমে। ৯

শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে। *

৫১ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

(কার প্রাণ নাশন করিবিরে ভাই শোন) দাশরথি॥

দেব জগন্নাথ, পদে প্রণিপাত,
কৃপা দৃষ্টিপাত কর কিঙ্করে।
সর্ব্ব পাপ হর, মূর্ত্তি মনোহর,
ধন্য হইলাম, দরশন করে। ১
বিভু বিশ্বাধার বিশ্বের পালক,
বিশ্বময়! ত্যজি বৈকুণ্ঠ গোলোক,

---

* ১৩০৪। ৩১ জ্যৈষ্ঠ, শ্রীক্ষেত্রে।

জীব নিস্তারিতে আসি মর্ত্ত্যলোক,
বিরাজিছ ! লীলাচ্ছলে নীলাচলে, দারু দেহ ধরে ॥ ২
পতঙ্গ বিহঙ্গ পশু কীট কৃমি,
চৌরাশীতি লক্ষ পাপ যোনি ভ্রমি,
আসিলাম দ্বিজদেহে কর্ম্মভূমি,
বৃথায় হে, রামে তার হর তার জনম জঠরে ॥ ৩

জগন্নাথদেবকে প্রদোষে দর্শনান্তে। *

৫২ নং।

রাগিণী পূরবী।—তাল আড়া।

(দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন) সুরে।

জগন্নাথ জগবন্ধু যোগেন্দ্র-আরাধ্য ধন।
জগদীশ যোগেশ্বর যশোদা-যদুনন্দন। ১
যজ্ঞরূপী যজ্ঞেশ্বর, জনার্দ্দন জলধর,
জগত-যন্ত্রণা-হর, হে হর-হৃদি-রঞ্জন। ২
জলমগ্ন ধরা যবে, জঘনে মধু কৈটভে,
বিনাশিলে, পদ্মনাভে নাভিপদ্মে কর সৃজন। ৩
জগৎপতি যদুপতি, জগতজীবের গতি,
জীবনে জঘন্যমতি রামে, অন্তে করো তারণ। ৪

---

* ১৩০৪। ৩১ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীজগন্নাথ দেবের রথরজ্জু আকর্ষণোপলক্ষ্যে। *

৫৩ নং।

রাগিণী জঙ্গলা।—তাল একতালা।

(দিন ত গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে) সুরে।

জয় জগবন্ধু কৃপাসিন্ধু পতিতপাবন।
তোমায় হেরিলে রথে, হয় মরতে জনম বারণ। ১
তোমায় রথে হেরিলাম হরি,
টান্‌লাম তোমার রথের ডুরি,
আমায় কৃপা করি, ঘুচাও হরি! এ ভববন্ধন। ২
দুর্ল্লভ জনম পেয়ে,
হরি তোমায় না ভজিয়ে,
রামের বৃথা গেল দিন বয়ে, কর হে তারণ। ৩

পুরীস্থ মহালক্ষ্মী দেবীর প্রতি। †

৫৪ নং।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল আড় কাওয়ালী।

(সম্বর ওরূপ কমল-আঁখি) দাশরথি।

ওমা কাতরে করুণা কর কমলে!
এখন কামনা চরণ-কমলে।
যেন যায় এ জীবন আমার সুরধুনী-সলিলে। ১

---

* ১৩০৪। ১৯ আষাঢ়।

† ১৩০৪। ১৮ আষাঢ়।

আমি কি বুঝিব তব লীলা,
ওমা মহোদধি-বালা ! বর্ণ তব সুবর্ণে অবহেলে।
ঘুচাও আমার মনভ্রান্তি, দাও মা হৃদয়ে শান্তি,
কৃষ্ণকান্তি কি কারণে হইলে।
মা সত্যভামা, হরির রমা, তাই ভেবে কি মা !
হ'লে রমা কালরূপ উৎকলে। ২
তব কৃপায় অভাজন, হয় যশের ভাজন,
ভজন তায় করে নর সকলে।
আমি কি দোষী বল না, ওমা শ্রীহরি ললনা !
হলো না সম্পদ পোড়া কপালে।
নাই ভারতী-প্রীতি রাম প্রতি, (ওমা)
তবে কেনে, সুনয়নে, তারে না নিরখিলে। ৪

পুরীস্থ বিমলা দেবীর প্রতি। *

৫৫ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়লী বা ঠুংরী।

(ওমা তুমি কার প্রাণপ্রতিমা) সুরে।

তোমায় প্রণাম করি মা বিমলে !
ঐ পদযুগ-কমলে।
পুণ্য উৎকলে পুরুষোত্তম ধাম শ্রীক্ষেত্রে,
কিবা অপরূপ রূপ তব নিরখি নেত্রে,
চারু চারি ভুজে, নানা ভূষণ সাজে,
হৃদয়-সরোজে, সুবর্ণময় সুমাল্য দোলে। ১

---

* ১০৩৪। ২৩ আষাঢ়।

ঘন ঘন জিনি বর্ণ রূপ চারু দরশন,
হয় নিরখিলে ভক্তিবলে পাপ বিনাশন।
রাণী সত্যভামা, আন মন্দিরে রমা,
দেন ভকতে সম্পদ তাঁর দ্বারে বসিলে।
বামে কুণ্ড রোহিণীর, পাপী পরশিলে নীর,
পায় চরমে পরম পদ পুরাণে বলে। ২
মার্কণ্ডেয় বটকৃষ্ণ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরে,
চারু চক্রতীর্থ শ্বেতগঙ্গা রোহিণী সাগরে,
স্নান দান করিলে, নীরে পরশিলে,
নরে লভে না জনম ফিরে ভবমণ্ডলে। ৩
তুমি বিরাজ বিরজা নামে সে নাভি গয়ায়,
যথা পিণ্ড দিলে পিতৃকুলে পরিত্রাণ পায়,
বৈতরণীর তীরে, দেব গদাধরে,
আর বিরাজে বরাহদেব চারু মন্দিরে।
যথা বেদের বিধানমতে কল্লে ধেনু দান,
পায় ত্রাণ যমভয়ে ভবে নর সকলে। ৪
ওমা দক্ষ-মখে, দক্ষমুখে, শুনি যে কালে,
হরনিন্দা হরশক্তি, স্বীয় দেহ ত্যজিলে।
ল'য়ে শব কলেবর, শোকে ভ্রমে দিগম্বর,
বিষ্ণু-চক্রে খণ্ড নাভিখণ্ড, পড়ে উৎকলে।
তুমি পীঠপ্রধান, জীবে কর মুক্তিদান,
অন্তে মুক্ত ক'রো দ্বিজাধম রাম মলে। ৫

মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য।*

৫৬ নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

(দেখ্ জলে দলে দলে মাছে করে খেলা)।

ধন্য মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ-মহিমা।
তুলনায় নাই তার সীমা। ১
সিংহদ্বার হ'য়ে পার,
দেখ রে আনন্দ বাজার;
বিকায় খাজা, গজা, মগজ সুমধুর তার।
নারিকেলি সন্দেশ, প্রকার অশেষ,
মালপো খিচুড়ী ছানা, চন্দ্রকান্তি মুড়্কী দানা,
পুরি পিঠা পায়স খইচুর, দাঁতভাঙ্গা ভার ভার।
খায় যে যার পাতে, নাই কো তাতে, বর্ণ-গরিমা। ২
অন্ন ব্যঞ্জন রাশি রাশি, বিকায় সদা সদ্য বাসী,
হাজার হাজার পুরীবাসী, করিছে আহার।
অভুক্ত কখন, রহে না এক জন;
কুক্কুর-বদনভ্রষ্ট, প্রসাদ প্রার্থী সুরজ্যেষ্ঠ,
যাবে রাম ভব-কষ্ট, খাও রে একবার,
দুর্ল্লভ সুরবর্গে; নয় ত্রিবর্গে তুল্য উপমা। ৩

---

* ১৩০৪। ২৭ আষাঢ়, বিদায় দিনে।

উৎকলে সাক্ষীগোপাল প্রতি। *

৫৭ নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) মধুকাণ্।

সাক্ষীগোপাল, বাক্য পাল।
প্রাণান্তে পামরে যেন না লয় কাল। ১
রথে বামন হেরি, ধন্য হ'লাম হরি,
হই যেন মরি, তব দ্বারপাল। ২
দ্বিজদ্বয় দ্বন্দ্বে সাক্ষ্যদানাশায়,
ব্রজ পরিহরি আসি ফুলালশায়, †
দ্বিজ নিরীক্ষণে, রহিলে এখানে,
গোপাল আখ্যানে, দীনবৎসল। ৩
দেখ্‌লে বামন রথে, কি মনোরথে,
পুনর্জ্জন্ম না হয় আর মরতে।
শাস্ত্রে তাই শুনে, এলাম দরশনে,
(যেন) রামের কপালগুণে, না হয় বিফল। ৪

---

* ১৩০৪। ২৮ আষাঢ়।

† সাক্ষীগোপাল প্রথমতঃ বিদ্যানগরে আগমন করেন, উৎকলরাজ বিদ্যানগরাধিপকে যুদ্ধে জয় করিয়া এই বিগ্রহ কটকে স্থাপন করিয়াছিলেন, তদনন্তর বর্ত্তমান ফুলালশাতে বিরাজিত আছেন।

ভুবনেশ্বর দর্শনে। *

৫৮ নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল মধ্যমান ঠেকা।

(দেখলাম তোমার জননী জনক আছে বন্দিশালে) মধুকাণ।

এই কি সেই একাম্রকানন! ওহে পঞ্চানন!
চক্রক্ষেত্রে হেরি নেত্রে ভুবনেশ্বর ভুবনমোহন। ১
লিঙ্গরূপী হর-হরি, সিতাসিতরূপ হেরি,
অপরূপ রূপ মরি, দর্শনে কলুষমোচন। ২
মণিকর্ণিকার সম পূত-বিন্দুসর-নীরে,
স্নান পান পরশনে, হরে পাপ, তরে নরে,
তীরে বাসুদেব শেষ, ব্রহ্মা ভবানী ভবেশ,
আন মন্দিরে তীর্থেশ, লিঙ্গেশ চারু দরশন। ৩
গোপালিনীগণ চণ্ড, গুহ গণেশ কল্পতরু,
সাবিত্রী ভুবনেশ্বর বৃষ অন্নপূর্ণা চারু,
কপিলেশ্বর সোমেশ্বর, কেদার উত্তরেশ্বর,
রামেশ্বর রাম স্মর, হবে ভবে জনমবারণ। ৪

---

* ১৩০৪। ৩২ আষাঢ়।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রতি। *

৫৯ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

(কিসে চলে বল হিমাচলে চল) দাশরথি।

চোরাদায় ধরা, পড়েছ ধরায়।
গোলোক ত্যজিয়া কেন, মরতে আসিলে হায়। ১
মাখনচোরা বসনচোরা, ব্রজগোপীর মনচোরা,
এথা তোমা ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বলে সবায়। ২
ধন্য মাধবেন্দ্রপুরী, যার তরে ক্ষীরচুরি,
করি রাখ ধড়া পুরি, পরে বিতরিলে তায়। ৩
ত্রিপদভূমি ছলে বলি, ভক্তেরে ছলিলে বলি,
রসাতলে গেলে চলি, হইলে দ্বারী তথায়। ৪
ধরণী বড় কুস্থান, গায় তব কলঙ্ক গান,
রাম হৃদে লও স্থান, অন্তে স্থান দিও পায়। ৫

তারকেশ্বর শিব দর্শনান্তে। †

৬০ নং।

রাগিণী পূরবী।—তাল আড়া।

(দিবা অবসান হ'ল কি কর বলিয়া মন) সুরে।

করুণানিধান, বিশ্বনিদান তারকেশ্বর,
কিঙ্করে করুণা করি কলুষ হর হে হর। ১

---

* ১৩০৪। ২ শ্রাবণ।

† ১৩০৪। ১১ শ্রাবণ।

ভালে হেমশশি সাজে, রত্নমালা হৃৎসরোজে,
শিরে স্বর্ণ-ফণি-রাজে, চারু রূপ মনোহর। ২
দ্বারে পতিত অগণন, রুগ্ন নর নারীগণ,
জানায় মনোবেদন, তাদের বাসনা পূর। ৩
তব দরশনে যদি, যায় জীবের আধি ব্যাধি,
তবে রামের আধি ব্যাধি, যাবে না কি মহেশ্বর। ৪

৺রঘুনাথ দর্শনে। *

৬১ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

(কার প্রাণনাশন) দাশরথি।

নয়ন-অভিরাম, দূর্ব্বাদলশ্যাম-কলেবর রামরূপ হের মন,
বামে মা জানকী, চারু চন্দ্রমুখী, দক্ষে অম্বুজ-আঁখি,
অনুজ লক্ষণ। ১

রত্নাসন-প্রান্তে মহাকীর্ত্তিমান্,
যুক্তকরযুগ বীর হনুমান্,
তনু রুদ্রতেজানল দীপ্তিমান্,
প্রভুপদ পানে ভাস্বর নয়ন। ২
তোমার কৃপায় পায় অন্ধ আঁখি,
আমি অজ্ঞানান্ধ ওহে কমল-আঁখি!
বাসনা হৃদয়ে মূর্ত্তিযুগ দেখি,
কর মুক্ত নেত্রে দিয়ে জ্ঞানাঞ্জন। ৩

---

* ১৩০৪। ১৯ আশ্বিন, মান্দায়।

রামচন্দ্র রামভদ্র সীতাপতি,
রাম রঘুনাথ শ্রীপদে প্রণতি,
কৃপানেত্রে রামে হের হে সংপ্রতি,
হর ভবগতি শমনশাসন। ৪

৺বিরূপাক্ষ মহাদেব দর্শনে। *

৬২ নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

(দেখ জলে দলে দলে মাছে করে খেলা) সুরে।

বিরূপাক্ষ রক্ষ কৃপাকটাক্ষে অধমে।
নাহি জানি তব মহিমে। ১
দেহ শক্তি মুক্তিদাতা, শিব! শক্তিধর পিতা,
উঠিতে নাহি ক্ষমতা, অদ্রি-কুট্টিমে।
নেহারি গিরি, উঠিতে ডরি, হে ভব! তব কৃপায়,
গিরি লঙ্ঘে পঙ্গুপায়, নাহি শক্তি যুগপায়,
রক্ষ শরমে, দেও দরশন দীন অক্ষমে। ২
তোমার প্রসাদে হর! মূর্ত্তি তব মনোহর,
হেরিয়া হরিষে ধন্য মানিলাম শ্রমে,
ক্ষিতি জলাদি, অষ্ট মুরতি; ধরিয়া কর বসতি,
এ পর্ব্বতে পশুপতি! লীলা তব কি বুঝিব অন্ধভ্রমে,
ত্রাণ কর অন্তিমে রামে। ৩

---

* ১৩০৪। ২৩ কার্ত্তিক, চট্টলে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে।

পিতৃপদে। *

৬৩ নং।

রাগিণী শ্রীরাগ।—তাল একতালা।

(সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল) সুরে।

(পিত!) নমি পুনঃ পদে, আশীষ আপদে, পাই যেন পরিত্রাণ,
এ পদ-গয়ায়, উদ্দেশে তোমায়, করিলাম পিণ্ডদান। ১
হও সুপ্রসন্ন, লও পিণ্ড অন্ন, প্রসারি কর-যুগল,
করি কৃপা দীনে, ক্ষম মন্ত্রহীনে, বিগুণ দোষ সকল। ২
গেলা পরলোকে, ত্যজিয়া বালকে, (দ্বাদশ বর্ষের শিশু),
বিহীনে তোমার, যাতনা অপার, পাই আশৈশব আশু। ৩
(পিত!) বিদিত যদ্যপি, ত্রিদিবে অদ্যাপি,
কি কষ্টে কাটাই কাল,
শোক-শরে হায়, বিঁধিয়া আমায়, তনয় হরিল কাল। ৪
পৌত্র প্রাণোপম, হরি নিল যম, আকুলি বিষম শোকে,
কি বলিব তাত! তুমি জান তা ত, রহি পূত-পিতৃলোকে। ৫
(পিতা হে) পুন পৌত্র দেখি, মুদি দুই আঁখি,
করি যেন হরিনাম,
জাহ্নবী জীবনে, ত্যজি এ জীবনে, পূর মম মনস্কাম। ৬
শাস্ত্রে শুনি পিতঃ! তব সুবিদিত, ত্রিগয়া পুত্রের কাম।
সাধি তা এক্ষণে, প্রণমি চরণে, বিদায় মাগিছে রাম। ৭

---

* ১৩০৪। ২৪ কার্ত্তিক, সীতাকুণ্ডে পদ-গয়ায় পিণ্ডদানান্তে।

লবণাখ্য কুণ্ড দর্শনে। *

৬৪ নং।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল আড় কাওয়ালী।

(সম্বর ওরূপ কমল-আঁখি) দাশরথি।

আমি লবণাখ্য নেহারিলাম চট্টলে।
লবণাক্ত নীর কুণ্ডে উথলে, তার উত্তরে
সুড়ঙ্গ-পথে সতত অনল জ্বলে। ১
আছে হেথা পঞ্চ কুণ্ড, লবণাখ্য মার্ত্তণ্ড,
সোমকুণ্ড অনাবৃত ভূতলে।
মন্দির হইয়া চির, কুণ্ড লুপ্ত বিরিঞ্চির,
হরিকুণ্ড হেরে না প্রায় সকলে।
কুণ্ড-সলিলে, স্নান করিলে, পায় প্রাণান্তে
শিবত্ব সবে বারাহীতন্ত্রে বলে। ২
ভাসি আনন্দাশ্রু-ধারায়, হেরিয়া সহস্র ধারায়,
ভীম ধরাধরপাত সলিলে।
বোম্ বোম্ শব্দ হ'লে, বেগে পড়ে ধরাতলে,
মুক্ত নর সে নীর পরশিলে।
নিরখি বর্ণ, রজত বিবর্ণ, শোভে কৃষ্ণ বর্ণ
গিরি-গাত্রে যেন হরিহর মিলে। ৩
ওই অদ্রি-অঙ্গে অগ্নি জ্বলে, কেহ গুরুধনী বলে,
কেহ তায় ডাকে তপানল বলে।

---

* ১৩০৪। ২৫ কার্ত্তিক।

সহ ঘৃত বিল্বপাত, প্রদান করি, প্রণিপাত
করে, দণ্ড সম দর্শক সকলে।
ভব-মহিমা প্রভাব অসীমা, হেরে পাষণ্ডমতি
রামের পাষাণ হৃদয় গলে। ৪

বাড়ব কুণ্ড দর্শনে। *

৬৫ নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) মধুকাণ।

মন্দিরে আগুন জলে জ্বলে।
বাসনা নেহারি সদা এ অনল জলে। ১
অদ্ভুত ভূতলে, নিরখি চট্টলে, বাড়ব অনলে,
ভূধর-কোলে। ২
প্রজ্বলিত অনল, নিভে যায় জলে,
কি আশ্চর্য্য জলে অনল জ্বলে,
ভব! তব কৃপায়, অসম্ভব সম্ভব পায়,
কেহ বিদ্যুৎপাতে ত্রাণ পায়, প্রাণ পায় গরলে। ৩
কুণ্ডের সলিলে, অনল জ্বলে,
স্নান করে সবে সে কুণ্ড-জলে,
সঘৃত শ্রীফলপাত, প্রদানে প্রণিপাত,
স্তুতি করে জোড় হাত হয়ে, অনলে। ৪

---

* ১৩০৪। ২৬ কার্ত্তিক।

বামে মঠে পঞ্চবক্ত্র বাড়বেশ
নবরত্ন গৃহে বিরাজে বক্রেশ,
রাম সদা স্মর, ক্ষেত্র ক্ষেত্রেশ্বর,
কালভৈরব হের, রাজে ভূতলে। ৫০

ক্রমদীশ্বর শম্ভুনাথ দর্শনে। *

৬৬ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী বা ঠুংরি।

(ওমা তুমি কার প্রাণপ্রতিমা) সুরে।

পদে প্রণাম করি হে শম্ভুনাথ।
বিরূপাক্ষ চন্দ্রনাথ।
যার উত্তরে চম্পকারণ্য, পূর্ব্বে মন্দাকিনী,
(রয়) শেষে ব্যাসকুণ্ড দক্ষে বাড়ব-অগিনি,
এই পঞ্চক্রোশ গিরি, সম বারাণসী পুরী,
আছে কোটি লিঙ্গ গঙ্গা মণিকর্ণিকারূপিণী,
চূড়ায় চন্দ্রশেখরেশ, বিরূপাক্ষ লিঙ্গেশ,
আন সুন্দর শেখরে বিরাজেন আপনি,
বায়ু পর্ব্বতে শম্ভু, শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভূ,
আছ অষ্টমূর্ত্তি শক্তি সহ ভুবন বিখ্যাত। ১
ওই গিরি-কক্ষে জ্বলে অগ্নি অতি বিচিত্র,
কেহ জ্যোতির্ম্ময় কহে, কেহ অগ্নি শিবনেত্র,

---

* ১৩০৪। ২৯ কার্ত্তিক, ৮ চন্দ্রশেখর হইতে বিদায় দিনে।

নিম্নে সীতাকুণ্ডচয়, আহা পাইয়াছে লয়,
আছে চিহ্নমাত্র দেখে নেত্রে হয় অশ্রুপাত,
ব্যাসকুণ্ড সমীপে, বটুভৈরব রূপে,
রয় তরুবর-তলে তার, করে লোষ্ট্রপাত।
ওই কুণ্ডের তীরে, সতী বাহু পড়ে
পীঠ অব্যক্তরূপিণী দেবী ভবানী সাক্ষাত। ২
তব ক্ষেত্রোত্তর পূর্ব্বে গহ্বরে গভীর,
আছে পদগয়া ক্ষেত্র মন্মথ নদ তীর,
তন্ত্র পুরাণে বিধান, পিণ্ড করিলে প্রদান,
পায় পিতৃকুল হরিহর সহিত সাক্ষাত।
তার পূরবে প্রয়াগ, নরে করি অনুরাগ,
হয় স্বর্গবাসী কেশরাশি করে যদি পাত। ৩
শোভে নানা তরু ফল ফুলে রম্য গিরিবর,
কত ঝরে প্রস্রবণ কোথা জ্বলে বৈশ্বানর,
হেন প্রিয়দরশন, গিরি না হেরি কখন,
চারু তরুরাজিপূর্ণ কত ভীষণ কন্দর।
রামে করুণা কর, শম্ভো ক্রমদীশ্বর,
তার তব ক্ষেত্রে হয় যেন পাপ তনু পাত। ৪

তীর্থদর্শন ও প্রার্থনা।

৬৭ নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল যৎ।

অযোধ্যা মথুরা মায়া (হরিদ্বার) কাশীধাম ;
কুরুক্ষেত্র বিন্ধ্যাচল, বৈদ্যনাথ ব্রজগ্রাম। ১
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূত প্রয়াগ পুষ্কর ;
গয়াক্ষেত্র, জগন্নাথ, কামাখ্যা, চন্দ্রশেখর। ২
বিরজা, বরাহদেব, বৈতরিণী, বিন্দুসর ;
একাম্র, ভুবনেশ্বর—খণ্ডাদ্রি, তারকেশ্বর। ৩
সাগরসঙ্গম, সিন্ধু, শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ;
মা ভবানী কালিকাপীঠ, রঘুনাথ মাদাদ্বীপ। ৪
গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ রাধারমণ ;
রাধাকান্তে হেরি ক্ষেত্রে, বিনা সে ব্রজমোহন। ৫
পূতাত্মা গৌরসুন্দরে, হয়ে যিনি কৃপাবান্ ;
ব্রজধামে বৃন্দাবনে পুলিনেতে অধিষ্ঠান। ৬
পতিতপাবনী গঙ্গা, পুণ্যতোয়া সরস্বতী ;
সরযূ, যমুনা, ফল্গু, হয় যেন সদা স্মৃতি। ৭
আশা অবন্তী দর্শনে, বাঞ্ছা কাঞ্চিপুরে হেরি ;
কৃপা করি কিঙ্করের কামনা পূরাও হরি। ৮
ত্র্যম্বক নাসিক আর, প্রভাস, দ্বারকাপুরী ;
পূতনীরা গোদাবরী, কৃষ্ণা, নর্ম্মদা, কাবেরী। ৯
তীর্থ নৈমিষ কানন, সেতুবন্ধ, চিত্রকূটে ;
হেরি হরি ! তব পদে এ মিনতি করপুটে। ১০

সাঙ্গ যবে হবে ভবরঙ্গভূমে নাট্যগীত ;
চিত্তে তব মূর্ত্তি হেরি, হয় নেত্র নিমীলিত। ১১
পিতা মম মৃত্যুঞ্জয়, জয় দুর্গা জননীর
পাদপদ্ম স্মরি যেন, বহে অন্ত আঁখি-নীর। ১২
চরমে পরম পদে, এই ভিক্ষা ভগবান্ ;
পূত গঙ্গা-তীরে নীরে, যায় যেন মম প্রাণ। ১৩
বলিতে বলিতে মুখে, হরেকৃষ্ণ হরিনাম ;
হে ত্রিভঙ্গ ! এ পাপাঙ্গ অন্তে যেন ত্যজে রাম। ১৪

পীঠমালা।

(যে স্থানে যে অঙ্গ পাত হয়)।

৬৮ নং।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল আড় কাওয়ালী।

(সম্বর ওরূপ কমল-আঁখি) সুরে।

হের গতপ্রাণ সতীদেহ পরিণাম
নয়ন-অভিরাম, স্মর অবিরাম,
যাহা পড়িয়া একান্নখণ্ডে, খ্যাত ক্ষেত্রতীর্থ ধাম। ১
(পড়ে) ব্রহ্মরন্ধ্র হিঙ্গুলায়, তিন চক্ষু শর্করায়,
জ্বালামুখী জ্বলে জিহ্বা অবিরাম।
সুনন্দা ধন্য নাসিকায়, ঊর্দ্ধোষ্ঠ ভৈরব গিরিকায়,
অট্টহাসে অধরোষ্ঠ সুললাম।

---

* যে সকল তীর্থক্ষেত্র দর্শন ঘটিয়াছে, তাহা মানসে দর্শন প্রার্থনা করা হইল। যাহা দর্শনাবশেষ আছে তাহা দর্শন কামনা করা গেল।

প্রভাসে উদর, চিবুক মনোহর,
পড়ে জনস্থানে, যথা যোগী জনে হন পূর্ণকাম। ২—৮
পূত গোদাবরী-তীরে, সতী-বামগণ্ড পড়ে,
দক্ষ গণ্ড গণ্ডকীতে কি সুঠাম।
কর্ণদ্বয় কর্ণাটে, পড়ে করতোয়া-তটে,
তল্প তথা ব্যক্ত ভবানীপুর ধাম।
দক্ষ তল্প টুটে, পড়ে শ্রীকূটে,
আর শুচিতে পঞ্চসাগরে ঊর্দ্ধ অধঃ দন্তদাম। ২—১৫
পড়ে বৃন্দাবনে কেশরাশি, কিরীটে কিরীট খসি,
কণ্ঠ কাশ্মীরে, নলা নলহাটী গ্রাম।
রত্নাবলী দক্ষস্কন্ধ, মিথিলায় বামস্কন্ধ,
শ্রীশৈলে গ্রীবা দক্ষভুজ চট্টগ্রাম।
ভুজার্দ্ধ শেষে, পড়ে মানসে,
খসে কনুই উজানী মণিবন্ধে মণিবন্ধগ্রাম। ৩—২৬
পাত প্রয়াগে দশ অঙ্গুলি, বাহুলায় বাম বাহু-বল্লি, *
জালন্ধরে পয়োধর পীন প্রথম।
রামগিরিতে অন্য স্তন, বৈদ্যনাথে হৃদি স্থান,
নাভীপদ্ম উৎকলে পুরুষোত্তম।
কাঞ্চীতে কঙ্কাল, নিতম্ব বিশাল,
দক্ষিণে কাল মাধবে, নর্ম্মদায় নিতম্ব বাম। ৪—৩৫
মহামুদ্রা কামরূপে, ব্যক্ত মহাপীঠ'রূপে,
জানু জঙ্ঘা নেপাল জয়ন্তী গ্রাম।

---

* চূড়ামণি তন্ত্রে করবীর উল্লেখ আছে।

দক্ষ পদের চার অঙ্গুলি, কালীঘাটে যথা কালী,
দক্ষ পদাঙ্গুলি পড়ে ক্ষীর গ্রাম।
দক্ষিণ চরণ, ত্রিপুরায় পতন,
ঐ পদগুল্‌ফ কুরুক্ষেত্রে মন! বক্রেশ্বর ধাম। ৫—৪৩
(পড়ে) যশোহরে পাণিপদ্ম, ত্রিস্রোতায় বাম পদ,
হার নন্দীপুরে, কুণ্ডল কাশীধাম।
কন্যাশ্রমে পড়ে পৃষ্ঠ, লঙ্কায় নূপুর শ্রেষ্ঠ,
বিভাসকে পড়িয়াছে গুল্‌ফ বাম।
জিনিয়া হিঙ্গুল বর্ণ পদাঙ্গুল,
মার! পতিত বিরাটে, পীঠে হেরে ধন্য হও রাম। ৬—৫১

(সতীর যে যে অঙ্গ পতিত হওয়ায় যে শক্তি ও
ভৈরব আবির্ভূত হন)।

৬৯ নং।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট।—তাল ঝাঁপতাল।

(অন্তে পদ প্রান্তে মোরে রেখো মা সুরধুনী) দাশরথি।

হবে পুণ্য হ’রে ধন্য হেরে শঙ্করী হরে।
তারিতে জীব, শিবাশিব দোঁহে মরতে বিহরে। ১
লীলা আশে পিতাবাসে আসিয়া পিতা-মখে,
ত্যজে প্রাণ সতী, পতি-নিন্দা শুনি পিতা-মুখে,
শিবে শব হেরি কেশব চক্রে ছেদ করে। ২
ব্রহ্মরন্ধ্র হলে পতন, কোট্টবী ভীমলোচন,
ত্রিনেত্রে মহিষমর্দ্দিনী ক্রোধীশ বিহরে।

জিহ্বায় সিদ্ধিদাদেবী ভৈরব উন্মত্ত নাম,
নাসায় ত্র্যম্বক শক্তি সুনন্দা সুগন্ধা ধাম,
ওষ্ঠে মহাদেবী লম্বকর্ণ ভূধরে। ৩ *
অধরে ফুল্লরা ভব, বিশ্বেশ নামে ভৈরব,
বক্রতুণ্ড চন্দ্রভাগাদেবী উদরে।
সর্ব্বসিদ্ধি ভৈরব চিবুকে দেবী চিবুকা,
বাম গাণ্ডপাতে দণ্ডপাণি বিশ্বমাতৃকা,
গণ্ডকীচণ্ডী আন গণ্ডে চক্রপাণি হরে। ৪

---

* ভৈরবী পর্ব্বত।

এই পীঠমালা বেদব্যাস, (১২৯৮। ২৬৬ পৃঃ) তন্ত্রচূড়ামণি ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা দৃষ্টে লিখিত হইল। কিন্তু গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, বেদব্যাস, রায় গুণাকর কৃত অন্নদামঙ্গল ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় কর্ত্তৃক তন্ত্রচূড়ামণির বঙ্গানুবাদ কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। যথা চন্দ্রচূড়ামণির দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত আছে করবীরে ত্রিনেত্র পতিত হয়। গুপ্তপ্রেসে ও অন্নদামঙ্গলে শর্করায় ত্রিনেত্র পাতের উল্লেখ দেখা যায়।

উক্ত তন্ত্রের নবম শ্লোকে লিখিত আছে ভুজার্দ্ধ মানবে পতিত হয়, কিন্তু গুপ্তপ্রেসে ও বেদব্যাসে ভুজার্দ্ধ মানসে পতিত হয় উল্লেখ আছে।

উক্ত তন্ত্রের ১১। ৪০। ৪১ শ্লোকে গণ্ডকীতে ও গোদাবরীতে দক্ষিণ গণ্ডপাত হয় লিখিত আছে, বাম গণ্ড কোথায় পড়ে উল্লেখ নাই এবং গণ্ডও তিনটী হইতে পারে না।

কথিত তন্ত্রের ২৫। ৩৬। ৩৭ শ্লোকে কুরুক্ষেত্রে, শ্রীপর্ব্বতে ও বিভাসকে গুল্ফ পাত হয় লিখিত আছে, কিন্তু গুল্ফও তিনটী থাকিতে পারে না। শ্রীকূটে দক্ষ তল্প স্থলে মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ গুল্ফ মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। অনুবাদে "তল্পের অর্থ শয্যা, এ স্থলে পরিধেয় উত্তরীয় বস্ত্র অথবা আসন বুঝিতে হইবে" লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বকোষে তল্পনং অর্থ পৃষ্ঠাস্থির মাংস (পিঠের দাঁড়ার মাংস) বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহাই সঙ্গত বোধ হয়। যেহেতু

ঊর্দ্ধদন্তে নারায়ণী, সংহার ভৈরব শুনি,
অধোদন্তে মহারুদ্র বারাহী বিহরে।
দক্ষ তল্পে শ্রীসুন্দরী ভৈরব সে সুনন্দ,
কর্ণে জয়দুর্গাদেবী ক্রোধীশ কর্ণাট-আনন্দ,
বাম তল্পে বামন অপর্ণা ভবানীপুরে। ৫
কিরীটে সম্বর্ত্ত বিমলা, কেশে উমা ভূতেশ ভোলা,
গ্রীবা মহালক্ষ্মী সম্বরানন্দ বিচরে।
যোগেশ কালিকা নলায় ভগবতী ত্রিসন্ধ্যেশ্বরে,
নামে খ্যাত দেব দেবীকণ্ঠ পাতে কাশ্মীরে,
কাঁধে কুমারী শিব মহাদেবী মহোদরে। ৬
চন্দ্রশেখর চট্টলে, হস্তার্দ্ধে ভবানী বলে,
অপরার্দ্ধে দাক্ষায়ণী ভৈরব অমরে।
কনুয়ে কপিলাম্বর মঙ্গলচণ্ডী দেবী নাম,
মণিবন্ধে মা গায়ত্রী সর্ব্বানন্দ গুণধাম।
ললিতাভব পতনে দশ অঙ্গুলি করে। ৭

শিব যখন সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করেন, তখন যে বিছানা বালিশ আসনাদি সহকারে শবদেহ কাঁধে তুলিয়া লইয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই তল্প করতোয়া-তটে পাত হয়, দেবী অপর্ণা ভৈরব বামন নামে খ্যাত। ইহাই বিখ্যাত ভবানীপুরে ভবানী দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধা। দক্ষিণাংশ শ্রীপর্ব্বতে পতিত হওয়া মতান্তরে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাই পরিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়।

জনস্থানে চিবুকপাত স্থলে তন্ত্রচূড়ামণির বঙ্গানুবাদকার বলেন, "চিবুক দেশে জল স্থলে চিবুক পাত হইয়াছে।" ইহা যে ভ্রমপূর্ণ তাহা সহজেই অনুমেয়।

বাম বাহু বাহুলাখ্যা, ভীরুক ভৈরব আখ্যা,
ত্রিপুরমালিনী ভীষণ এক পয়োধরে।
আনে শিবানী চণ্ড জয়দুর্গা বৈদ্যনাথ,
হৃদয়ে ; উৎকলে নাভী বিমলা শ্রীজগন্নাথ,
রুরুদেব গর্ভাদেবী কঙ্কাল উরে।৮
পড়িয়া দক্ষ নিতম্ব, দেবী কালী অসিতাঙ্গ,
বামে ভদ্রসেন নাম নর্ম্মদা ধরে।
মহামুদ্রা কামাখ্যা মা ভৈরব উমানন্দ,
আসে অমরে যথা মরে পায় পরম আনন্দ,
জানু যুগে মহামায়া কপালী শঙ্করে। ৯
জয়ন্তী সর্ব্বানন্দকরী, ক্রমদীশ্বর নাম ধরি,
ব্যোমকেশ ভৈরব জঙ্ঘায় জয়ন্তী নগরে।
ত্রিপুরেশ ত্রিপুরাদেবী দক্ষিণ পদে তিষ্ঠে,
ক্ষীর কণ্ঠ যোগাদ্যা দক্ষিণ পদ অঙ্গুষ্ঠে,
আন চতুষ্টয়ে কালী নকুলেশ্বরে। ১০
দক্ষ গুল্‌ফে অশ্বনাথ স্থাণু মনে বক্রনাথ,
দেবী মহিষমর্দ্দিনী পাণি যশোরে।
চণ্ড যশোরেশ্বরী কুণ্ডলে কাল বিশালাক্ষী,
পৃষ্ঠে সর্ব্বাণী নিমেষ নূপুরে মা ইন্দ্রাক্ষী,
রাক্ষসেশ্বর ভৈরব সে লঙ্কাপুরে। ১১

আবার রায়গুণাকর মহাশয় স্বরচিত অন্নদামঙ্গলে অন্যান্য পীঠগুলি বাদ দিয়া প্রয়াগে দশ অঙ্গুলিপাতে দশটী পীঠ সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৫১ পীঠ পূরণ করিয়াছেন। অন্নদামঙ্গল ৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ঐ সকল ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থাবলম্বনে রচিত সঙ্গীত যে অভ্রান্ত হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না, তবে যথাসাধ্য সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়াছি।

অমৃত অম্বিকা বলি, খ্যাত বাম পদাঙ্গুলি,
গুল্‌ফে কপালিনী সর্ব্বানন্দ বিহরে।
বাম পদে ভ্রামরী ঈশ্বর হারে নন্দিনী নন্দিকেশ,
পরশনে তরে পাতকী দর্শনে পুণ্য অশেষ,
হেররে হবে না রাম, জনম জঠরে। ১২।

মনের প্রতি উপদেশ, অনুতাপ ও প্রার্থনা।

৭০ নং।

রাগিণী সুরট।—তাল একতালা।

(মুনি ঐ ভয় মম মানসে) দাশরথি।

সুধা বল রে মিলে কোথায়।
আছে সুরালয়, পুরাণে কয়,
শুনি সিন্ধু, শশধরে, রমণী-অধরে,
বিষধরে ধরে জিহ্বায়। ১
সিন্ধুনীর ক্ষার হ'ত কি তা হলে,
যেত কি জীবন ফণি-হলাহলে,
শশী ক্ষীণ পতিহীন নারীদলে,
দেখিতে কি কভু হায়। ২
স্বর্গ যদি হ'ত সুধানিকেতন,
সুরালয়বাসী জীবের পতন,
হইত না আর জন্মের মতন,
আসিত না এ ধরায়। ৩

সাধুকণ্ঠে সুধা আছে সুনিশ্চয়,
সাধুপদে রাম লও রে আশ্রয়,
হরিনামসুধা পান কর সদায়,
পরিহরি বাসনায়। ৪

---

৭১ নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল একতালা।

(কার প্রাণ নাশন, করিবি রে ভাই শোন) দাশরথি।

সর্ব্ব পাপ হর, অনুতাপ কর,
স্মর সদা হর-হৃদি-নিধি ধনে।
(তবু) বেদের বচন, করিয়া পালন,
কর আচরণ ব্রত চান্দ্রায়ণে। ১ *
পঞ্চযজ্ঞ † কর সংসারিনিকর,
সাধু সাধুপদ সঙ্গ সেবা কর,
পর-পরিবাদ নিন্দা পরিহর, নিরন্তর—
অন্তে হরি বোলে মর, ছোঁবে না শমনে। ২
অশেষ কলুষ হরিনামে হরে,
অশেষ পাতকী হরিনামে তরে,
তবু ব্রত উপবাস করে নরে, তরিবারে—
ভ্রান্ত রাম তার অন্ত জানিবে কেমনে। ৩

---

* চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে ১০৩২। ১৭ শ্রাবণ রচিত হয়।

† পঞ্চযজ্ঞ এই গ্রন্থে নং ৭৬ "গত যে দিন সংসারে রহিলে কি লজ্জায়" গানের টীকায় দেখ।

৭২ নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল মধ্যমান।

(কোন গুণে আর কর রে গুণ গুণ) মধুকাণ।

যে যাতনা সে জঠর-বাসে তা কি ভুলেছ মন।
শিব-শক্তি গীতা পাঠে কর আরবার স্মরণ। ১
জরায়ু-বেষ্টিত হয়ে, অধঃশিরে সদা রয়ে,
কৃমিকীট দংশন সয়ে, কাতরে করেছ রোদন। ২
অনুতাপে আপনাকে দিয়াছিলে ধিক্,
পেয়ে কুম্ভীপাক-বাস-ক্লেশ সমধিক,
শ্লেষ্মা-শোণিতময়, পূতিগন্ধ সে গর্ভাশয়
বাসের যাতনা না সয়, নাশ হয় ভূমে পড়ে চেতন। ৩
এ যাতনা এড়াইতে আছে এক উপায়।
হও তত্ত্বজ্ঞানী রাম, মজ হরি-পায়,
ঘুচিবে যমযাতনা, আর আসিতে হবে না,
জ্ঞানানলে পোড়াও না, শুভাশুভ কর্ম্ম-বন্ধন। ৪

---

৭৩ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল তেওট।

(বড় সুমঙ্গল শুন কমলিনি আজ) গোবিন্দ অধিকারী।

সদা গোবিন্দ-পদারবিন্দ ভাব মন।
জীবনান্তে কৃতান্তে না লবে কখন। ১
কর্ম্মক্ষেত্রে কিসের তরে, আসিলে ভাব অন্তরে।
ডাক তাঁরে সকাতরে, রবে না ভববন্ধন। ২

জরায় গ্রাসিল দেহ, প্রাণান্তে আর নাই সন্দেহ,
শ্রীপদে রাম মন দেহ, ঘুচিবে গমনাগমন। ৩ *

---

৭৪ নং।

রাগিণী পূরবী।—তাল আড়া।

(দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন) সুরে।

শান্তিহীন মনে সুখ হয় কি দ্বিতল-বাসে।
বিগত বাসনা বিনা বিমল সুখ না আসে। ১
জরায় দেহ যার জীর্ণ, জীবনের অপরাহ্ণ,
বাস উচিত অরণ্য, ভজিতে সে পীতবাসে। ২
পরাণপুতলী যারা, ক্রমশ গতাসু তারা,
স্মরিতে নয়নে ধারা, বহে সদা শোকাবেশে। ৩
অদূরে যার শমন, রয় কি সুখে তার মন,
রাজাজ্ঞায় বধ্য জন, চায় কি ভোগ-বিলাসে। ৪
যে জন কুটীরবাসী, সৌধবাসপ্রয়াসী,
সৌধবাসী অভিলাষী, চারু সপ্ততল-বাসে।
বিনা বাসনা বিরাম, শান্তি না পাইবে রাম,
কৃষ্ণ বল অবিরাম, থাকিতে রসনা বশে। ৫ †

---

* ১৩০৩। ১৬ বৈশাখ, বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা প্রাঙ্গণে স্বপ্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন দিনে।

† ১৩০৩ সালের বৈশাখ নব দ্বিতলগৃহে প্রবেশ দিনে।

৭৫ নং।

রাগিণী ইমন।—তাল কাওয়ালী।

(দেখে হায় খেদে হাসি পায়, অথবা
তুমি একজন অখিলের ধন) দাশরথি।

তুমি কর কার শোকে হাহাকার।
জন্মিলে মরণ ধ্রুব এই বিধি বিধাতার।
কে তব আপন ভবে তুমি বা আপন কার।
যেক্ষণে জনমে জীব, অনিত্যতা কোলে লয়
পরে তারে কোলে করে, ধাত্রীমাতা বন্ধুচয়
বাড়ে যত, হয় তত, মৃত্যুপথে আগুসার। ২
বধ্যভূমে বধ্যক্রমে ক্রমে যত পদ যায়,
ততই নিধন তার ক্রমে নিকটে ঘনায়,
সেই মত দিন যত হয় গত জীবনের,
যাইতেছে জীব তত সন্নিহিত মরণের,
করিবে করালকালে, কালে সবারে সংহার। ৩
কাঠে কাঠে যথা ঠেকাঠেকি হয় সিন্ধুনীরে,
ভবার্ণবে জীবে জীবে দেখা দেখি তেমনি রে,
কোথা হ'তে আসে কাল—স্রোতে ভেসে কোথা যায়,
পূর্ণ কাল হ'লে কার পানে কেহ নাহি চায়,
পরিণাম ভেবে রাম, হরিপদ কর সার। ৪

৭৬ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল তেতালা।

(চল রে মন হরিপদে লইগে শরণ.) সুরে।

গত যে দিন সংসারে রহিলে কি লজ্জায়।
ভাব সে রমেশে, বিধি ভব ভাবে যায়। ১
জঠরযাতনা যত পাইয়া পদে পদে,
বলেছিলে ভবে এলে ভজিবে হরিপদে,
ম'জে অসার সম্পদে, রত ষড় অরি-পদে,
সে কথা শ্রীপদে কই রাখিলে বজায়। ২
গৃহী হয়ে না করিলে পঞ্চযজ্ঞ * আয়োজন,
বৃথায় ভোজনে সার সংসারে কি প্রয়োজন,
পরিহরি পরিজন, চল কাননে বিজন,
গোবিন্দে কর ভজন, ত্রাণ পাবে যায়। ৩
চল চিত্রকূটে আর হের নৈমিষ কাননে
পবিত্র পুরাণ কথা ব্যক্ত যথা সূতাননে।
চল রে পুরী দ্বারকায়, নিরখি শ্যাম নিরদকায়,
রাম তোর এ কলুষ কায়, ত্যজে প্রাণ যে যায়। ৪

---

* পঞ্চ যজ্ঞ যথা।—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥

অধ্যাপনকে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেবযজ্ঞ, বলিকে ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসৎকারকে নৃযজ্ঞ, কহে। বলি বিশ্বব্যাপক প্রাণিদিগকে অন্ন প্রদান। যেহেতু গৃহীই জীবসমূহের আশ্রয় স্বরূপ, সুতরাং সকলকে আহার না দিয়া স্বয়ং ভোজন করা গৃহীর পক্ষে উচিত নয়। তজ্জন্যই বলির ব্যবস্থা।

৭৭ নং।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল মধ্যমান ঠেকা।

(এই বেলা দেখা দে গোপাল) মধুকাণ।

এই দেহের এত অহঙ্কার,
প্রাণান্তে পচিবে কিম্বা হবে ছারখার। ১
শৈশবে শয্যায় লীন, স্থবিরেও পরাধীন,
মল মূত্র রেত রক্ত কৃমির আধার। ২
জীবনাশে জীবন আশে করে কুমন্ত্রণা। (কত)
পায় পরলোকে পাপী নরক যন্ত্রণা। (যত)
এই তনু পুষ্টিতরে, করি পাপ অকাতরে,
অন্তিমে কাঁদে কাতরে, করে হাহাকার। ৩
দুঃখ হবে দেহে ভেবে, লওনা শ্মশানে শবে,
জান শব হ'তে হবে জীবন অবসানে সবে।
রাম কর শবের সৎকার, কভু মন্দ কর না কার,
আঁখি মুদিলে অন্ধকার, সব ফক্কিকার। ৪

---

৭৮ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

(মা সুরধুনী, জগত-জননী, শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি গঙ্গে) নীলকণ্ঠ।

এক জ্ঞানেন্দ্রিয়, সাধে যার অপ্রিয়,
তার নাহি শ্রেয়, ঘটে অকল্যাণ।
নয় দুএকটী, আমার যে পাঁচটী,
সদা মন্দগতি, কিসে হবে ত্রাণ। ১

লোচন লোলুপ পরনারী-রূপে,
শুন্‌তে রত শ্রুতি অসৎ আলাপে,
সুরাবাস ভালবাসে নাসাকূপে ;
জিহ্বা বিষে, ত্বকে নারীসঙ্গ চান। ২
বদ্ধ মৃগ মীণ শ্রুতি-জিহ্বা-দোষে,
গন্ধ আশে ভৃঙ্গ, মাতঙ্গ পরশে,
দর্শনে অনলে পতঙ্গ প্রবেশে,
প্রাণনাশ হেতু সবাই প্রধান। ৩
কর রাম, কৃষ্ণনাম-সুধা-পান,
দেখ কৃষ্ণরূপ শুন কৃষ্ণগান
লও নাসাপুটে কৃষ্ণ-তনু-ঘ্রাণ
মাখ রজ ত্বকে—দিবা অবসান। ৪

---

৭৯ নং।

রাগিণী ললিত।—তাল আড় কাওয়ালী।
(প্রেমরতন কি সহজ মিলয়) কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ।

ধর্ম্ম সাধন সহজে কি হয়,
চাহি সদাহার, সদাচার, বাহ্যান্তর শুচিময়। ১
হও সরল প্রাণ, কহ সৎ বুলি,
দেহ বিষয় সহ বাসনা বলি,
কর রিপু ছয়, পরাজয়, শিখ সাধন-চতুষ্টয়। ২ *

---

* সাধন-চতুষ্টয় যথা ;—

১। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত বস্তু অনিত্য এই জ্ঞান।

স্বর্ণ না গ'লে অনল-তাপে,
দেখা পায় না কভু কিরীটী রূপে,
গুঞ্জা সহিত তুলিত, পরে সম্রাট্‌-শিরে রয়। ৩
অভিমানহীন না হইলে,
কেহ কৃষ্ণ না পায় শুধু ডাকিলে,
হীন অনুষ্ঠান, কিসে ত্রাণ, পাবে ভাবে রামজয়। ৪

---

৮৭০ নং।

রাগিণী ললিত।—তাল আড় কাওয়ালী।
(প্রেমরতন কি সহজে মিলয়) কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ।

সাধনের ধন সাধিলে পাওয়া যায়,
হও একাগ্র, সব্যগ্র, ভাব ভব ভাবেন যায়। ১
হইলে দীক্ষা শিক্ষা অভ্যাস জ্ঞান,
বিঁধে সুধান্নুকি তাঁর লক্ষ্য স্থান,
সে কি পায় কানাই, যার নাই,
লক্ষ্য কেন আসে যায়। ২
দেখ লক্ষ্যবান্ মীনগণ উজায়,
আবার লক্ষ্যহীনে গজ ভেসে যায়,
স্মর ঈশ্বরে, সংসারে রাজর্ষি জনক প্রায়। ৩

২। ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ অর্থাৎ ঐহিক স্রক্ চন্দন ও বনিতাদিতে এবং পারত্রিক স্বর্গ সুখাদির বাসনারাহিত্য।

৩। শমদমাদি সম্পত্তি। অর্থাৎ শম, দম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, ধৃতি ও সমাধি।

৪। মুমুক্ষুত্ব (মুক্তির ইচ্ছা)।

হরি ভাব্‌লে না ভবে আসিয়ে,
শুধু চল্লে সংসার-স্রোতে ভাসিয়ে,
কেন আসিলাম, ভেবে রাম, কর হরি পদাশ্রয়। ৪

---

৮১ নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল ঠেকা।

(দেখিলাম তোমার জননী জনক) মধুকাণ।

রাম হতে নামের গুণ ভারি।
তাই ত্রিপুরারি,
সঘনে পঞ্চবদনে স্মরে দিবা বিভাবরী। ১
রাম-পদে পাষাণ মানবী, রামনাম সুধাস্রাবী,
ত্রাণ করে দেখ ভাবি, পাপী তাপী নর নারী। ২
অগণন কপিগণ, সহায়ে সিন্ধুবন্ধন
জানকী-উদ্ধার-তরে, করেন রঘুনন্দন।
বিষয়বাসনা ত্যজে, স্মরিলে রাম নামের তেজে,
পালায় ভয়ে ভানুজে, শুকায় ভবসিন্ধু-বারি। ৩
রামচন্দ্র ভবধনু ভঙ্গ করেছেন স্ববলে,
হয় ভবভয়ভঞ্জন যে জন রাম-নাম বলে,
রাম রক্ষধ্বংসকারী, নাম কলিকলুষহারী,
ভানুসুত-ভয়-নিবারী, রাম বল, রাম বদন ভরি। ৪

---

৮২ নং।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

(মুনি ঐ ভয় মম মানসে) দাশরথি।

হরির কৃপায় কে পায় অনায়াসে
পূর্ব্ব প্রাক্তনের কর্ম্মবশে, পূত তীর্থ-বিপণিতে
তপোরূপ মূলেতে, কেনা যায় হৃষীকেশে। ১
অর্থে কি সামর্থ্যে বেদশাস্ত্রাভ্যাসে,
ঐশ্বর্য্য বা রূপগুণ বুদ্ধিবশে,
পরাক্রম প্রভাবে সুলভ নহে সে প্রীত শুধু ভাবাবেশে। ২
বিনা চিতশুদ্ধি জয় ইন্দ্রিয়চয়, দম দান, দয়া সাধনচতুষ্টয়, *
নাহি পাওয়া যায়, দৃঢ় তপস্যায়, যোগে যাগে কায়ক্লেশে ;—
জ্ঞানভক্তিহীন দ্বিজাধম রাম, হইয়া নিষ্কাম, বল অবিরাম,
অমল অন্তরে হরে কৃষ্ণ নাম, পূর্ণকাম হবে শেষে। ৩

---

৮৩ নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

(বাতাও এ সখি কোন গলিমে গিয়া মোর শ্যাম) সুরে।

ওরে পরাণ ভরি হরি হরি বল রসনা।
ত্যজ মন বিষয়বাসনা। ১
বিষয়-বিষ-পানে, জ্বলি নিশিদিনে,
তবু ত বাসনা গেল না। ২

---

* ৭৯নং গানের নিম্নস্থ টীকা দেখুন।

অখিলের গতি, হরি-পদে মতি,
কর রে ছাড়িয়া ছলনা। ৩
অবসান দিবা, কর রাম কিবা
শিয়রে শমন দেখ না। ৪

---

৮৪ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।
(এসে বিপিনে সই লো) সুরে।

আর ক'দিন মন রে ভবে রহিবে।
বিষয়বাসনা বল কবে বা ত্যজিবে।
কবে কৃষ্ণনামে আঁখি-আসার বহিবে। ১
দুর্ল্লভ নরজনম হারালে হেলায়ে,
এ চিতে অচ্যুত ভজ এই বেলায়ে,
দিন গত র'লে রত ব্যসনে খেলায়ে,
পরকালে পাপানলে নিরয়ে দহিবে। ২
হয়েছ স্থবির, জরা কত দিন জীবে,
আর কবে হবে দয়া যত দীন জীবে,
কবে রাম কৃষ্ণপদপঙ্কজে মজিবে,
জঠরযাতনা যায় আর না সহিবে। ৩

---

৮৫ নং।

রাগিণী কালেংড়া।—তাল ঢিমা তেতালা।
(কেরে বামা হর-হৃদি-পরে নগনা) কমলাকান্ত।

মজ মন মহিষমর্দ্দিনী মার পায়।
যে পদ স্মরণে সুরথ সমাধি সবে ত্রাণ পায়। ১

বেদে বলে ব্রহ্ম-শক্তি, পুরাণে কয় শিব-শক্তি,
ভজ সেই আদ্যাশক্তি, অন্তের উপায়। ২
দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, শঙ্করহৃদিবাসিনী,
কলুষনাশিনী ঈশানী, নরে ধ্যানে না পায়।
তেয়াগিয়া অর্থ কাম, অবিরাম হৃদে রাম,
জপ জয়দুর্গা নাম, প্রতি অজপায়। ৩

---

৮৬ নং।

রাগিণী কালেংড়া।—তাল ঢিমা তেতালা।

(কেরে বামা হর-হৃদি-পরে নগনা) কমলাকান্ত।

শ্যাম শ্যামার কি মহিমা আছে চরণে।
শ্যামপদে উদ্ভব গঙ্গা শিরে ধরেন পঞ্চাননে।
পদে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, পরশে পাষাণ মানুষ,
দারু হেম, পেয়ে পরশ, চিন্ত সে চরণ মনে।
জিনি রক্ত কোকনদ, স্মর মন শ্যামা-পদ,
গতিপ্রদ, হরে আপদ, পদ-স্মরণ-গুণে।
যে পদ হৃদে ধরি শিব, হরেন জীবের অশিব,
ইহ পরে চাও শিব, হও রত রাম, পদ ধ্যানে।

সামাজিক।

বৃদ্ধা বনিতার বিয়োগে তৎস্বামীর খেদ।

৮৭ নং।

রাগিণী লুম ঝিঝিট।—তাল লপেটা আড় খেমটা।

(ভাব মন দিবানিশি) কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ।

না শুনে কারু কান্না, ঘর কন্না ফেলে গিন্নি যাচ্ছ চলে।
তোমার কামট হাঁড়ী, কাসুন বড়ী, গড়াগড়ী যায় ভূতলে।
যে হাঁড়ির একটী নিপাত, হলে দৈবাৎ
কেঁদে বুক ভাসা'তে জলে। ১
সাধের গহনা শাড়ী, টাকা কড়ী, বাসন বসন কারে দিলে,
ত্যজে তা সবের মায়া, শূন্য কায়া, সংন্যাসিনী কেন হ'লে। ২
(সকল ফেলে)
মৈয়ে খইচালা ডালা, হাঁড়ির মালা, কলসী থালা, সাজাইলে।
সে সকল রৈল পড়ে, চল্লে ছেড়ে, একটী শুধু সঙ্গে নিলে। ৩
(তাও শ্মশান-সীমায়)
পুরাণ ঘি তেতুল গুড়, রাখ্‌তে নিগূঢ়, যত্নে ঔষধ হবে বলে।
না হয় সে অষুধ খেয়ে, দুদিন রয়ে, যেও যাবার সময় হ'লে। ৪
(সঙ্গে নিয়ে)
আর কি ঔষধে বাঁচায়, চড়লে মাচায়, রাম কয় যমে ধরিলে,
যে কর্ত্তা আজ আমার সংসার, বল্‌ছে বারবার,
সে কর্ত্তাও কাল যাবে চলে। ৫
(গিন্নীর মত)
(একই স্থানে কর্ত্তা-গিন্নী যাবে চলে)।

নবীনা নারীর বিয়োগে নব্য বাবুর খেদ।

৮৮ নং।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।—তাল লপেটা আড়খেমটা।

(বক্ষের ধন মকরাক্ষ অমূল্য রতন) সুরে।

কার্‌পেট-কাঁটা ফেলে কোথা গেলে অঙ্গনে!
তোমার বোম্বাই শাটী, সাটিন বডী,
শ্যামেজ সুজ পড়ে অঙ্গনে। ১
অয়ি জীবনতোষিণি! কোথা সে দুর্গেশনন্দিনী,
যা পড়তে আপনি।
করে চটক, কাব্য নাটক, কে পড়্‌বে নিশি দিনে। ২
জীবনে একদিনের তরে, আদর করে রান্নাঘরে,
যেতে দি' নাই প্রাণ ধরে,
কোন প্রাণে রাখিলাম এখন,
আগুনে সোণার অঙ্গ নে। ৩

---

৮৯ নং।

রাগিণী আলিয়া।—তাল কাওয়ালী।

(আমি আছি মা তারিণি ঋণী তব পায়) দাশরথি।

নমি রমণীর মনি সে রমণী পায়,
হেরে যায় নরে জ্ঞান পায়।
করে পতি-গুরু-পদার্চ্চন, পতি-পদাম্বু-সেবন ;
পতির প্রসাদ বিনা নাহি খায়। ১

গতি-সীমা যার গৃহ-অঙ্গনে,
তীর্থ-ব্রজে পদ-ব্রজে, যায় অঙ্গনাগণে,
বর্ষে নীর শিরে ঘন গগনে,
শীতাতপ-ক্লেশ মনে না গণে,
করি পাক অন্ন ব্যঞ্জনে, তোষে অনুযাত্রী জনে,
নিজে ভোজনের ক্ষণ নাহি পায়। ২
কালে কি দেখিতে হ'ল রাম তোমার,
পতি পিতা শিক্ষাদাতা ছিল, দারা দুহিতার,
এখন দেখি সব বিপরীত তার।
দেখে, শিখেনা সুনীতি সুতা বনিতার,
বল্‌তে দুখ হৃদে বাজে, গেহে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
শুধু সতী সুমতি নারীর কৃপায়। ৩

প্রাকৃতিক।

(ভূমিকম্প)।

৯০ নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালি।

(দেখ জলে দলে দলে মাছে করে খেলা) মতিরায়।

ভূমিকম্প হেরে হৃদ্‌কম্প সবাকার,
হয় শব কত, কত শবাকার। ১
গাত্র ভাসে নেত্রজলে, জয় কালী মা যান চলে,
দেখে খেদে কাঁদে মহারাজা রাজকুমার।
নাটোরবাসীর; নেত্রে বহে নীর,
স্মরি মার চারু মূর্ত্তি, রাজা রামকৃষ্ণের কীর্ত্তি।

লুপ্ত হেরি লিপ্ত সবে দেখিতে আঁধার,
রাজসাহীবাসী, নয় উদাসী, কত্তে হাহাকার। ২
কি বিপদ সর্ব্বনেশে, ঘটেছে আসাম প্রদেশে,
নর নারী গ্রাম প্রবেশে, গরাসে ধরার।
ফাটি ধরণী নাশিল প্রাণী, কামাখ্যামাতা-মন্দির,
হয়েছেরে ভগ্নশির, ভুবনেশ্বরী-মন্দির, গত নদ-মাঝার,
হয় নেত্রানন্দ উমানন্দ মন্দির বিদার। ৩
সুসংরাজ সহ সুত, যমদূত-কর-গত,
রংপুরে গোবিন্দলাল হয়েছে সংহার।
খাগড়া সহরে, বসি আহারে, মরে কত নর নারী,
উপরে দালান পড়ি, হায় পুলিন বাবুর বাড়ী ভীষণ ব্যাপার।
আছে বদ্ধশ্বাস, অন্ন গ্রাস, করে মুখে কার। ৪
বলিতে দুখ বাণী হারে, বিষম ক্ষতি বলিহারে,
ঘটেছে রাজ-আগারে, বলিহার-রাজার।
বিবিধবরণ, ঝোলে ঝাড় লণ্ঠন, সুন্দর নাটমন্দিরে,
হেরে মুনি মনোহরে, ইন্দ্রধনু-কান্তি-শোভা
বলিহারি যার।
কেনা অযুত টাকায়, ভূমি কাঁপায়, ভেঙ্গে চূরমার। ৫
অবনীর কণ্ঠহার, রাজধানী কোচ্‌বেহার,
স্বাধীন, ভারতরত্ন ভূপতি যাহার।
প্রাসাদ প্রচুর, পড়ে হইল চূর,
দশ লক্ষ, তিনকোটি টাকার আস্‌বাব মাটি
হেরে মহারাজ মগ্ন বিষাদে অপার।
সাঙ্গ ভবরঙ্গ, এডিকঙ্গ গত যমদ্বার। ৬

বোয়ালিয়ার দুঃখের কথা, কইতে প্রাণে পাই ব্যথা,
পড়িয়াছে যথা তথা ঘর বাড়ী সবার।
হায়! শ্যামাচরণ-নন্দিনী নিধন,
সনাতিনী, দাসী, জায়া, পাঁচুরাম ত্যজে কায়া,
ভর্ত্তা জন্য ভবের মায়া কাটায় জায়া তার।
রুগ্ন পতিরে ত্রাণ, করিতে প্রাণ, ত্যজে আপনার। ৭
শুনে প্রাণে পায় ত্রাস, কাঁপিল কাশী কৈলাস;
ছিল মনে যে বিশ্বাস, ঘুচিল এবার।
রাজধাণী বাঙ্গালার, দুর্দ্দশা অপার,
তেরশ চার ত্রিশা জৈষ্ঠি, ঈশ্বরের হ'ল কু-দৃষ্টি,
মহারিষ্টি ঘটিল বারবেলায় শনিবার,
রাম, পুরী বসে, শুনে শেষে, ত্যজে নেত্রাসার। ৮

(বিধাতার প্রতি)।

৯১ নং।

ললিত।

গন্ধহীন জাম্বুনদ তোমার বিগুণে,
সুনেত্র হরিণ বনচারী কিবা গুণে।
সুরসাল ইক্ষুদণ্ডে নাহি দিলে ফল;
অদাতায় ধনরাশি প্রদানে কি ফল।
সুগন্ধ চন্দনতরু হ'ল পুষ্পহীন,
বিদ্যাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতে কৈলে দীন।

কাঙ্গাল করিয়া কেন সৃজিলে দাতায়,
বিষাদে বিলাপী রাম সুধিলা ধাতায়।

স্বর-সৃষ্টি-বিষয়ে।

৯২ নং।

ললিত।

শিখীর সুস্বরে হয় ষড়জ উদ্ভব,
ধেনুর ধ্বনিতে সৃষ্টি হইল ঋষভ।
অজের আরাবে হ'ল গান্ধার জনম,
কোচবক কূজনেতে জনমে মধ্যম।
বাসন্তীয় কলকণ্ঠ কোকিলার রবে,
মধুর পঞ্চম স্বর পঞ্চম সম্ভবে।
ধৈবতের ধার্য্য শুনি কুঞ্জর-বৃংহিতি,
হয়ের হ্রেষায় হয় নিষাদ উৎপতি।

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে। *

৯৩ নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

ধরা দিনে অন্ধকার,
জীবনে হেরিনি কভু হেন চমৎকার। ১
দিবস দ্বিতীয় ভাগে, রাহুগ্রাসে ভানুরাগে,
ভীষণ গ্রহণ লাগে, হেরে জীবে করে চিৎকার। ২

---

* দেবীপুর, ১০ মাঘ, ১৩০৪।

দিবা-অন্ধ প্রাণিগণ, বিচরে হরষ-মন,
নিশা-অন্ধ অগণন, জীবকুল আকুল শবাকার।
মুক্ত হ'লে দিনকর দিবান্ধ প্রাণিনিকর,
না দেখিয়া অন্ধকার, জীবনান্ত প্রায় সবাকার। ৩
চোখে চসমা চায় গগনে, হেরিলাম নব্যগণে,
জানি না কি মনে গণে, নারী পানে আঁখি বা কার।
সিক্ত বাসযুক্ত শরীরে, স্নাত পূত গঙ্গানীরে,
সুযুবতী রমণীরে, হেরে বা কোন্ দুরাচার। ৪
মঙ্করে মধ্যাহ্ণ দিনে, রবিরে রাহু-বদনে,
হেরে করে হিন্দুগণে, হরিধ্বনিতে একাকার।
রত সবে স্নান তর্পণে কেহ শ্রাদ্ধে জপে দানে,
কেহ বা পুরশ্চরণে, রামের শুধু সার হাহাকার। ৫

চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষ্যে।

৯৪ নং।

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ।—তাল ঝাঁপতাল।

(ঝুলত ব্রজরাজ কুঞ্জন্ মে রাধাসনে) সুরে।

গগনে রাকাচাঁদ হেরে বিরহিণীরে বলে উহু।
ডাকিছে রসালে পিক কুহু কুহুহু কুহু কুহু। ১
চকিতে হইল হুলু হরিধ্বনি. মুহুর্মুহু,
গরাসে নিশীশে আসি রাহু উহুহু উহু উহু। ২

আঁধার হেরি যামিনী, হিন্দু পুরুষ কামিনী,
রমণীসহ কেহ, একক অবগাহে বহু,
জপ, দান, পিণ্ডদান করে গঙ্গাতীরে কেঁহু,
চরণে তার নমে রাম পাতি বাহু হু হু হু হু হু। ৩

বিবিধ।

গোধন।

৯৫ নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) মধুকাণ।

সেব গোপালে, আর গো-পালে,
যাহারা সে সত্ত্ব গুণে ত্রিভুবন পালে। ১
যারা পালে পালে, কুক্কুরেরে পালে,
তাদের গণি পশুপালে, যারা ধেনু না পালে। ২
অনেক গোপালে, অনেক গো পালে,
যারাবে গোপালে তাদের গোপালে,
যে জগত পালে, সে চরায় গো-পালে,
রাম পোড়াকপালে, ভজ গোপালে। ৩

শাল রেফারের দ্বন্দ্ব।

৯৬ নং।

রাগিণী জঙ্গলা।—তাল গড়খেমটা।

(বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের) সুরে।

ঘোর কলিতে দ্বন্দ্বে মাতে শাল রেফারে,
মরি.শাল রেফারে, রেফার শালে,
রেফার শালে, শাল রেফারে।
রেফার বলে শাল তুমি হয়েগেছ মেকি,
আমি ছুড়ি বুড়া যুব যুবতী সবারি গা ঢাকি। ১
(আমার আদর কত)
শাল বলে রেফার তুমি বড়াই কর কিসে,
কিন্মত কমি তাইতে তোমায় লয় লোক বিশেষে। ২
(আমার মান জান ত)
রেফার বলে জন্ম আমার হয় যে রাজার দেশে,
(তোমার) বিজিত দেশে জন্ম বলে কেহ না পরশে। ৩
(তা কি পাওনি দিশে)
শাল বলে কি বলিলে লাজে যে যাই মরে,
জন্ম আমার কাশী কাশ্মীর অমৃত সহরে। ৪
(ধন্য পুণ্য দেশে)
রেফার বলে আমার-আদর বিনা অম্বরণে,
কত সাজে সাজ তুমি তবু কেউ না কেনে। ৫
(তুমি কিসে দামি)

শাল বলে আমার গায় মণি মুক্তা দোলে,
হেম হীরায় সাজে তনু মান ধনী মহলে। ৬
(আমি কিসে কমি)
বলে রেফার এখন ত আর কেউ তোমায় না কেনে,
হ্যাট পীরালী টুপী শিরে ধরে সুধী জনে। ৭
(তোমায় আদরে কে)
শাল বলে রেফার তোমার কথায় অঙ্গ জ্বলে,
আমার নকল বলে তোমার আদর আমায় ফেলে। ৮
(নৈলে সুধায় বা কে)
রেফার বলে আসল হ'তে নকলের মান জ্যাদা,
দেখ, সাদা চেয়ে কাল সাহেব অনেকে নামজাদা। ৯
(জোরা জাঁক জমকে)
তপ্ত বালি দহে পদ, সূর্য্যের তাপ সয়,
নীর-নিপতিত রবি-বিম্ব-তেজ সহা না যায়। ১০
(তাকি দেখনি চোখে)
শাল বলে যা কহিলে শুনে মনে পাই ব্যথা,
মন দিয়ে শুন এখন আমার দুচার কথা। ১১
(যা কয় বলুক লোকে)
বেশের কথা আজ কালকার দূরে রেখে দাও রেফার,
এখন রাজবেশ ত্যজে বিকটসাজে সাজে রাজার কুমার। ১২
(দেখে হাসে লোকে)
বর্ষাকালে নীরব কোকিল মণ্ডুকে চীৎকারে,
মেঘে ঢাকে রাকা শশী জোনাকি বিচরে। ১৩
(তায় কে সুদিন বলে)

বেচে ভারতে, লয় তাবতে পুরাণ পাঁজি কিনে,
পূজে বনিতায়, ত্যজে মাতায় আমায় মানবে কেনে। ১৪
(এখন তোমায় ফেলে)

পঙ্কে পতিত বাসব-করী ভেক মারছে লাথি,
নিভে গেছে আর্য্য-প্রদীপ কেরোসিনে বাতি। ১৫
(বুঝবে কি বয়স কচি)

সবে দুধে ত্যজে মদে মজে একালের এই গতি,
পরে বারাঙ্গনা শাড়ী-সোণা নগনা রয় যে সতী। ১৬
(মরি ধন্য রুচি)

চুড়ী পরে করে ত্যজ্য করে শাঁক সিঁদূরে,
বিবি সাজে সাজে দেবী ভাব গেছে দূরে। ১৭
(যত নূতন প্রেয়সী)

শাস্ত্র পুরাণ বদলে নভেল পাঠে মনের গতি,
শীতলি পেট, রসি কারপেট বুনায় রসবতী। ১৮
(শাশুড়ী বনে দাসী)

সেব্য গাভী ত্যজে সবে সেবিছে কুকুরে,
গব্য ছাড়ি মতি বিলাতী ব্যঞ্জন আহারে। ১৯
(বল কি বল্‌ব আর)

দারা করে উপার্জ্জন দ্বারে দ্বারে ঘুরে,
গৃহ কাযে রত পতি থাকি অন্তঃপুরে। ২০
(সবই উল্টা ব্যাভার)

দিন ফুরাল কাল আইল আর ভাল লাগে না,
আর রঙ্গরসে মন ঘাসে না কি লিখি বল না। ২১
(বড় ঠেকেছি দায়)

শাল রেফারের দ্বন্দ্ব সাঙ্গ করি এই খানে
পালিয়া নিদেশ যা কহিলা সুহৃদ দুজনে। ২২
(রাম হ'ল বিদায়) *

পৌত্রের জন্মোপলক্ষে। †

৯৭ নং।

রাগিণী টোরী ভৈরবী।—তাল কাওয়ালী।

(ভাব নবজলদবরণী) দাশরথি।

দিনে দিনে দিন ফুরাইল, (আমার)
তবু কেন বাসনা বাড়িল। ১
যে কালে করেরে নরে সুরধুনী-তীরে বাস,
বিষয়বাসনা ত্যজে ভজে কৃষ্ণ পীতবাস,
করি সে কাল বিকলে গত, দ্বিতল-নির্ম্মাণে রত,
কেন হেন বিধি বিড়ম্বিল। ২
দুর্ল্লভ জনম পেয়ে গোবিন্দে না ভজিলাম,
মজিলাম কলুষে পঙ্কিল,
নেহারিলে পুত্র-মুখ পুন্নাম নরকে তরে,
আশ্রম ত্যজিবে গৃহী পৌত্রে হেরি অকাতরে,
এবে নিরখি পৌত্রের ছবি,
কেন বা সংসারে রবি,
আয়ু-রবি প্রায় অস্তমিল। ৩

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্র ও শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়-দ্বয়ের অনুরোধে এই গীত রচিত হয়।

† ১৩০১। ২ বৈশাখ।

হে কৃষ্ণ করুণা করি কিঙ্করে ত্বরা তরাও
পাপানলে হৃদয় দহিল।
বারেক তন্নামে যদি অনন্ত পাতকী তরে,
দ্বিজাধম রাম গণ্য নহে কি তার ভিতরে,
পাই যেন পদ-তরি, ভব-পারাবার তরি,
তরিল যেমন অজামিল। ৪

---

৯৮ নং।

আক্ষেপ।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

(কার প্রাণ নাশন করবিরে ভাই শোন) দাশরথি।

এ জনমে আর, বুঝিবা আমার,
অন্তিম বাসনা না হল পূরণ।
হৃদয়ের আশা যত ছিল পোষা,
পূরিল না পাপ প্রাক্তন কারণ। ১
সাধ দ্বারাবতী দর্শনের লেগে,
সাধে বাদ তাহে দুরন্ত পেলেগে,
দুর্ভিক্ষ-দহন তায় আছে লেগে
কি ভীষণ রে—
আবার কুচ্‌কিকণ্ঠ রেলে করে নিরীক্ষণ। ২. (সবার)
বাঞ্ছা নিরখিতে বিভু চন্দ্রনাথ,
দূর নীলাচলে দেব জগন্নাথ,
ত্রিধাম দর্শনে ঐত্রি উৎপাত,
বিশ্বনাথ হে—
কর করুণা করিয়া ত্বরা সংবরণ। ৩

নাসিক, নৈমিষ, নর্ম্মদা, কাবেরী,
চিত্রকূট গিরি, গোদাবরী হেরি,
বিফল বাসনা তাই বহে বারি
অনিবারি—
রাম নয়নে নেহারী আসন্ন মরণ। ৪

---

৯৯ নং।

রাগিণী মল্লার।—তাল একতালা।

(ওমা শঙ্করী, আমার স্বর্ণপুরী ত্যজে কেন বিল্বমূলে) দাশরথি।

অহে দীননাথ, পদে হই প্রণিপাত
মুক্ত কর এ কিঙ্করে।
আমার কাল পূর্ণ হল, (দয়াময়) কালদূত এল,
লয়ে যাবে করে বন্ধন ক'রে। ১
এক দিন জঠর-আবাসে, ক্লেশ নাশ আশে,
ডেকেছিলাম তোমায় যুক্ত করে।
পড়ে ভূতলে, হায় ভুলিলাম, তব মায়াঘোরে,
এখন অন্তে ডাকি রাখ অন্তক-করে। ২
হরি! তোমার আজ্ঞাতে, দেখি দিননাথে,
নিত্য বিতরণ করিতে করে।
যদি কৃপা হয়, তবে কিবা ভয়, শমন-দূত-করে,
যার পিতা তব বিধি বহন করে। ৩
আমি আজন্ম হে হরি, পুণ্য পরিহরি,
পাপ-পথে ঘুরি নিশি বাসরে।

যায় না অহঙ্কার আমিও আমার প্রাক্তন কর্ম্ম ফেরে,
তার তাপিত অধম রাম পামরে। ৪

বিদায়।

জয়দুর্গা।

১০০ নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল একতালা।

(সখি শ্যাম না এল) সুরে।

এবে যাই জননি,
আসি এ সংসারে, ভুলি সারাৎসারে,
মজিনু অসারে, সার না চিনি। ১
অতি মন্দমতি আমি দুরাচার,
কভু না চিন্তিনু চরণ তোমার,
এ জন্ম বিফলে গেল মা আমার,
ভব-পারাবার তার তারিণি। ২
একে তুমি মাতঃ বিশ্বপ্রসবিনী,
বিশ্ব ছাড়া নহে এ অধম প্রাণী
তায় তব নামে মার নাম শুনি,
পূজেছি জননী জানি।
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ আকারে,
পাঠায়েছ ভবে খেলা দেখিবারে,
সাঙ্গ হ'ল খেলা আর বারে বারে,
পাঠা'ও না ফিরে মোরে ঈশানি। ৩

দেখিলে এবার অশান্ত তনয়,
বাপের এ নয়, মায়ের ত নয়,
তাই তব পদে করি মা ! বিনয়,
রেখো নয় বেঁধে আপনি।
অবাধ্য অবোধ সন্তানসন্ততি
রাখে মা নিকটে মায়ের প্রকৃতি,
তব সুত-মাঝে রাম যে অকৃতী,
চরণ-নিগড়ে রেখো পাষাণি। ৪

---

১০১ নং।

রাগিণী মুলতান।—তাল ঢিমে তেতালা।

(ভুবনে দেখি নাই কার রূপ এমন) দাশরথি।

সঘনে বদনে হরি বলরে মন।
তরিবে, এ ভবে, হবে শমন দমন—
দয়া করিলে রাধারমণ। ১
বৃথায় হইল গত দিন তোর
আসি নর-দেহ ধরি,
না চিন্তিলে চক্রধারী,
(পুনঃ) করিবে কিরূপ ধরি,
সংসার-চক্রে ভ্রমণ। ২
হওরে বিদায় বঙ্গবাসী পায়,
নম জনমের তরে, আশীষ মাগ কাতরে
জাহ্নবী-জীবনে যেন, যায় রামজয়-জীবন। ৩

---

১০২ নং।

রাগিণী বেহাগ।

শ্রী—নাথ শ্রীকান্ত শ্রীশ শ্রীপতি শ্রীধর,
রা—মকৃষ্ণ মুকুন্দ মাধব দামোদর।
ম—ধু-রিপু মুরহর মদনমোহন,
জ—গন্নাথ জগদীশ জয় জনার্দ্দন।
য—দুপতি যজ্ঞেশ্বর যশোদানন্দন,
বা—সুদেব বিষ্ণু হরি হংস নারায়ণ।
গ—তিহীন রামে স্থান দেও শ্রীচরণে,
ছি—ন্ন করি অষ্ট পাশ সংসার-বন্ধনে।

প্রথম পরিশিষ্ট।

(ক) শোকসঙ্গীত। *

১০৩ নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল আড়া।

(অচিন্ত্যরূপিণী তারা কে চিনে তোমারে) সুরে।

অপর্ণা কর মা পূর্ণ অন্তিম বাসনা আমার।
জীবনান্তে পদপ্রান্তে স্থান যেন পাই মা এবার। ১
জীবনতরু-শিখরে, কাল-কীট বাস করে,
কি জানি কবে নাশ করে, তবু ত ত্যজি না সংসার। ২
পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরি, তব পদ পূজা করি,
গেল না কেন শঙ্করি; হৃদয়-আঁধার।
বুঝেছি মা শিবশক্তি, হেরে মোরে হীনভক্তি,
লওনি পূজা এই যুক্তি, ভক্তি দে মা পদে তোমার। ৩
জান ত যোগেন্দ্রজায়া, গণেন্দ্র গুহের মায়া,
গত তিন সুত-কায়া, ভূগর্ভে আমার।
সে শোকে করিলে ক্রন্দন, দিয়াছ যে সুতা নন্দন,
রক্ষ রামের সে জীবন-ধন, ক্ষীরোদ সুরেন্দ্র দোহার। ৪

---

* ১৩০৩। ২১ চৈত্র শুক্রবারে শুক্লা প্রতিপদে প্রিয়তমা কন্যা ক্ষীরোদ-কুমারীর নবম মাসের অন্তঃস্বত্বাবস্থায় ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হওয়ায় ঐ দিন স্মরণার্থে ৪র্থ অন্তরা পরে যোজিত হইল।—প্রণেতা।

না শুনি দাসের কথা, দিলে মা মরমে ব্যথা,
ক্ষীরোদে লুকালে কোথা, তনয়া আমার।
জঠরে ন' মাসের শিশু সহ সে হ'ল গতাসু,
সহে না আর শোক আশু, আমারে কর মা সংহার। ৫

---

১০৪ নং।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

(অচিন্ত্যরূপিণী তারা কে চেনে তোমারে) সুরে।

প্রাণ যায় রে প্রাণ কন্যা* ক্ষীরোদ ছেড়ে গেছে আমায়।
কি সর্ব্বনাশ, ভেঙে আকাশ,
অশনি পড়িল মাথায়। ১
ন' মাসের শিশু উদরে, বাঁধিনু ঘর প্রসব তরে,
অন্তর্জ্জল কল্লেম তার দ্বারে।
একি লীলা ? হে লীলাময়। ২
দশ বর্ষ পালি যারে, সঁপিতে জামাতা-করে
কেঁদেছিলাম হাহাকারে, মোহিত মায়ায়।
এবে কোন প্রাণ ধরে, সঁপিনু শমন-করে,
বিদায় দিলাম চির তরে, পাষাণে বাঁধিয়া হৃদয়। ৩
স্বামিগৃহে যাত্রাকালে, মা কত কাঁদিয়া ছিলে,
এখন মা কৈ কাঁদিলে, এ মহাযাত্রায়।
জরা জননী-জনকে, কাঁদায়ে বিষম শোকে,
হরি বলে পরলোকে, গেলে মা ত্যজিয়া সবায়। ৪

---

* মৃত্যু ২১ চৈত্র, ১৩০৩।

১৩০৩, ২৮শে চৈত্র পৌত্রের মৃত্যুহেতু।

১০৫ নং।

রাগিণী আলিয়া।—তাল একতালা বা ডবল আড়খেমটা।

(কোথা রাম বাছাধন কিম্বা কুশীলব বাছাধন) সুরে।

হৃদয় রতনে, পরম যতনে,
হৃদি-নিকেতনে, রাখিতাম আদরে।
হৃদি শূন্য করি, কে তারে নিল হরি,
আর কি পাব হরি, আমার সে মনোহরে। ১
বিগত বৈশাখ মাসে, হেরি তায় সূতিকাবাসে,
সবে ভাসে উল্লাসে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে,
হায় এ বৈশাখ মাসে, ডুবি শোক-সাগরে। ২
মধুর অধরে হাসি, হেরিতাম অমিয়রাশি,
শিখিয়া দাদা বুলি, ডাকিত দাদা বলি,
কভু আয় চাঁদ বলি, ডাকিত কোমল করে। ৩
বড় সাধ ছিল মনে, হাটিবে যবে অঙ্গনে,
আমি তার কর ধরি, বেড়াব ঘুরি ফিরি,
ঘামিলে কোলে করি, চুম্বিব অধরে। ৪

১৩০৪ বৈশাখে মারীভয় শান্ত্যর্থ ৺ শ্যামাপূজাদিনে।

১০৬ নং।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়খেমটা।

(ভাই উপানন্দ বিনে প্রাণগোবিন্দ আমি যাব না নিরানন্দ বৃন্দাবনে) নীলরতন রায়।

কি দোষে হে হরি, প্রাণের প্রাণ হরি,
নিলে মোর পৌত্র, তনয়া-রতনে।

শোকে দোহাকার, সবে শবাকার,
(আহা) জগত অন্ধকার, নিরখি নয়নে। ১
জ্ঞানে কারু মন্দ করি নাই হে নাথ,
তবে কেন হেন হ'ল অকস্মাৎ,
যুগপৎ যুগ অশনি নিপাত,
বুঝি হয় তনু পাত, এ শোক-দহনে। ২
সুতাসুত সবে দিলে পঞ্চ জনে,
নিলে তার তিনে তরুণ যৌবনে,
পাসরিনু শোক নেহারি নন্দনে,
নন্দিনী ক্ষীরোদ কুমারী বদনে,
তা হতে দৌহিত্র পৌত্র বিত্ত দিলে,
ভাগ্যবান্ বলি ঘোষিত সকলে,
পুনঃ দিলে তাপ এ স্থবির কালে,
দেও চিরদুঃখী রামে স্থান শ্রীচরণে। ৩

---

১০৭ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

(কার প্রাণ নাশন, করবিরে ভাই শোন) দাশরথি।

মায়াবিনী আশা, হইয়ে সুবেশা,
আর কেন বাসা, কর অন্তরে।
হেরি পুরী শূন্য, পৌত্র কন্যা ভিন্ন,
আর রা কি জন্য, রব সংসারে। ১

জনক যে দিন যান লোকান্তরে,
হইল সে দিন বাসনা অন্তরে,
সন্ন্যাসীর বেশে দেশ দেশান্তরে, ভ্রমিবারে।
গেহে রেখেছিলে মোরে, মোহিত করে। ২
আসন্ন মরণ—জানিয়া সম্প্রতি,
বাসনা বিরলে স্মরিব শ্রীপতি,
(এই) নিরানন্দপুরে কি সুখে বসতি
মিনতি হে।—
আর ছলনা করিয়া রেখ না ফিরে। ৩
হে কৃষ্ণ কামনা করি তব পাশ,
বন্ধ-হেতু নাশ কর অষ্ট পাশ, *
কর কৃষ্ণ মম বাসনা বিনাশ, করি দাস হে।—
(তুমি) রেখ পদপ্রান্তে প্রাণান্তে রামেরে। ৪

সারদার অনাগমনে। †

১০৮ নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল যৎ বা কাওয়ালি।

শূন্য হৃদি-মণ্ডপ নেহারি। (মরি)
ভবানী কমলা বাণী গুহ গণেশ না হেরি। ১
অগণ্য স্বগণগণে শোভিত সে গেহাঙ্গনে
শিবা সারমেয়গণে, ফিরিছে শবদ করি। ২

---

* অষ্টপাশ—১ নং গানের টীকা দ্রষ্টব্য।

† কন্যা পৌত্রের মৃত্যু হেতু।

(হায়রে) সানন্দে সারদোৎসবে, মাতে বঙ্গবাসী সবে,
আমি শুধু নিরুৎসবে, কাঁদি দিবা বিভাবরী। ৩
অধম রাম-কুটীরে, আসিবে না এ বৎসরে,
ব'লে কি মা শোক-শরে, বিঁধিলে সুতারে হরি। ৪

---

১০৯ নং।

বোধন দিনে।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল মধ্যমান ঠেকা।

(সব রাখাল লয়ে পাল) গানের সুরে।

কই তোমা মা উমা অনল দহিছে মনে।
কন্যা বিনা অন্ধকারে, হেরি কান্দি হাহাকারে,
এ দুঃখ জানাব কারে, শ্রীপদ জানে। ১
পঞ্চবিংশ বর্ষ মা গো পূজিয়ে তোমায়,
পাইয়াছিলাম প্রাণের পৌত্র তনয়ায়,
জানিনা মা কিবা দোষে, বিড়ম্বিলে নিজ দাসে,
উভয়ে অকালে গ্রাসে, নিদয় শমনে। ২
পূজিতে শরতে সবে করিছে বোধন,
করি এ আনন্দ-দিনে বিষাদে রোদন,
না এলে প্রতিমা রূপে, দেখা দেও রামে স্বরূপে,
তাপিত সে ত্রিতাপ-তাপে, তার স্বগুণে। ৩

জামাতৃবিবাহ দিনে—বাটীগমন-পথে।

১১০ নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল ঢিমে তেতালা।

(তুমি হে জগৎযন্ত্রণাহারিণী) গানের সুরে।

হেরিতে জামাতৃ-বিবাহ, প্রদাহময় হয় এ দেহ,
হৃদে জ্বলে সুতা-শোকানল।
কেমনে নিরখি আহা! স্মরিতে বয় অশ্রুজল। ১
যে সুতা জামাতৃকরে, সঁপিলাম সাধ করে,
সে সুতা শমনে হরে বিন্ধি শরে বক্ষঃস্থলে। ২
যদি বিবাহ-বাসরে, বসি উদ্বাহ-আসরে
ভাসে দুআঁখি আসারে, ভাষে বা কেউ অমঙ্গল। ৩
ভাবি পুনঃ এ কন্যা করে, কন্যা কল্প মনে করে,
সঁপিয়া দৌহিত্র করে, হেরে বা হতেম শীতল। ৪
বৃথা আশা বিশ্বময়! শূন্য হেরি বিশ্বময়,
তার রামে দয়াময়, বিনাশি বাসনা-মূল। ৫

---

১১১ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালি।

(কিসে চলে বল হিমাচলে চল) দাশরথি।

বল শ্যামবরণ, এ শোক * সম্বরণ,
কেমনে করিহে কৃষ্ণ, এ কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ।
জানি পাঁচ ভূতের ছায়া, হইতে নির্ম্মিত কায়া,
কেবা সুত সুতা জায়া, মিছা মায়া অকারণ। ১

---

* কন্যা পৌত্রের মৃত্যুজনিত।

তবু ত মন বুঝে না, নাশ বিষয়বাসনা,
হর ভবে আনাগোনা, তত্ত্বজ্ঞান করি প্রেরণ। ২
তব নাম রূপ স্মরি, গঙ্গাতীরে নীরে মরি,
কৃষ্ণ হে করুণা করি, কামনা কর পূরণ। ৩

---

১১২ নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল আড়া।

(অচিন্ত্যরূপিণী তারা কে চেনে তোমারে)। সুরে।

তাপানলে * তনু জ্বলে ধেনু জ্বলে হুতাশনে,
দাঁড়ায়ে নেহারি নিধন, বাঁচাতে নারি গোধনে। ১
ধূমে পূর্ণ গৃহান্তর, দ্বারে জ্বলে বৈশ্বানর,
অশক্ত পশিতে নর, খুলিতে গল-বন্ধনে। ২
জ্বলে ভীম হুতাশন, শব্দ শুনি ভীষণ,
সত্রাসে করি দর্শন, নিশাবসানে।
গাভীগণ সারি সারি, ধরায়ে পড়ে আছাড়ি,
প্রাণবায়ু যায় ছাড়ি, শেল মারি মর্ম্মস্থানে। ৩
জীবন সমান যারে, জীবনে যতন ক'রে,
পালিলাম অকাতরে, জননী জ্ঞানে।
না জানি বা কোন পাপে, মরিল অনল-তাপে
ঘটিল কার অভিশাপে, পরিতাপ এ রামের মনে। ৪

---

* ১৩০৫ সালের ৭ শ্রাবণ প্রত্যুষে, গো-গৃহে প্রজ্বলিত অনলতাপে গাভীগণ নিহত হয়।

নেপালদীঘিনিবাসী সুহৃদ্ ও সুকণ্ঠ কাশীমোহন চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হেতু।

১১৩ নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল আড়া।

(অচিন্ত্যরূপিণী তারা কে চেনে তোমারে) সুরে।

কি শুনি কাশীমোহন গিয়াছ কি পরলোকে,
অকস্মাৎ যেন বজ্রাঘাত বিষম বাজিল বুকে। ১
কামাখ্যাদর্শন-আশে, ত্যজি আইলা আবাসে,
প্রাণ ত্যজিলে পরবাসে, মজায়ে সুহৃদে শোকে। ২
বড় সাধ ছিল মনে, এক সঙ্গে দুই জনে,
কামাখ্যা মা দরশনে, যাব প্রমোদ পুলকে।
সে বাসনা নাহি পূরে, ব্রহ্মপুত্র নদ-তীরে,
বিখ্যাত ধুবড়ীনগরে, প্রাণ হরে দারুণ অন্তকে। ৩
কিন্নরকণ্ঠে কে আর, শুনাবে সঙ্গীত আমার,
অভিনয়ে কেবা আর, হাসাবে তুষিবে লোকে।
সুখে থাক সুরালয়ে, তব পিতৃগণ লয়ে,
রবে না রাম ভুলিয়ে, যাবত জীবন থাকে। ৪

(খ) অন্যের প্রতি রচয়িতার উক্তি।

স্বদৌহিত্র ও পৌত্র প্রতি।

১১৪ নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল একতালা।

(শ্রীচরণে ভার, একবার, গা তোল হে অনন্ত) দাশরথি।

বেঁচে থাক্‌রে প্রাণপুতুল আমার জিতেন উপেন্দ্র,
দুই ভাইয়ে সুখে রয়ে ভোগ কর চিরানন্দ। ১
তোদের বাণী কাণে শুনি, জুড়াই যুগ শ্রুতিরন্ধ্র,
সে বাসনা, পূরিল না, হ'লাম কাল-কর-বন্ধ। ২
হও, শৈশব হলে অতীত, সুশিক্ষায় সুপণ্ডিত,
যৌবনেতে বশীভূত, কর ষড়্‌রিপুসঙ্ঘ।
শিষ্টাচারে, সমাদরে, পাল স্বজন অন্তরঙ্গ,
ধর্ম্মে মতি রেখো স্থিতি ভাব হরি পদারবিন্দ। ৩
হেরিলে দীন বয়ান, কাঁদে যেন তোদের প্রাণ,
দুঃখীরে করোরে দান পাবে অতুল আনন্দ।
না যায় ফিরে, অতিথিরে, অন্নে তুষো অতিথিবৃন্দ,
রাম ম'লে যথাকালে দিও গয়ায় গিয়ে পিণ্ড। ৪
হায়রে এ মধুমাসে, সকলে আনন্দে ভাসে,
আমার কপাল দোষে, হ'ল হঁলাহল ইন্দু।
আটা'শ দিনে ত্যজি প্রাণে কোথা গেলিরে উপেন্দ্র,
পিণ্ড দিবি ভেবেছিলাম আমি দিলামিরে তোর পিণ্ড। ৫ *

---

* ১৩০৩ সালের ২৮ চৈত্র শুক্রবার প্রাণোপম পৌত্র উপেন্দ্রনাথের দ্বাদশ মাস বয়সে মৃত্যু হওয়ায় ঐ দিন স্মরণার্থে এই পঞ্চম অন্তরা যোজিত হইল।

১১৫ নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল একতালা।

(শ্রীচরণে ভার, একবার, গা তোল হে অনন্ত) দাশরথি।

বলিবরে আর কি অধিক প্রাণাধিক দুর্গানন্দ, *
প্রাণ স্বরেনে অনুজ জ্ঞানে দেখো যেমন সদানন্দ। ১
শোকানলে দিল জ্বেলে হৃদে ক্ষীরোদ উপেন্দ্র,
কিসে নিভাই, গতি ত নাই, বিনে কানাই-পদারবিন্দ। ২
দিলাম তোরে দুটী ভার, মানবে করবে প্রচার,
সঙ্গীত-কুসুম আমার বিরহিত মকরন্দ।
ছাপাইবে বিতরিবে গানে জ্ঞানী গুণিবৃন্দ,
পঞ্চভূতে তনুপাতে দিও গয়ায় গিয়ে পিণ্ড। ৩
অন্তিম বাসনা হেরি, নৈমিষ দ্বারকাপুরী,
চন্দ্রনাথ, গোদাবরী, কাবেরী সেতুবন্ধ।
ত্র্যম্বকে, নাসিকে, নীলগিরিতে, উপেন্দ্র,
সেই সাধে বাদ সাধে বুঝি রামের ভাগ্য মন্দ। ৪

---

* শ্রীমান্ দুর্গানন্দ ও সদানন্দ উভয়ে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভাগিনেয়। উভয়েই শিশুকালে মাতৃহীন হইয়া বোয়ালিয়াতে অবস্থিত থাকিয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করে। জ্যেষ্ঠ, দুর্গানন্দ বি, এ, পাশ করিয়া ও কনিষ্ঠ সদানন্দ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উভয়েই এক্ষণে নাটোর মহারাজের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সযশে শিক্ষকতা করিতেছে।

১১৬ নং।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল আড় কাওয়ালী বা ঠুংরী।

(সাগর সঙ্গমে) গানের সুরে।

যুড়ি যুগল পাণি, প্রার্থনা শূলপাণি, কর সকল বাণী উদয়ের, *
অভেদ হর-হরি, কেন বা ভেদ হেরি, কুমতি হর হরি এ দীনের।
মিলিত হরি-হর, কিরূপ মনোহর, নিভ রজতগিরি নীরদের,
আধে বাঘাম্বর, আনাধে পীতাম্বর, কমলদল দ্যুতি চরণের। ১
শঙ্কর কমল আঁখি, উভয়ে যেন একি, নেহারে মন আঁখি এ রামের,
অন্তিমে শ্রীধর হর গঙ্গাধর, যাতনা দণ্ডধর কিঙ্করের। ২

শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রতি।

১১৭ নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল একতালা।

(শ্রীচরণে ভার) দাশরথি।

কর দিয়ে শিরে, আশীষিরে, প্রাণপ্রতিম রাজেন্দ্র,
মনোরথ, অবিরত, পূর্ণ করুন গণেন্দ্র। ১
পাঠে রত, রও সতত, পাও নিয়ত উপাধিবৃন্দ;
হও জ্ঞানী, ধনী, মানী, নর-নয়ন-আনন্দ। ২
সুখে চিরজীবী থাক, সদা ধর্ম্মে মতি রেখ,
আপন সমান দেখো, নিরুপায় প্রাণিবৃন্দ,
সযতনে, পাল দীনে, পোষ্যজনে আতুর অন্ধ,
ভ্রাতৃভাবে, দেখো যবে, হবে পিতৃহীন সুরেন্দ্র। ৩

---

* সাঁপুরানিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু উদয়নারায়ণ ভাদুড়ী মহাশয়ের পরিশিষ্ট প্রকাশিত মৎপ্রতি উক্তির প্রত্যুত্তর।

পূজ পূজ্য পিতা-মাতায়, সেব সাহিত্য কবিতায়,
পিবে বঙ্গবাসী তায়, তব-যশ-মকরন্দ।
বুঝি সে দিন, দেখিবে না দীন, রামজয় ভাগ্য মন্দ,
গিয়েছে দিন হয়েছি দিনকর-সুত-কর-বন্ধ। ৪

শ্রীশ্রীমতী রাণী মনোমোহিনী দেবীর প্রতি গায়িকার উক্তি। *

১১৮ নং।

রাগিণী দেবগিরি।—তাল ঢিমে তেতালা।

(চেয়ে দেখ কে কাল) মধুকাণ।

শ্রীগোবিন্দপরায়ণী, ধন্য পুণ্যবতী রাণী,
শ্রীমতী মনোমোহিনী, অনন্ত-দীনপালিনী। ১
খনিয়া গোবিন্দসাগর, বারি দানে প্রাণিনিকর,
বাঁচালে ভুষিলে অমর, ঘোষে বঙ্গ সে যশ-ধ্বনি। ২
তুলনায় অতুল কীর্ত্তি, আপনি উঠিয়া তুলে,
আত্মদেহ সম হেম, রজত তুলিয়া তুলে,
বিতরিলে মহাতুলে, সুপণ্ডিত দ্বিজকুলে,
ভুলিবে না কেহ ভুলে, যাবৎ নিশা দিনমণি। ৩
অৰ্দ্ধ বর্ষ ব্যাপি মা গো, শুনিলে ভারতকথা,
ভারতে গাইছে সবে, ভারত-প্রতিষ্ঠা-গাথা,
অগণন দ্বিজগণে, অন্ন জলে হেমদানে,
সন্তোষিলে ধনে দীনে, ধন্যা সুদীন-জননী। ৪

---

* ১৩০৫ সাল, ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে।

মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ গিরিধরে, এ মহা উৎসব কালে,
হায় কাল পূর্ণ হেতু, গ্রাসিল করাল কালে,
গিরীশ ও পঞ্চাননে, সমাপিল সযতনে,
সে উৎসব সুযশের সনে, দুজনে বহু বাখানি। ৫
কুমার যিনি কুমার, সুরেশে হরে শমন,
যার তরে বঙ্গবাসী, সবে শোকাকুল মন,
আনিলা নরেশ কুমারে, রূপে যিনি জিনে মারে,
রাখি রাজাসন 'পরে, সুখে যাপ দিনযামিনী। ৬
প্রার্থনা গোবিন্দ-পদে, করে দীন মনসাধে,
রাণী মাতা, চিরজীবী, থাকুন গোবিন্দ-প্রসাদে,
পূর্ণ পূত মনষ্কাম, হউক তাঁর অবিরাম,
পারে যেতে পায় যেন রাম, গোবিন্দ-পদতরণী। ৭

শ্রীশ্রীমতী রাণী হরিমণি দেবীর প্রতি গায়িকার উক্তি।

১১৯ নং।

(চেয়ে দেখ কে কাল) মধুকাণ।

হরিপদপরায়ণী, ধন্য পুণ্যবতী রাণী,
শ্রীশ্রীমতী হরিমণি, অগণ্য-দীন-জননী। ১
স্বরথে দেখিলে বামন, সংযমনিপুরী গমন,
হবে না লবে না জনম, মা তব পবিত্র প্রাণী। ২
দীন প্রতি, দয়াবতী, তব সম কে আছে আর,
অন্নজল ধনদানে, পালিছ জীবন সবার,
অকাতরে মুক্তকরে, দান্ কর্‌ছেন দ্বিজ-করে,
প্রার্থনা তাই যুক্তকরে, চিরজীবী রন্ আপনি। ৩

শুনিয়া সুখ্যাতি মা গো, আসি মহাদেবপুরে,
প্রার্থনা শ্রীপদে যেন, দাসীর বাসনা পূরে,
আসি মা প্রতি বরষে, এই বাঞ্ছা অবশেষে,
গাবে যশ বঙ্গদেশে, চিরদাসী সৌদামিনী। ৪
হবে মনোরমা রমা সমা, ঘরে বৌরাণী মা মিলে না,
তার উপমা, উভে যেন তনয়া মা,
রূপে গুণে অনুপম, কুমার কুমার সম,
হরিপদে চায় রাম, চিরায়ু হউন তিনি।

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা প্রতি।

বিদায়।

১২০ অং।

১ম। বোয়ালিয়া-ধর্ম্মসভা! সৃজিয়া তোমায়,
সেবিয়াছে সযতনে। (সুত যথা মায়)
পূরব মহাত্মাগণ; হৃদয়ে তোমার
হয়েছে বেদান্ত, সাংখ্য ন্যায়, দরশন,
স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, বেদ, ব্যাকরণ,
আয়ূর্ব্বেদ আদি নানা শাস্ত্রের বিচার;
ভারতপূজিত যত বুধ-সমাগমে;
প্রতি বর্ষে; পঁয়ত্রিশ বর্ষ ব্যাপী ক্রমে।
গিরি-গাত্র হতে যথা প্রস্রবণ বারি,
বাহিরিয়া পড়ে ধরাতলে, নিরমল,

প্লাবিত করয়ে দেশ ; তেমতি মা তব
হৃদয়-নিঃসৃত ধর্ম্ম-কীর্ত্তি-বারি-স্রোত
পবিত্রিয়া বঙ্গভূমি প্লাবিছে ভারত,
সেবিয়াছে, সুত সম দাস বহু দিন।

২য়। জনমপত্রিকারূপে গো হিন্দুরঞ্জিকা !
হেরিয়াছি, সেবিয়াছি সহি বহু ক্লেশ,
সাজা'তে সুতনু তব ; বিবিধ ভূষণে,
যতন করিনু বহু, হায় ক্লান্ত এবে।
জীর্ণ তনু-তরী মম ভবসিন্ধু-জলে,
ডুবিবে অচিরে, ডুবে যথা ছিদ্র ঘট।
বিদায় মাগিনু তাই দোঁহাকার পদে,
বিষ্ঠা, মূত্র কুসুম, চন্দন, ধন্যবাদ,
ধিক্কারে সমান ভাব যে মহা শয়নে
জ্ঞান হবে ; সে শয়ন-নিকট আমার।
হরি স্মরি ত্যজে তনু এই আকিঞ্চন ;
আশীষ মা নমে পদে রাম অকিঞ্চন।

(গ) রচয়িতার প্রতি অন্যের উক্তি।

(পত্রাষ্টককাব্য-প্রণেতা-কর্ত্তৃক রচিত মৎপ্রতি
ব্রহ্মপুত্র নদের উক্তি)।

১ নং।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

এস এস ভক্তবর ব'স মম তট-সদনে।
সংসার-বাসনারাশি ফেল নাশি,
যোগের স্নানে। ১
এ যোগে স্নান করিলে, জীবগণ অন্তকালে,
সাযুজ্য পায় কুতূহলে, আমার পিতার সনে। ২
যজ্ঞ-বিবর্জ্জিত কলি, তাই বাছা তোরে বলি,
হয়ে সদা কুতূহলী, ভ্রমণ কর তীর্থ স্থানে।
না হ'ল বা যাগযোগ, হবে যবে এমন যোগ,
করিবে মনঃসংযোগ, আসিবে অবগাহনে। ৩
তুমি বৎস! অবিরাম, জপ কর হরিনাম,
পরিষ্কার পরিণাম, করিয়াছ নিজ গুণে।
আপনা উদ্ধার তরে, শঙ্কা নাহি ভেবো না রে,
যাবে চলে ডঙ্কা মেরে, ফাঁকি দিয়ে সে শমনে। ৪
এ যোগে আমার ঠাঁই, আসিতে সঙ্গতি নাই,
অম্বিকা কাঁদিছে তাই, সদাই বিষণ্ণ মনে।
সে জন্য বৎস! তোমারে, বলি আমি যত্ন ক'রে,
পূত কর গিয়া তারে, সুপবিত্র আলিঙ্গনে। ৫

পত্রাষ্টককাব্য-প্রণেতা অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মৎপ্রতি। *

২ নং।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

যে ধন দিয়াছ গুরো! নাহি তারা রত্নাকরে।
ধরিয়াছি শিরোপরে, অমূল্য ধন পেয়ে করে। ১
ধরাতে করিলে যতন, খনিগর্ভে মিলে রতন,
কিন্তু গুরো! তোমার এ ধন, সাধন বিনা পায় নরে। ২
কুসুম নহে রত্নমালা, যে পরে তার কণ্ঠ আলা,
পাপ-আঁধারে উজালা, করে এ রত্নের তরে। ৩
কবিতা-কুসুম-সুগন্ধে, ছিনু মত্ত মনানন্দে,
আবার এই রত্নবৃন্দে, কল্লে পাগল অম্বিকারে। ৪

বাবু পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী কৃত। *

৩ নং।

রাগিণী টোরী ভৈরবী।—তাল কাওয়ালী।

(দিনে দিনে দিন ফুরাইল) সুরে।

(মনঃ) আর কেন বৃথা সময় হর।
গেল কাল, এল কাল, বিষয়বাসনা পরিহর।
বিষম এ মায়াজাল, ঘটালে কি জঞ্জাল
চিনিলে না কে আপন পর, আপন কেবল পরাৎপর;

---

* অনুরোধে প্রকাশ করা গেল।—প্রকাশক।

এ ভব-কারাগারে, আপন ভাবিছ যারে,
তারে ভুলি ভাব মুরহর।
ধন জন পুত্র দারা, কি হবে এ সব দ্বারা
জান না কি সকলই নশ্বর ;
তাই বলি সদা হরি স্মর ;
(যিনি) ভবের কর্ণধার, ভজিলে হবে উদ্ধার,
(যিনি) রোগ-শোক-পাপ-তাপ-হর।
রসনা বশ না হায়, এ দুঃখ কহিব কায়,
বলিতে চাহে না পীতাম্বর ;
হও পূর্ণ রামের কিঙ্কর ; (সেথা)
শুনিয়ে হরির গান, সফল শরীর প্রাণ,
জুড়াইব কর্ণকুহর।

বাবু উদয় নারায়ণ ভাদুড়ী কৃত। *

৪ নং।

(১) রাগিণী ছায়ানট।—তাল তেতালা।

ধন্য হে! রামজয়! হউক তব জয়, করিলে যম জয় যতনে,
যাইবে শিবপুরে, অশিব নাশি পরে, স্বজনে আসিব বলে মরণে।
স্থাপিয়ে মৃত্যুঞ্জয়, করি এ লোক জয়, করিলে রামজয় তুলনে,
সজীব মৃত্যুঞ্জয় হেরিবে মৃত্যুজয়, নিয়ত মর্ত্ত্যজয়-ঘোষণে।

---

* অশেষ গুণালঙ্কৃত মহিমান্বিত বঙ্গ-কবিকুলতিলক স্বধর্ম্মনিরত—

শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী মহাশয় সমীপেষু।—

মহাত্মন্!

সৎকীর্ত্তির পুরস্কার কি আছে জানি না, না দিয়াও নীরব থাকা কঠিন, সুতরাং মহাশয়ের গুণে নিতান্ত বাধ্য হইয়া আমার মন অদ্য উপহার দিতে

নিদানে সে ঈশান, পাবে তার নিশান,—
আছে খোদা পাষাণ-নিশানে,
অন্তিমে দামোদর, বিশ্ব যাহার উদর, হেরিবে দুর নীর নয়নে।
তবে কি সন্দ তায়, কি জরাসন্ধ হয়, নন্দী জয় বিজয় মিলনে,
বিভাগে কিবা ভয়, উদয় ভব ভয়, যাবে ত সে যুগল চরণে।

---

৫ নং।

(২) ইমন কেদারা।—তাল ধ্রুপদ।

গাও সুখসঙ্গীত সঙ্গীতকুসুম-কুসুমরস রসনা বিলাসে,
গাও প্রসন্নমুখে হে প্রসন্ন! মন্দাকিনী পিক কলকণ্ঠ
মিলন সহ বিলয় প্রকাশে। ১
কর সবে মুগ্ধ, দগ্ধ মনোমন্মথ, উন্মাথি বিষয়-সুখাশে,
গাও রামনাম রামজয় কবিজন ভৈরব ভারবি উদয় সকাশে। ২

প্রস্তুত হইল। সংবাদপত্র-স্তম্ভে দেওয়া প্রবন্ধাদি অনেকেরই অপঠিত এবং বারেক পঠিত হইলেও আর তাহা পুনরুদগীত হয় না, বিবেচনায় মৎকৃত গীতোদয়কৌমুদী হৃদয়ে যশঃসঙ্গীত উপহারের চিহ্ন স্বরূপ অঙ্কিত রাখিলাম। প্রেরিত সঙ্গীত দুইটী সুগায়ক দ্বারা শ্রুত হইয়া আমাকে সুখী করিবেন। নিবেদন ইতি, সন ১৩০৫ সাল, তারিখ ২৭ মাঘ।

নিবেদক,

(স্বাক্ষর) শ্রীউদয় নারায়ণ ভাদুড়ী।

৬ নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল একতালা।

জয় রামজয় ধন্য।
কি শক্তি আমার বর্ণিতে তোমার,
গুণ-রাশি আমি অতি জঘন্য।
অক্ষয় কীর্ত্তি প্রচার করি রাজসাহীতে,
রাজসূয় সম ঘোষণা বারা'তে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফল লভিতে,
কে আছে হে বল তব সম অন্য।
স্থাপি মৃত্যুঞ্জয় কল্লে মৃত্যুঞ্জয়,
ষড় রিপুগণ হ'লো পরাজয়,
যত সদাশয় বলে রামের জয়,
সুরে করে জয় হইয়ে প্রসন্ন।
ভব পার হ'তে বেঁধেছ হে ভেলা,
কাণ্ডারী তোমার হ'য়েছেন ভোলা,
যত্নে কোলে তুলি নিছে গিরিবালা,
শমনের করে নও হে বিপন্ন।
পাপী তাপী জনে উদ্ধার কারণে,
এনেছ মনে সে ভক্তি শ্রদ্ধা গুণে,
সদয় হ'য়ে দীনে তরাও দিনে দিনে,
উমেশের সম করিবে হে মান্য।

বলো হে মহেশে এ রুক্মিণীদাসে,
ছিন্ন করি যেন মায়াদি-মোহ-পাশে,
শ্রীচরণ-পাশে স্থান দিতে শেষে,
না ভোলেন ভোলা হইয়ে ক্ষুণ্ণ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

ক। সঙ্গীত-কুসুম (১ম খণ্ড) সম্বন্ধে অভিমত।

নং ১।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আপনার রচিত সঙ্গীত-কুসুম সাদরে এবং ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিলাম। যে দিন আপনার রচিত গান প্রথম শুনিয়াছি সেই দিন হইতেই আপনার উপর যার পর নাই ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে; এবং রচয়িতাকে দেখিবার জন্য লালায়িত হই, শুভদর্শনে ততোধিক ফল পাইয়াছি এবং আমার ভক্তির প্রতিশোধ, আপনারও যে আমার উপর অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ আছে, এই সঙ্গীতগ্রন্থ উপহার তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। আশীর্ব্বাদ করুন যেন "কর্ম্মক্রমে কর্ম্মভূমে কর্ম্মপাশ কবে নাশিব" এবং যেন মনের সহিত বলিতে পারি যে "হর হে হর তনয়-ত্রিতাপ ত্রিতাপহারি"। গানগুলি বড়ই সুললিত হইয়াছে এবং হৃদয়ের পরিচায়ক। উহা ভক্তের হৃদয়ের ধন, জ্ঞানীর তত্ত্বজ্ঞান উদ্দীপক এবং কর্ম্মীর কর্ম্ম উদ্দীপক। পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়াতে আস্থাবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই বড় উপকার হইবে। আপনি সাধক ও ভক্ত, ভগবানের কৃপায় এই প্রকারে জীবের উপকার করিতে থাকুন। ইতি। সন ১৩০১। ২০শে মাঘ।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী।

(স্বাক্ষর) আনন্দগোপাল সেন।

(পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর) সাঁড়া।

নং ২।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী
মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

আপনার স্নেহোপহার "সঙ্গীত-কুসুম" পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। দুঃখের বিষয় এই, সঙ্গীতবিদ্যায় আমার পারদর্শিতা নাই, সুতরাং আমার নিকট ঐ পুস্তকের সদ্ব্যবহার হওয়ার আশা কম। তবে গানগুলি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। অধিকাংশ সঙ্গীতের রচনা ও ভাব বড়ই মধুর হইয়াছে। নানাবিধ বিষয়ে গান রচিত হইলেও সকল গানেরই সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থবিষয়ক উপদেশ ও ইঙ্গীত থাকায় পুস্তকখানি দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার হওয়ার আশা করা যায়। যাঁহারা গানের 'গ'ও জানেন না, তাঁহাদিগেরও এই পুস্তক এক একবার পাঠ করা উচিত। আমার বিশ্বাস এই পুস্তক পাঠ করিলে অনেকেরই চৈতন্যোদয় হইতে পারে। নিবেদন ইতি।

সেবক
(স্বাক্ষর) পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী।
বোয়ালিয়া, কুমারপাড়া।

নং ৩।

আমি প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, রাজসাহীর প্রথিতনামা সুবিজ্ঞ মোক্তার শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী মহাশয়ের বিরচিত "সঙ্গীত-কুসুম" নামক গ্রন্থখানি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থগ্রথিত সঙ্গীতনিচয় বাস্তবিকই সুগন্ধি কুসুমের ন্যায় মনঃপ্রাণবিমুগ্ধকর হইয়াছে। কবি সঙ্গীত-রচনায় যুগপৎ ভক্তি ও স্বদেশপ্রেমিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচিত "হে শিব-শঙ্কর সদাশিব, আর কত আসিব" সঙ্গীতটী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ও চিত্তপ্রসাদক হইয়াছে। তদ্ভিন্ন "প্রণাম হে সহস্র-কিরণ", "একি অপরূপ হেরি", "হরি, আর কি ওপদ সেবিব" ইত্যাদি সঙ্গীতগুলিতেও কবির সংসারবৈরাগ্য ও তত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্দীপনা প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত বাগছী মহাশয় পরজন্মে ব্রজের উদ্ভিদ হওয়াকেও বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন; ইহা অপেক্ষা তাঁহার

ভগবদেকপ্রাণতার আর কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে? আশা করি, সেই ক্ষীরোদশায়ী মধুনিসূদন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হরি, অন্তিমে অবশ্যই ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীকুমুদনাথ ঠাকুর।
পাকুড়িয়া।

নং ৪।

রাজসাহীর প্রধান কবি এবং আদর্শ মোক্তার বাগছী মহাশয়কে আমরা কেবল অন্নদাতা এবং সাহিত্যসেবক বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তিনি সঙ্গীত-রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। তিনি উৎসাহ দিয়া যাঁহাদিগকে বাগ্‌দেবীর সেবায় নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই যৌবন-দশায় বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত, সাহিত্যের নাম শ্রবণে বিরক্ত। কিন্তু এই মহাপুরুষ বৃদ্ধবয়সে আজিও রাজসাহীর সাহিত্যমণ্ডলে শিক্ষকস্থানীয়, আজিও যৌবনোচিত উৎসাহের সহিত সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত। এমন দৃষ্টান্তেও আমাদের শিক্ষা হয় না। আমরা কি মানুষ?

সংগীত পড়িয়া তাহার গুণাগুণ বিচার করা অসম্ভব, ইহার প্রকৃত বিচারের যে উপায়, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আমাদের আয়ত্ত নহে। তবে সংগীতবিদ্যাবিশারদ কিন্নরকণ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণীনন্দন সেন মহাশয়ের নামে যখন ইহার উৎসর্গপত্রখানি লিখিত হইয়াছে, আর তিনিও যখন ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, তখন ইহার উৎকর্ষ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। উপসংহারে যে দ্বাদশটী ছত্রে গ্রন্থকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রুসংবরণ হয় না।

শিক্ষাপরিচয়।

নং ৫।

"পত্রাষ্টক কাব্য" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম কৃতার্থ হইয়াছি। গানগুলি পাঠ করিবার সময় রামপ্রসাদ, দাশরথি প্রভৃতির রচনা বলিয়া ভ্রম হয়। মূলকথা পুস্তকখানি উচ্চদরের হইয়াছে। এই ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে আপনার ঈশ্বরবিষয়ক গীতগুলি অবসন্ন বাঙ্গালীহৃদয়ে মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিবে সন্দেহ নাই।

নিঃস্বার্থভাবে যদি আপনার গীতগুলি গাইয়া ঈশ্বর উপাসনা করা যায়, তবে রামপ্রসাদের মত মায়ের প্রিয় পুত্র হইতে কয় দিন লাগে?

আপনার গীত সকল বিষয়েই রচিত, কোন বিষয়েই ফাঁক পায় নাই। রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি গীতগুলিও উত্তম হইয়াছে, ইহার মধ্যে আমি নিম্নে কতিপয় গীতের নাম উল্লেখ করিয়া পত্রের উপসংহার করিতেছি।

আপনার গানগুলি পূর্ব্ব মহাজনগণের গীত হইতে কোন অংশে কম নহে। একটী কথা, কলিযুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে গীত অতিশয় কম আছে, ভরসা করি ঐ সম্বন্ধে কতকগুলি গীত রচনা করিবেন।

আপনার শাল রেফারের দ্বন্দ্ব, হরি কি তাহারি মিলে, সভ্য কেবা এই কথা প্রসঙ্গে, ৬৬, ৬৩, ৬০, ৫৯, ৫৮, ৫৭, ৫০, ২৪ নম্বর ইত্যাদি গানগুলির রচনা বড়ই উচ্চ দরের ও মধুরভাব পূর্ণ। অপর অপর গীতের ও ভাব মধুর, বিশেষ বিচার করার শক্তি এ অধমের নাই। সর্ব্বশেষে,—(উপসংহারে একটী গীত ছিল, তাহা ১ম পরিশিষ্টে যোজিত হইল—নং ২। গ)।

নং ৬।

"সংগীত-তত্ত্ব" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রক্ষাকর মৈত্রেয় মহাশয়ের অভিমত।

মহাশয়ের প্রসাদি 'সঙ্গীত-কুসুম' পাইয়াছি। দেখিলাম সংগীতশাস্ত্রের অনেক রহস্য উদ্ভেদ করিয়াছেন, গানগুলিতে ভক্তিমার্গের অতি সুন্দর বিকাশ হইয়াছে, এবং বিবেক বৈরাগ্যের পথ দেখাইতেও যত্নে ত্রুটি করা

হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐরূপ ভক্তি ও বৈরাগ্যের ভাব উদ্দীপক সঙ্গীতের তীব্রতর ঝাঁজ সহ্য করিতে পারে, সংসারে এরূপ লোকেরই দিন দিন অভাব হইয়া যাইতেছে। পুরাকালে শুষ্ক পরব্রহ্মের উপাসনারূপ বেদশাস্ত্রের কঠোরতা কালক্রমে লোকে ধারণা করিতে না পারায় যেমন মুনিরা লোকের পরকাল চিন্তা করিয়া পুরাণাদি মৃদু মধ্যম শাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐরূপ সঙ্গীতশাস্ত্রেরও ভৈরোঁ, হিন্দোল, মালকোষ, দীপক, শ্রীরাগ প্রভৃতি প্রখর রাগরাগিণীর স্থলে যেমন লুম্, ঝিঁঝিট, বারোঁয়া প্রভৃতি চুটকী রাগিণীরা অধিকার লাভ করিয়াছে, এবং ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, বিষ্ণুতালের আসনে যেমন আড়া, আড়খেম্টা, ঠুংরী তালের অধিষ্ঠান হইয়াছে, তদ্রূপ কঠোরভাবাপন্ন সংগীতের স্থলে যোষিৎকণ্ঠবিনিঃসৃত পৈশাচিক প্রেমরসাত্মক সংগীতের সৃষ্টি ব্যতীত সঙ্গীত শাস্ত্রকে সজীব রাখা একরূপ অসাধ্যসাধন বলিয়াই বোধ হইতেছে। তবে সংসারের ভাল মন্দ সমুদয় দ্রব্যই যেমন কালের আবর্ত্তনে একবার একবার চক্ষুর্গোচর হয়, তদ্রূপ আপনার এই অমৃতবৎ সংগীতগুলি একদিন না একদিন অবশ্যই জ্ঞানপিপাসু লোকের তৃপ্তির শান্তিপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর আপনাকে মনোগত ফল প্রদান করুন এই প্রার্থনা করি। গান লেখার অধ্যবসায়ে ক্ষান্ত পাইবেন না। আপনার দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়ের মহৎ ভাব সকল প্রকাশ পাইবে প্রত্যাশা হইয়াছে।

নং ৭।

শ্রীযুক্ত কুমার গিরীন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুরের পত্র।

আপনার প্রেরিত সঙ্গীতকুসুম কতকাংশ পাঠ করিলাম। ভরসা করি ভাবুক মাত্রেই প্রসংশা করিবেন। ইহাতে অনেক ভাব আছে, পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইলে, হৃদয় শোকে অভিভূত। আর কি লিখিব।

(স্বাক্ষর) শ্রীগিরীন্দ্র নারায়ণ দেব।

নং ৮।

বিপ্র বোয়ালিয়া নিবাসী কবি—শ্রীযুত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত।

প্রেরিত উপহার 'সঙ্গীত-কুসুম' সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আপনার ন্যায় সাহিত্যসেবক সুকবি আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে এই উপহার প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। অনবকাশ জন্য পুস্তকের আগা গোড়া দেখিবার সুযোগ হয় নাই। তথাপি যতটুকু পড়িয়াছি, তাহাতেই আপনার কবিত্বশক্তির প্রতিভা দেখিয়াছি। আপনার অধ্যবসায় নির্জ্জীব বঙ্গবাসীর শিক্ষার স্থল।

নং ৯।

সঙ্গীতবিদ্যা যে আমাদের বিশেষরূপে শিক্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমাজমধ্যে বিশুদ্ধ সংগীতের আলোচনা যত হইবে; সেই পরিমাণে উহার কল্যাণের আশা করা যায়; ইহা মানবজীবনের ক্ষণ-তৃপ্তিকর বালসুলভ ক্রিয়াবিশেষের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর নহে, সদ্ভাবযুক্ত সঙ্গীতপরম্পরা যদি সুকণ্ঠ গায়কের কণ্ঠে গীত হয় তচ্ছ্রবণে নিতান্ত মূঢ়মতি ভিন্ন সকলেরই হৃদয় অনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকে, শ্রোতা এক অনির্ব্বচনীয়, অননুভূত সুখ উপভোগে সমর্থ হন। তাল-লয়-পরিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট সঙ্গীত অনেক পীড়িত লোকের পক্ষেও উপকারী হয়, এমন কি সঙ্গীতের রোগারোগ্যকারিণী শক্তি আছে বলিয়া বিজ্ঞেরা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীত এত উৎকৃষ্ট হইলেও ইহার অযথা ব্যবহারে অর্থাৎ কুস্থানে যাইয়া অসৎ লোকের সঙ্গে মিলিয়া অসদ্ভাবযুক্ত সঙ্গীতের আলোচনা হইলে, মানুষ নিশ্চয়ই অধঃপতিত হয় এবং তাহার হৃদয়নিহিত উৎকৃষ্ট গুণ সকল আর বিকাশমান হইতে পারে না, সুতরাং সে গুলি চিরনিদ্রিতই থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে সঙ্গীতের কিছু কিছু চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্ম ও নীতিপূর্ণ উৎকৃষ্ট সঙ্গীতাবলীর এখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। সুনীতির ভাব, ধর্ম্মের ভাব সঙ্গীতরূপ উৎকৃষ্ট উপায়দ্বারা যিনি সমাজমধ্যে

প্রচার করিতে পারিবেন, তিনি যে সহৃদয় ব্যক্তিগণের ধন্যবাদার্হ হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য। সঙ্গীতকুসুমের প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাবু রামজয় বাগছী মহাশয় সাহিত্যজগতে অপরিচিত নহেন। ভগবৎকৃপায় একাধারে তাঁহার অনেক গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার সমব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার মত দ্বিতীয় একজন এ সহরে কেন, বোধ হয় অনেক স্থলেই কম দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কঠিন জটিল ও নীরস বিষয়সমূহের মধ্যে যিনি জীবনের দীর্ঘ সময় যাপন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি একজন সুন্দর কবি, সুলেখক, চিন্তাশীল, ইহা আহ্লাদের বিষয়; আবার তিনি সঙ্গীতরসজ্ঞ, ইহা আরও আহ্লাদের কথা। সঙ্গীত-কুসুমের সঙ্গীতগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যদিও সে সকলের অধিকাংশ প্রাচীন পদকর্ত্তা মহাত্মাগণের সুরের অনুকরণেই রচিত, তথাপি ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে ইহা হইতে অনেকেই উপকার লাভ করিতে পারিবেন। ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি পাঠ করিলে, রচয়িতা যে একজন ভক্ত লোক তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গীতের বিষয়গুলিও যথাযথ-রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। আমি সঙ্গীতকুসুমের সঙ্গীত সকল পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছি। পুস্তকের প্রথমে রাগ-রাগিণীর পরিচয় দিয়া গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, শিক্ষার্থীর পক্ষে উহা উপকারে আসিবে।

বশম্বদ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রামপুর বোয়ালিয়া।

নং ১০।

ঢাকা জেলার শাক্তাগ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পত্র।

কবিবর,

মহাশয়প্রদত্ত কবিতাকুসুম ও সঙ্গীত-কুসুম নামধেয় কুসুমদ্বয় পাইয়া তৎপাঠগন্ধানুভবে যাদৃশী প্রীতিলাভ করিলাম, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা কঠিন। কুসুমদ্বয় অনেকদলে সুরাজিত। উঁহার প্রতিদলই মানবগণের হৃদয়বাসীর প্রীতিকর। "চিরদিন সমভাবে থাকে কবে কার" এই দলে যে—

বৃথা মদগর্ব্বে অতঃপর,
দুঃখীরে পীড়িতে হ'ও না সত্বর,
ঘোরে ফিরে সুখ দুঃখ বিধি বিধাতার,
চিরদিন সমভাবে থাকে কবে কার।

এই উপদেশবিষয়টী আছে, তাহা মাদৃশ বয়োবৃদ্ধ মানবগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় সুতরাং স্পষ্টতই বলা যাইতে পারে, প্রোক্ত কুসুমদ্বয় বঙ্গবাসী ভাবুকজন-গণের চিত্তরঞ্জক হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করি, কবিবর তৎপ্রসাদে দীর্ঘায়ু হইয়া স্বরচিত গ্রন্থরত্নসমূহের কিরণে তিমিরময়ী বঙ্গভূমি সমুজ্জ্বল করুন।

লিপিরিয়ং অষ্টাধিকদশশতশকাব্দীয় সৌরশ্রাবণস্য পঞ্চমদিনসম্ভবা। ইতি।

লেখকঃ ঢাকা-জিলান্তঃপাতী শাক্তানিবাসী
শ্রীত্রিলোচন শর্ম্ম তর্কালঙ্কার।

নং ১১।

উল্লিখিত পণ্ডিত মহাশয় কৃত শ্লোক।

আয়াতং মম সন্নিধৌ সুসুষমং পুষ্পদ্বয়ং দূরত-
স্তদ্‌গন্ধস্ত্বনুভূতবান্ পঠদলির্মুগ্ধোঽভবত্তৎক্ষণাৎ।
চিত্রং তৎকুসুমদ্বয়স্য তদিদং যৎপ্রেরকোঽগন্ধতাং
প্রোচে কিন্তু বিমন্যতে বহু সুগন্ধস্যাল্পগন্ধঃ কিমু॥
যো ধন্যাদ্রঘুনাথনামকৃতিনোঽভূৎ সার্ব্বভৌমাৎ সতাং
মান্যাদের্ভবচন্দ্রনামবিদিতঃ পঞ্চাননোপাধিকঃ।
তৎসূনুঃ কবিতা ইমা ব্যরচয়ৎ শাক্তানিবাসো মুদা
শ্রীভদ্রামজয়াৎ ত্রিলোচনবটুঃ প্রোত্তাদরঃ শ্রীযুতঃ॥

নং ১৮।

দিঘাপতিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ৺ যাদবচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী।

নমস্কারপূর্ব্বক সবিনয়নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মহাত্মন্, আপনি আমাকে সঙ্গীত কুসুম দিয়াছেন, আমি দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় তাহা পাঠ করিতে পারিয়াছিলাম না। অধুনা স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুস্তক প্রায় আদ্যন্ত পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছি। নেপালদিঘীনিবাসী কাশীমোহন চক্রবর্ত্তীর বাচনিক আপনকার সৎকার্য্যে আস্থা ও সদনুষ্ঠান শুনিয়াছি। আপনি নেপালদিঘী গ্রামে জলাশয় খনন করিয়া সেই পল্লীর বহুসংখ্যক লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। পরে সেই জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের সন্তোষবর্দ্ধন করিয়াছেন ও তদুপলক্ষে কি নিমন্ত্রিত কি রবাহূত, বহুসংখ্যক আহূতদিগকে সদক্ষিণ আহার্য্যদানে পরিতৃপ্ত করিয়া সর্ব্বত্র যশোভাজন হইয়াছেন এবং স্বীয় বাসস্থানে কতিপয় পাঠার্থীদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিসমূহের সংসর্গে থাকিয়াও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। ইত্যাদি অনেক সদ্গুণ কীর্ত্তনশ্রবণে শ্রুতিকুহর আনন্দরসে পূর্ণ করিয়াছি, কিন্তু আপনকার কবিত্বশক্তি এতদূর আছে তাহা জ্ঞাত ছিলাম না। কি প্রেমরস, কি হাস্যরস, কি করুণ-রস, কি সামাজিক রস, সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। গানগুলির রচনায় চাতুর্য্য ও ভাবের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। আপনি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, তাহা প্রকাশ পাওয়া গেল না, যেহেতু কোন মতকে উপেক্ষা না করিয়া সকল দেবতারই সাধনা-গান রচনা করিয়াছেন। আধুনিক সামাজিক গান, কি স্ত্রী কি পুরুষদিগের ব্যবহার-প্রকাশক গানগুলি অতীব হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছে। পরিশেষে ১ম খণ্ডের মোকর্দ্দমার ও কাঁঠালের গান বড়ই সন্তোষজনক হইয়াছে। আপনকার আত্ম-পরিচায়ক গান ও পদ্য পাঠ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকা গেল না। আপনি ঈদৃশ গুণের আধার হইয়াও আত্মোৎকর্ষ অণুমাত্রও প্রদর্শন না করিয়া

সামান্ত নিগুণ লোকের ন্যায় নম্রতাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা আমি এক দিন পূর্ণচন্দ্র গোস্বামীর বাসায় স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছি।

আপনার যশঃকীর্ত্তন আপনার গোচর করিতে কুণ্ঠিত ছিলাম, পরিশেষে ধারণা হইল যে, আমি নিঃস্বার্থভাবে সত্য কথা প্রকাশ করিতেছি, ইহাতে খোষকতাদোষ স্পর্শ করিতে পারিবে না। পরন্তু আপনি গান গাইবার একটী চমৎকার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। গায়কগণ নূতন গান পাইয়া তাহার স্বর নির্ণয় করিতে পারেন না, কিন্তু আপনার গান গাইতে সুর করিবার কোনই কষ্ট নাই। যেহেতু যে যে মহাত্মাদিগের গানের সুর অনেকের জানা আছে, সেই সকল গানের কিঞ্চিৎ লিখিয়া সুরের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

দাশরথি, রামপ্রসাদ, মধুকাণ, প্রভৃতি সুললিতগানরচকগণ পরলোক-গামী হওয়াতে বসুন্ধরার এক একটী বহুমূল্য রত্ন খলিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তত্তৎ স্থান পূরণ করিতে কেহই পারিতেছেন না। ভরসা করি ভবাদৃশ ব্যক্তিগণ সেই সেই স্থানে সন্নিবেশিত হন। জগদীশ্বর সমীপে ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে কিঞ্চিৎ বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের দীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাঁহার উপদেশপূর্ণ বহুদর্শিতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি এবং হিন্দুপত্রিকাসম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যার্থী মহাশয় ৫নং হইতে কতিপয় গানের গূঢ় ভাব বিকাশ করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলাম। অলং বাহুল্যেনেতি।

নিবেদক।

(স্বাক্ষর) শ্রীযাদবচন্দ্র মৈত্র।

নং ১৩।

বঙ্গবিখ্যাত ধার্ম্মিকপ্রবর মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অভিমত।

শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী।

প্রণাম নিবেদন,—

মহাশয়, আমি শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দৌহিত্র এবং পরলোকগত মমারাধ্য ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্র। দাদা মহাশয় বার্দ্ধক্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়া বশতঃ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার চক্ষে ছানি পড়িতেছে। তিনি ভাল দেখিতে পান না। তথাপি আপনার অনুগ্রহপ্রেরিত দুইখানি পুস্তকের (কবিতা-কুসুম ও সঙ্গীত-কুসুম) কোন কোন স্থান কষ্ট করিয়া পড়িয়াছেন। পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বিশেষতঃ আপনার রচিত কতকগুলি গীত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। সে গীতগুলি ভক্তিরসে ও সর্ব্বজীবহিতৈষণা-ভাবে পরিপ্লুত। তিনি আপনার বিশ্বাসের কথা ধরেন না। ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম্ম এক পদার্থ। তিনি বিবেচনা করেন, আপনার লেখার বিশেষ গুণ এই যে, তাহাতে ইংরাজী ভাব নাই। তাহা খাঁটী বাঙ্গালায় লিখিত ও খাঁটী বাঙ্গালা ভাবে পরিপূর্ণ। এই গুণটী এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।

আপনার প্রতি আপনার বিবিধ গুণের জন্য চিরকালই দাদামহাশয়ের শ্রদ্ধা আছে। পুনশ্চ আপনার কৃপালিপিও পাইয়াছেন।

প্রণত

(স্বাক্ষর) শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

দেওঘর বৈদ্যনাথ।

নং ১৩ ।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের মত।

*　　*　　*　　*

শ্রুতিস্মৃত্যাদিসাহিত্যনানাশাস্ত্রবিদোঽপি চ।
সঙ্গীতং যে ন জানন্তি তে দ্বিপাদো মৃগাঃ স্মৃতাঃ ॥
পরমানন্দবিবর্দ্ধনমভিমতফলদং বশীকরণম।
সকলজনচিত্তহরণং বিমুক্তিবীজং পরং গীতম্ ॥

সুতরাং সঙ্গীত সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। সঙ্গীতকুসুমের গীতগুলি বর্ত্তমান সম্প্রদায়ের কবিদিগের ছন্দানুকরণে বা বর্ণনাচাতুর্য্যাবলম্বনে রচিত না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাদিগের নিজস্ব এমন একটী গুণ আছে, যাহা অনেক কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাদিগেব নিজস্ব এমন একটী মাধুবী আছে যাহা অন্য স্থানে আশা করা কঠিন।

বাগছী মহাশয়ের রচিত গীতগুলিতে যদি কেহ 'আকাশ নীল কেন', 'ফুল ফোটে কেন', 'তুমি সুন্দব কেন', 'শরতে পূর্ণিমা মধুর কেন', প্রভৃতি অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভগ্নমনোরথ হইবেন। সঙ্গীত-কুসুমের একজন সমালোচকের ভাষায় বলিতে গেলে, "ইহা অননুভূত বিষয়েব স্মারক।" ভগবানেব মহিমা, তীর্থেব চিত্র, দেশের অবস্থা, সমাজের অবস্থা প্রভৃতি লইয়াই গীতগুলি রচিত হইয়াছে। "অধিকাংশ গানই প্রেমোদ্দীপক এবং সাধকহৃদয়ের পরিচায়ক।" পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—"বাগছী মহাশয়ের প্রায় প্রত্যেক গানে আমি ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি।"

সঙ্গীত-কুসুম সম্বন্ধে আমি আর অধিক কি লিখিব। পণ্ডিত তাবাকুমারের ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। উহা পাঠ করিলেই ধীমান্ পাঠক সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

নিবেদক

(স্বাক্ষর) শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

নং ১৫।

পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন
মহাশয়ের কৃত সমালোচন।

সঙ্গীত-কুসুম ১ম খণ্ড। শ্রীরামজয় বাগছী প্রণীত। পূজনীয় বাগছী মহাশয়ের প্রণীত "সঙ্গীত-কুসুম" পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। আমি ভক্তগায়কের মুখে সঙ্গীত-কুসুমের অনেকগুলি গান শ্রবণ করিয়াছি, শ্রবণকালে মনে হইয়াছিল যেন যথার্থই সেই ৺রামপ্রসাদ প্রভৃতি উপজীব্য সাধকের সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছি। এই সকল সঙ্গীত যিনি ভক্তগায়ক-মুখে শ্রবণ না করিবেন, তিনি ইহার পূর্ণরসাস্বাদনে সমর্থ হইবেন না। এদেশ দিন দিন ভক্তিহীন হইয়া যেরূপ দুর্গতিসাগরে মগ্ন হইতেছে, তাহাতে এ সকল পরমার্থ সঙ্গীতের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। এরূপ একটীমাত্রও সঙ্গীত যদি যথামত গীত হয়, শ্রোতার জীবনের গতি একেবারে ফিরিয়া যায়, পশুভাব দূর হইয়া সত্বই শিবভাব লাভ হয়।

বলিতে কি বাগছী মহাশয়ের প্রায় প্রত্যেক গানেই আমি ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি।

"স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে
মধুব্রতানাং মকরন্দপানে।
দানে দয়ালোরথ ভক্তগানে
পশ্যামি মূর্ত্তিং করুণাময়ীং তে॥"

"যখন স্তন্যপায়ীশিশুসন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেখি, যখন মধুকরকে মকরন্দ পান করিতে দেখি, যখন দয়ালু ব্যক্তিকে দান করিতে দেখি, যখন ভক্তের মুখে ভগবৎসঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন, হে ভগবন্! আমি তোমার করুণাময়ী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করি।" (কৃষ্ণভক্তিরসামৃত, শ্রীমূর্ত্তিদর্শন)।

(স্বাক্ষর) শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা,
কলিকাতা. ২৫নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।
২৪ পৌষ। ১৩০৯।

নং ১৩।

প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত সমালোচন।

বিষয়ানুরোধে রামপুর উপনিবাসী শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী মহাশয়ের রচিত সঙ্গীতসমুহ আদ্যন্ত যথামতি দেখিয়াছি ও তাল মান স্বর যোগে শুনিয়াছি। বাল্য জীবনাবধি এ পর্য্যন্ত অনেকের রচিত গান শুনিয়াছি, বলা বাহুল্য উক্ত বাবুর রচিত গানসমুহে আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। অন্যান্য গানে ভগবান্নাম ও লীলা ইত্যাদি, কোথায় বা কবির কবিত্ব, কোথায় বা ভাবুকের ভাবুকতা পূর্ণ। তদ্দ্বারা আমাদের মত লোকের কোন ফল হইতে পারে না। রামজয় বাবুর গান তাহা নহে। ইহা অননুভূত বিষয়ের স্মারক। আর্য্য-ধর্ম্মানুরাগী অনেকেই তীর্থাদিতে পিতৃকার্য্যের জন্য গিয়াছেন, আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা বাস্তবিক আর্য্যধর্ম্মানুরাগী, আমি তাঁহাদের জন্যই বলিব। উক্ত গীতিমালা তাঁহাদের প্রত্যেকের আদরের ধন। সময় সময় স্বর সুর যোগে গান করিলে কিম্বা শুনিলে একটী অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা বড় বড় গাথকের ভাব অলঙ্কার ইত্যাদি ইত্যাদি উচ্চ সংগীতে না হয়, তাহা এই পুস্তকে হয়। এ রকম পুস্তক আজ পর্য্যন্ত আর হয় নাই বলিলেও কেহ চাটুকারিতা বলিতে পারিবে না। যে বিষয় আর্য্যধর্ম্মানুরাগীরা সতত শ্রবণ মনন ধ্যান করিতে চাহেন, এই তীর্থ সম্বন্ধীয় গানসমুহ একবার পাঠ করিলেই তাঁহাদের সেই সেই স্থান ও দেবতা ও যেখানে যে কার্য্য করা আবশ্যক সেই সকল বিষয় মনোমন্দিরে অবিকল প্রতিভাত হইবে। ইহাই এ গীতিমালার বিষয়। সহৃদয় আর্য্যধর্ম্মানুরাগী পাঠকবৃন্দ, এইরূপ পুস্তকের বিশেষ আদর কি আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে? আমি দুটী একটী গানের কোনও কোনও অংশের উল্লেখ করিব। ভিখারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান, অলঙ্কারাদির গৌরব আমার মৌখিকমাত্র। যাঁহারা আলঙ্কারিক, তাঁহারা অলঙ্কার ভাঙ্গুন, গড়ুন, পড়ুন, আদার ব্যাপারীর জাহাজের তত্ত্বের দরকার নাই। যোগশাস্ত্রে শুনিয়াছি ষড়্‌জ মধ্যম ধৈবত স্বর সমুহ নিরাকার ও নিরবয়ব মাত্র। অভ্যাস দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। আমি অজ্ঞ, আমার সুরের সমালোচনা বাহুল্য। যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা ভাব

বিষয়ের ভাবশব্দঃ শব্দাবাচকঃ তাহার সমালোচনা তাঁহারাই করুন । তাল, কাল, ক্রিয়া, মান ইত্যাদি ইহার সমালোচনা অপরজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তব্য । গুরুর মুখে শুনিয়াছি, 'ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ বদন্তি সততং কীর্ত্তনহো মৃদঙ্গঃ' । আমি বেতাল, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই । আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান, সঙ্গীতসমূহের তাৎপর্য্যেরই যথামতে সমালোচনা করিব ।

ধর্ম্ম সাধন সহজে কি হয় ।
চাই সদাচার, সদাহার, বাহ্যান্তর শুচিময় ॥
হও সরল প্রাণ, কহ সৎ বুলি,
দেহ বিষয়সহ বাসনা বলি,
কর রিপু জয়, পরাজয়,
শিখ সাধনচতুষ্টয় ॥ ১ ॥
স্বর্ণ না গ'লে অনল-তাপে,
দেখ পায় না কভু কিরীটরূপে,
গুঞ্জা সহিত, তুলিত,
পরে সম্রাট-শিরে রয় ॥ ২ ॥
অভিমান-হীন না হইলে,
কেহ কৃষ্ণ না পায় শুধু ডাকিলে,
হীন অনুষ্ঠান, কিসে ত্রাণ,
পাবে ভবে রামজয় ॥ ৩ ॥

সহৃদয় পাঠকবৃন্দ, এই গানটী কিরূপ শাস্ত্রীয়তাপূর্ণ হইয়াছে । বৈশেষিক দর্শনে "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" । ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন । সাঙ্খ্যাদিতেও ঐরূপ ধর্ম্ম দুই প্রকার,, স্বর্গসাধক ও মোক্ষসাধক । স্বর্গসাধক ধর্ম্ম যাগ দানাদি দ্বারা সম্পাদ্য । মোক্ষসাধক ধর্ম্ম অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা সংসাধিত হয় । এস্থলে যোগজ ধর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে । "ধর্ম্ম সাধন সহজে কি হয় ।" মনু বলিয়াছেন "আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ" । বেদপ্রস্থান [illegible] গ্রন্থে উক্ত আছে "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ । তং মৃত্যুকালে সততং ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ" ॥ আচারবিহীন পুরুষ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত,

ছন্দঃ, জ্যোতিষের সহিত অধ্যয়ন করিলেও মৃত্যুকালে ঐ বেদাদি শাস্ত্র পক্ষোৎপত্তিত জ্ঞানাদি আচারবিহীনকে পরিত্যাগ করে। যেমন পক্ষোৎপন্ন শকুন্ত বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রয়াণ করে, আর নীড়ের সহিত সম্পর্ক রাখে না, সেইরূপ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নেও আচারবিহীন পুরুষের জ্ঞানাদির সহিত কোন সময় কোনও সম্পর্ক থাকে না। বাহ্যান্তর শুচি ইহাও আবশ্যক। প্রমাণং যথা—শুদ্ধিতত্ত্বে,—"শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ" সরলতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ না হইলে কখনও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ধর্ম্মসাধন সহজে কি হয়? ধর্ম্ম সাধন অনায়াসসাধ্য নহে।

সদাচারই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনা। ইহা দ্বারা প্রাণ সরল হয়। অর্থাৎ নিষ্কাম হয়, তখন ইন্দ্রিয়াদি ও রিপুকুলকে জয় করিতে পারে। সাধনচতুষ্টয় নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থ ফলভোগ ও বিরাগ, শম, দমাদি ষট্‌ক সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব ইহার পরস্পর হেতুমৎভাব সঙ্গতি আছে। পাঠক, আর্য্যধর্ম্মানুরাগী এই গানের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। এমন কি একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এই এক গানের মধ্যে ধর্ম্ম শাস্ত্রগতার্থ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিত্তশুদ্ধির কারণ কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জনপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তো-পাসনানুষ্ঠান এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মোৎপত্তি হয়, পাপহানি হয়, তখন নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার হয়। সাধক নিত্য বিশুদ্ধ উপাদেয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবস্তু বুঝিতে পারিলে হেয় অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তুতে আর আসক্ত হয় না। তখন ঐহিক স্ত্রী পুত্র বধূ বস্ত্র গৃহ ক্ষেত্র সমস্তই কর্ম্ম সম্পাদ্য বলিয়া বিবেকীর হেয়রূপে প্রতিভাত হয়। যাহা যাহা জন্য, তাহা তাহাই নশ্বর। স্বর্গাদি ও কর্ম্ম জন্য বলিয়া তাহাও নশ্বর। ইহাকে যোগসূত্রে দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যং বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য জন্য শমদমাদি ষট্‌ক সম্পত্তি জন্মে। অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহকে শম কহে। বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহকে দম কহে। অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহজন্য বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ এইরূপ কার্য্য-কারণ-সঙ্গতি শাস্ত্রীয়। উভয়েন্দ্রিয় জয় সম্পাদ্য সন্ন্যাস ব্যতীত শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহনরূপ তিতিক্ষা জন্মে। তিতিক্ষা জন্য চিত্তের সমাধান সাধক-শাস্ত্রার্থ গুরু প্রত্যয়রূপ শ্রদ্ধা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গীতকার বলিয়াছেন "ধর্ম্ম সাধন সহজে কি হয়"? কিন্তু আর্য্যধর্ম্মানুরাগী পাঠক, আমি এসকল তত্ত্বে

কুণ্ঠিত। ইহার কার্য্য-কারণহেতু, হেতুমদ্‌ভাব বিশদ যুক্তি দ্বারা লিখিতে গেলে বৃহৎ কলেবর হইয়া পড়িবে। সুতরাং অল্পাক্ষরে এই পর্য্যন্তই বলিলাম। এই প্রকার অপরাপর গীতসমূহেরও তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিতে গেলে এ গ্রন্থ বড় উপাদেয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সরল মন, নিষ্কুটিলতা, সৎবুলি, ব্রহ্মবুলি (তৎকথনং, তচ্চিন্তনং, অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনং, এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ)। ব্রহ্মকথন, ব্রহ্মচিন্তন, পরস্পরকে ব্রহ্ম বুঝাইয়া দেওয়া, ব্রহ্মপরতা ইহাকে ব্রহ্মাভ্যাস বলে। বিষয় বি-পূর্ব্বক সিঙ্গ ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় দ্বারা 'বিষয়' এই শব্দ সম্পন্ন হয়। "দোষেণ তীব্রো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি। বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ং" কৃষ্ণসর্পবিষ বিষসমূহের মধ্যে তীব্র, তাহা হইলেও বিষয়-বিষ অতি তীব্র, কারণ কৃষ্ণসর্পবিষ ভক্ষণ করিলে জীবন বিনষ্ট হয়। পাঠক, এ বিষয়-বিষ যিনি দূর হইতে দর্শন করেন তাঁহারও জীবন বিনষ্ট করে। উভয় বিষের মধ্যে এতাবতা বিষয়-বিষই শ্রেষ্ঠ। স্ত্রী পুত্র গৃহ ক্ষেত্র শব্দ স্পর্শাদিকে বিষয় কহে। ঐ বিষ দর্শন করিলেই দর্শক নষ্ট হয়, সুতরাং বিষয়-বিষই তীব্র। সুতরাং রচক মহাশয় 'দাও বিষয় বলি' বলিয়া কিরূপ পবিত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কামাদ্যুয়ঃ ষড়ূর্ম্ময়ঃ তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি। তরঙ্গায়িত কামাদি ষট্ দুষ্ট-সঙ্গে সমুদ্রের মত আচরণ করে। সদাশয় পাঠক, রচয়িতার শাস্ত্রীয়তা কিরূপ দেখুন। স্বর্ণ বহ্নি দ্বারা না গলিলে যেমন মুকুটাকারে পরিণত হয় না। ইহা বৃত্তিব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত। গলিত সুবর্ণ যেমন মুকুটের ছাঁচে ঢালিয়া দিলে মুকুটের আকারে আকারিত হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ চিত্ত ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়। পুষ্করিণীর একটী মাত্র প্রণালী, ঐ প্রণালী দ্বারা পুকুরে জল প্রবিষ্ট হইয়া যেমন পুকুরের মত হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারা নির্গত হইয়া ঠিক্ ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়। ইহারও শত শত প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। অধ্যাত্ম বিষয়, অভিমানকে মহাশত্রুরূপে নির্দ্দেশ আছে, যেমন নিধি উদ্ধার করিতে হইলে প্রথমতঃ অজাগরাদি অন্তরায়গণকে বিনাশ করিতে হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দ-নিধি উদ্ধার করিতে হইলে অভিমানাদি অন্তরায়সমূহ বিধ্বস্ত করিতে হয়। পাঠকবৃন্দ, কৃষ্ণশব্দ ব্রহ্মবাচক। যেমন রোগী রোগমুক্তির জন্য ঔষধ পথ্য সেবন না করিয়া মুখে ঔষধ পথ্যের ভূয়োভূয়ঃ নাম করিলে রোগ বিনষ্ট হয় না, যেমন

নিজকে রাজা মনে করিলে রাজা হইতে পারে না, রাজত্বের উপাদান রাজ্যৈশ্বর্য্যাদি চাই, তদ্রূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপাদান পূর্ব্বোক্ত সাধনসমূহ ভিন্ন কেবল শব্দ করিলে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার অর্থাৎ যাহাকে বন্ধন মোচন কহে, তাহা ঘটে না। ইহাই রচকের প্রার্থনা। আমি অনুষ্ঠানহীন, ভবসংসার হইতে কিসে ত্রাণ পাইব। যেরূপ সামান্য গুঞ্জা দ্বারা উৎকৃষ্ট হেম তুলিত হইয়া রাজশিরে আরোহণ করে, এইরূপ অভিমানাদি শূন্য হইতে পারিলে ভগবানের কৃপাপাত্র হইতে পারে। "সমানানাং হরির্দ্দূরেহমানানাং হরিরন্তিকে। ইতি জ্ঞাপয়িতুং রাধা মানং কৃত্বা পরিত্যজেৎ।" শ্রীমতী জগদারাধ্যা মহাশক্তি রাধা মান করিয়া সাধকদিগকে ইহাই প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন, মান করিলে পরম ধন শ্রীহরি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, মান ত্যাগ করিলে হরিকে পাওয়া যায়। তাই জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য মান করিয়া মান ত্যাগ করিয়াছেন। বাস্তবিক মান করা নহে, উহা শিক্ষার সোপান। পাঠক, গানের অল্পাক্ষরে কেবল কিঞ্চিৎ মাত্র লেখা হইল, এই সকল গান আধ্যাত্মিকতা-পূর্ণ।

(স্বাক্ষর) শ্রীকৃষ্ণদাস শর্ম্মণঃ।

নং ১৭।

নাটোরাশ্রিতগাঙ্গলাদিবসতির্বিপ্রান্ববায়োদ্ভবঃ
স শ্রীরামজয়াখ্য ঈশনিরতো মৃত্যুঞ্জয়াজ্জাতবান্।
রম্যং হর্ম্ম্যমহো নিজার্জ্জিতধনৈর্নির্ম্মায় যোঽস্থাপয়ৎ
শম্ভুং জীবতু পুত্রবন্ধুনিবহৈঃ সোঽয়ং কবির্গায়কঃ॥

স্বনামপ্রখ্যাত বাগছীবংশাবতংস-শ্রীযুক্তরামজয়বিরচিতং সঙ্গীত-কুসুম-নামকং গীতিকাব্যমেকমস্য সমালোচনার্থমধিগতং। সাক্ষাদদ্য শ্রুত্বা তদ্বিমলকোকিলবিনিন্দিত-বামাকণ্ঠবিনিঃসৃতসুশ্রাব্যভক্তিব্যঞ্জকগীতমহো পরম-প্রীতিমুপলেভে। যথা চাত্রানুপ্রাসযোজনা তথালঙ্কারচাতুর্য্যমপি সর্ব্বথাতীবসহৃদয়হৃদয়গ্রাহীত্যলং পল্লবিতেনেতি।

বিক্রমপুরান্তর্গত ইছাপুরানিবাসী—
শ্রীদেবীদাস চূড়ামণিঃ।

শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী মহাশয়ের বিরচিত সঙ্গীত-কুসুম নামক পুস্তক সন্নিবিষ্ট কতকগুলি গীত আমরা অদ্য সাক্ষাৎ থাকিয়া শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। গীতগুলি যেমন সুশ্রাব্য তেমনি ভক্তিব্যঞ্জক। কবি যেমন অলঙ্কারচাতুর্য্য প্রকাশে যত্ন করিয়াছেন তেমনি তাহার অনুপ্রাসসংযোজনাও অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে।

শ্রীদেবীদাস চূড়ামণি,
বিক্রমপুর ইছাপুরা।
শ্রীআনন্দ চন্দ্র বিদ্যারত্ন,
বিক্রমপুর বহর।
শ্রীতারাপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন,
বিক্রমপুর আমতলা।

নং ১৮।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্র।

মহাশয়, প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন ;—

মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিলাম। পুস্তক সমাপ্ত হয় নাই। কিন্তু মহাশয়ের রচনার পরিচয় যাহা * * * গানে পাইয়াছি ও পাঠ করিয়া দেখিতেছি তাহা অতি আশ্চর্য্য! বাক্যভাবে সংযোজিত কবিতা অতি বিরল। মহাশয়ের রচনার প্রশংসাই তাই। সহজ ও সঙ্গত কথায় গূঢ় ভাব প্রকাশ করা ভাবুকের কার্য্য। মহাশয় ভাবুক, ভাব-চক্ষে যিনি আপনার পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন। ইতি, ১২।৬।৯৮।

সেবক,
(স্বাক্ষর) শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

নং ১৯।

রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অভিমত।

সঙ্গীতকুসুম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী মহাশয় প্রণীত। বাগছী মহাশয় একজন সুলেখক ও সরস কবি। ইনি উদারচেতা ও কোমলহৃদয়। হিন্দুধর্ম্মে ইহাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও ইনি একজন কর্ম্মী। ইনি প্রাচীন সদাচার ও অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী। এই গ্রন্থে ভক্তি, স্তুতি, প্রেম, মনশাসন ইত্যাদি নানাবিষয়ক গান আছে। গানগুলির রচনা ও ভাবাভিনিবেশ সুন্দর হইয়াছে। প্রত্যেক গানেই কবির গভীর চিন্তার বিকাশ ও আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, অচলা ভক্তি ও প্রেম, গুরুভক্তি, সর্ব্বভূতে দয়া, পরোপকারিতা, স্বদেশপ্রিয়তা, আর্য্যাচারে পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি যে সকল মহৎগুণে ইনি সমাজে বহুলোকের আদরণীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন,—এই সকল গানে ঐ সকল গুণেরই বিলক্ষণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ এই গানগুলি কবির স্বভাব ও গুণের চিত্র বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। পরমার্থ গানবিষয়ক গানগুলি ঈশ্বরবিষয়ে কবির ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রেমের সাক্ষ্য দিতেছে। অন্য বিষয়ক গানগুলিতেও পার্থিব বিষয়ের নশ্বরতা ও ভগবৎপ্রেমই জীবের একমাত্র গতি ইহাই সর্ব্বথা প্রতিপাদন করিতেছে। কেবল গানগুলির রচনা পাঠ করিলে যথার্থ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় এমত আশা করা উচিত হইবে না। কবিরও মনোরথ পূর্ণ হইবে না। কেবল মধুর বর্ণনা শুনিয়া মধুর প্রকৃত আস্বাদ পাইলেন যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের ন্যায় বঞ্চিত হইতে হইবে। সুকণ্ঠে গীত হওয়া শুনিলেই গীতরচনার প্রকৃত রস পাওয়ার সম্ভাবনা। ভগবৎবিষয়ক গানগুলি আবার ভগবৎপ্রেমিকের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সহিত গীত হওয়া চাই ও শ্রোতারও অনুকূল মনে শুনা চাই। ইহার কোন একটীর অভাব প্রকৃত রস উৎপাদনের অন্তরায়। বিশেষতঃ গায়কের ঐ সকল গুণের অভাব হইলে কোনই ফলের আশা করা যাইতে পারে না। প্রেমিকের গানে দস্যুরও পাষাণ হৃদয় দ্রব হয়। হিংস্র জন্তুও সাময়িক হিংসাপ্রবৃত্তি হইতে বিরত হয়। কবির যত্ন ও পরিশ্রমে ও অকাতর অর্থ ব্যয়ে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নাথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন গায়ক ও শ্রীমন্দাকিনী দাসী নাম্নী

একজন গায়িকা এই সকল গানগুলি শিক্ষা করিয়াছে। উভয়ের স্বর বিশেষতঃ গায়িকার ভাববোধ ভাল আছে। কবি উহাদিগকে এই সকল গানে একরূপ দীক্ষিত করিয়াছেন ও গানের ভাবে তাহাদিগকে ভাবিত হইতেও অভ্যাস করাইয়াছেন। উহাদের একতায় ও উভয়ের সুকণ্ঠে ও ভাবাবেশ অবস্থায় ভগবৎ বিষয়ক ও শোকবিষয়ক (ইহাতেও ভগবৎ ভাবের অভাব নাই) গানগুলি গীত হইতে শুনিলে ভাবাবেশে শ্রোতার মন ভগবৎভাবে বিভোর হইয়া যায়। আমি ঐরূপ অবস্থায় গান শুনিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়াছি, ও রচয়িতা ও গায়কগায়িকার অনেক প্রশংসা করিয়াছি। অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকেও ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। আমার বর্ণনা প্রকৃত কি না তাহা পরীক্ষা জন্য ভরসা করি পাঠকগণ ঐরূপভাবে গানগুলি একবার শুনিবেন, তৎপর দোষ-গুণের বিচার করিবেন। কবিও অবশ্য বলিবেন—

"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

জগদ্বিখ্যাত অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্য সম্বন্ধে মহাকবি কালিদাসও এই কথা বলিয়াগিয়াছেন। গানগুলির কেবল গুণের বর্ণনা করিলাম। কোন বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া দোষ দেখা যায় না। গুণাধিক্যে সামান্য দোষ লীন হইয়া অদৃশ্য হয়। সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা লোকসৃষ্টিতে নাই। আমার বিবেচনায় কোন কোন গানের ভাষা কিছু জটিল হওয়ায় জনসাধারণের বুঝিবার পক্ষে কঠিন হইয়াছে। সিদ্ধপুরুষ ৺ রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের গান যেমন সরল চলিত ভাষায় রচিত, সাধারণ লোকে অনায়াসেই বুঝিতে পারে, সেইরূপ ভাষায় গান রচনা করিলে আরও সুখী হইতাম। ভরসা করি কবি ভবিষ্যতে এই বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিবেন। অলমিতিবিস্তরেণ। ইতি।

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য,
উকীল, রাজসাহী।
১৩০৫। ২০শে আষাঢ়।

নং ২০।

রাজসাহীর ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ মোক্তার স্বনামখ্যাত বদান্যবর ৺ দীনদাথ সিংহ মহাশয়ের কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রকুমার সিংহ এম্, এ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় বালেশ্বর হইতে লিখিয়াছেন।

শ্রীচরণেষু—

আশীর্ব্বাদপত্রী প্রাপ্তে অবগত হইলাম। পত্রখানির যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবেন।

আপনার উৎকল ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িতে বাসনা করি। আপনি গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই সিদ্ধহস্ত। ভবৎপ্রণীত সঙ্গীত-কুসুম অনেকবার পাঠ করিয়াছি। অধিকাংশ সঙ্গীতগুলি সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুসুমবৎ সুন্দর ও সুরভি হওয়ায় গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে যথার্থনামা হইয়াছে।

আপনার কবিতাপুস্তকখানি সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্য বোধ হয় অগ্রাহ্য হইবে। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সম্বন্ধে যে কয়েক পংক্তি লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা অনেকবার অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছি। পুস্তকখানি আমাদের বড়ই আদরের ধন।

শ্রীচরণে নিবেদনমিতি,

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সিংহস্য।

নং ২১।

রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন মৈত্র মহাশয়ের পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী মহাশয়,—

যে সময়ে আমরা বিদ্যার্থী হইয়া এই সহরে থাকিতাম ও মাদুরে বসিয়া 'ছাত্রসভা' করিতাম, আপনি সেই সভায় উৎসাহ সহকারে আপনার রচিত গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতেন, সেই সময় হইতেই আমি আপনকার কবিত্ব-শক্তির পক্ষপাতী। এইক্ষণ কালসহকারে আপনার সেই শক্তি "সঙ্গীত কুসুম" নামে দুইখণ্ড গ্রন্থে প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। ঐ ২ খানি গ্রন্থের লিখিত অধিকাংশ পদ আপনি মধুরকণ্ঠা একজন গায়িকা দ্বারা

গাওয়াইয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়াছেন। এবং অনেকগুলি গান আমরা অবসর মত পাঠও করিয়াছি। ঐ সকল গান রচনা দ্বারা আপনার কেবল কবিত্বশক্তির প্রকাশ হইয়াছে এমত নহে, আপনার চিন্তাশীলতা, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, ভগবদ্‌ভক্তি ও শান্তরসপ্রিয়তার পরিচয় হইয়াছে। কোন কোন গানে রহস্যচ্ছলে পার্থিব পদার্থের নশ্বরত্ব দেখাইয়া সার উপদেশ দিয়াছেন। আপনার সঙ্গীত-কুসুমে আপনার স্বভাবসিদ্ধ সরলতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, সুরসিকতা প্রভৃতি নানা গুণের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। দাশরথি, মধুসূদন ও রামপ্রসাদের পদাবলীর অনুসরণে যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, সে গুলি আমার বিবেচনায় ঐ সকল মহাজনগণের পদাবলীর তুল্যরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আপনি জলাশয়-খনন, দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও উপায়হীন বিদ্যার্থী বালকদিগকে ও দীন-দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিয়া যেমন সমাজের উপকার সাধন ও কঠিন পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থের সার্থকতা করিতেছেন, ভরসা করি, আপনার কবিত্ব-শক্তির ফল "সঙ্গীত-কুসুম" তেমনি ভগবদ্‌ভক্ত ভাবুক ও সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিদের তৃপ্তিসাধন করিয়া উপকার করিবেক।

(স্বাক্ষর) নিঃ শ্রীভুবনমোহন মৈত্রেয়।

সং ২২।

কোটালিপাড়ানিবাসী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিকুমার তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পত্র।

গুণিগণাগ্রগণ্যমান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী মহাশয় দীর্ঘজীবেষু—

ভবনমঙ্গলকাঙ্ক্ষিণঃ শ্রীহরিকুমার দেবশর্ম্মণো নিবেদনমিদং।

মহাশয়ের সর্ব্বজনসমাদৃত সঙ্গীতরচনানৈপুণ্য সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত অপ্রার্থিত প্রশংসাপত্র দান করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। মহাশয়ের রচিত সঙ্গীতগুলি অতীব শ্রুতিমধুর, ও তালমানসুসঙ্গত হইয়াছে, তাহাতে ইহার সমুচিত পুরস্কার আমি ব্রাহ্মণসন্তান আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আমার আর কিছুই সাধ্য নাই। আপনি যেরূপ সঙ্গীত রচনা বিষয়ে পারদর্শী হইয়াছেন, তাহাতে ক্রমান্বয়ই উন্নতির সম্ভব। গানের রচনালালিত্যও অতি সুন্দর হইয়াছে, এবং মহাশয়ের রচিত প্রত্যেক গানই অতি সুন্দর ও পদগুলি যথাস্থানে এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে শুনিলেই বিস্ময়াপন্ন ও মোহিত হইতে হয়।

মহাশয়ের অসাধারণ রচনার শক্তি দেখিয়া আমি এই অনুরোধ করিতেছি যে মহাশয়ের রচিত গানগুলি পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করেন ও সর্ব্বজনের চিরস্মরণীয় হন। ঈশ্বর স্থানে নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেছি যে মহাশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সঙ্গীত রচনা বিষয়ে উন্নতি করুন।

আমি আরও আহ্লাদিত হইয়া আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক জানাইতেছি যে মহাশয়ের রচিত সঙ্গীত পুস্তকপ্রাপ্তিবিষয়ে অনেকে অভিলাষ করিতেছেন, ইতি।

কোটালিপাড়া, উনসিয়া ১৩০৫ সাল, ৯ই আশ্বিন।

নং ২৩।

রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, মহাশয়ের সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী কৃত সঙ্গীতকুসুম। বাগছী মহাশয়ের কয়েকটী গান আমি গীত হইতে শুনিয়াছি। তাঁহার সঙ্গীত-কুসুম প্রথম খণ্ড অনেক স্থলে পড়িয়াও দেখিয়াছি। বাগছী মহাশয় নিজে যেমন পুণ্যাত্মা লোক, তাঁহার গানগুলি তেমনি ধর্ম্মভাবপ্রধান। আমি যতদূর শুনিয়াছি এবং পড়িয়াছি, সর্ব্বত্রই তাঁহার রচনা উৎকৃষ্ট ভাবময়। তাঁহার মন চিরদিনই চিন্তাপ্রবণ, তিনি ভাবুক, এবং তাঁহার মনের ভাবলহরী লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণকে উপহার দিতে তিনি বিশেষ প্রয়াসবান্। এরূপ সরলচিত্ত সদানন্দ লোক কম দেখিতে পাওয়া যায়, সে ভাবলহরীতে আপনার মনকে ঢালিয়া দিয়া তিনি নিজে নিত্যানন্দ অনুভব করেন, সে ভাবপ্রবাহ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চালিত করিয়া, সকলকে সে পূর্ণানন্দের ভাগী করিয়া সুখী হইতে তাঁহার বিশেষ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনব্যবসায়ী, কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়ে কার্য্যবাহুল্য মধ্যেও তিনি চিরদিনই কবিতা রচনা করিয়া চিত্তবিনোদন করিবার অবসর সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিচায়ক। শেষ বয়সে এখন তিনি ব্যবসায়ের কার্য্যভার যোগ্য পুত্রের প্রতি অর্পণ করিয়া পুরাতন হিন্দুগণের

ন্যায় ধর্ম্মচিন্তা, তীর্থভ্রমণ, দেবতা-মন্দির সংস্থাপন, ধর্ম্মসঙ্গীত-রচনা ও গীত করান ইত্যাকার কার্য্যে পরকালের মঙ্গল সাধনে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। তদ্গত চিত্তে কোন কার্য্য করিলে, তাহা সচরাচর সুন্দর ও সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহার সঙ্গীতাবলীতে তাঁহার পূর্ব্বরচিত কবিতা-কুসুম অপেক্ষা রচনার উৎকর্ষ, ভাষার অধিকতর পারিপাট্য লক্ষিত হইল। এক সময়ে তাঁহার কবিতা-কুসুম পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, ইদানীং তাঁহার সঙ্গীতাবলী পড়িয়া ও গীত হইতে শুনিয়া তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রীত হইয়াছি। বাগছী মহাশয় কর্ম্মের পক্ষপাতী, সংসারে থাকিয়া দয়া-দাক্ষিণ্যাদি হৃদ্‌বৃত্তির পরিচালনে যেরূপ আনন্দ লাভ করা যায় সংসারত্যাগীর সেরূপ আনন্দভোগের সম্ভাবনা নাই, সঙ্গীত-কুসুমের একস্থলে এই মতের প্রচার দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

(স্বাক্ষর) শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

রামপুর, বোয়ালিয়া।

নং ২৪।

পুরুলিয়ার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের অভিমত।

BABU RAMJOY BAGCHI.

I gratefully recollect the occasion on which you entertained us giving a singing party. Some of your songs, sung at the time, appeared to be exquisite in their sentiment. I felt charmed. They were indeed inspired by a truly devotional heart.

PURULIA,
The 22nd April 1899. (Sd.) SASIBHUSHON DUTT.

নং ২৫।

"সঙ্গীত-কুসুম"—শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী প্রণীত, মোঃ বোয়ালিয়া। রামজয় বাবু এক জন সুরসিক ভাবুক কবি। ইহাঁর "কবিতা কুসুমই"

তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। সমালোচ্য সঙ্গীত-কুসুমের গানগুলির ভাষার বেশ লালিত্য এবং পারিপাট্য আছে। অধিকাংশ গানই প্রেমোদ্দীপক এবং সাধক হৃদয়ের পরিচায়ক বটে। গ্রন্থকর্ত্তা যে আর্য্যধর্ম্মে আস্থাবান্, একজন হৃদয়বান্ পুরুষ এবং ভগবৎপ্রীতির বা প্রেমের যে যৎকিঞ্চিৎ আভাস তাহাতে বিদ্যমান আছে, তাহা তাঁহার রচিত গানগুলি পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। অধিকাংশ গানই রামপ্রসাদ, দাশরথি প্রভৃতি সাধকদিগের অনুকরণে গীত হইয়াছে। পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটী গানাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে এবং তাহাদের সহিত শাস্ত্রসামঞ্জস্য প্রসরই বা কতদূর তাহাও দেখান যাইতেছে। ১ম খণ্ড পুস্তকখানিতে সমুদায়ে ১১৪টী গান আছে।

গান নং ৪।

অন্তে তবাশ্রয়, জীব আত্মা রয়,
ওষধি-মাঝারে কর তায় প্রেরণ।

ইহা দ্বারা পুনর্জ্জন্মের সূচনা করা হইয়াছে "পঞ্চাগ্নি যে গতাঃ জন্ম শ্রুতেঃ" পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ, আকাশ, পর্জ্জন্য, বৃষ্টি, পৃথিবী, যোষিৎ ইত্যাদি পর্য্যায় ক্রমে মৃত জীব পুনর্ব্বার স্থূলদেহ লাভ করে, এই শ্রুতিবাক্য সমর্থিত হইয়াছে।

গান নং ৫।

জ্ঞানময় পঞ্চানন, দেহ মোরে তত্ত্বজ্ঞান,
পাই যাহে সে নির্ব্বাণ, পরাৎপরেতে মিশিব।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে উপাধিভেদে জীব শিব হইয়া যায়, তখন অখণ্ড পরম পুরুষ ভিন্ন আর কিছুরই সত্তা উপলব্ধি হয় না। অর্থাৎ "স আত্মতত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সমর্থিত হইয়াছে।

গান নং ১০।

(আহা) কর্ম্মফলে কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলাম,
তায় দ্বিজকুলে জন্ম লভিলাম। ইত্যাদি।

প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ, সেই মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এতাদৃশ বিশিষ্ট জন্মলাভ করিয়া যে ব্যক্তি ভগবৎতত্ত্ব বিদিত হইতে পারে, সেই সার্থকজন্মা। "এতদেব হি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে।

গান নং ১৬।

হায় কর্ম্মভূমি, এ ভারতভূমি,

বাসে বাসববাঞ্ছিত। ইত্যাদি।

পৃথিবীর সমুদয় দেশের মধ্যে ভারতবর্ষই কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে, কি বিজ্ঞানে, কি শিল্পে সকল বিষয়েই শীর্ষস্থানীয়, এই ভারতবর্ষ হইতেই পরম্পরাক্রমে অন্যান্য দেশে সে সমুদয় ক্রমে সম্প্রসারিত হয়, "স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য প্রতিপাদিত।

গান নং ৮২।

হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত।

তাৎপর্য্য—ভক্তিসহকারে কেবল ভগবানের নাম সাধনেই জীবের মুক্তি হইতে পারে। আর ভগবান্ ভিন্ন এ সংসারে জীবের পরম মিত্র কেহ নাই, কেন না সাংসারিক মিত্র সময়ে অমিত্রও হইতে পারে, অতএব আত্মোদ্ধারার্থে ঈদৃশ পরম মিত্রের উপাসনাই শ্রেয়ঃ। "আত্মাত্যেবোপাসীত। প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদয় গানগুলি বিভাগ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত যথা,—

কর্ম্মকাণ্ডীয়, ভক্তি বা জ্ঞানকাণ্ডীয় এবং কর্ম্ম ও ভক্তি উভয়কাণ্ডীয়। সুতরাং কর্ম্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই যুগপৎ, ইহা দ্বারা অনেকটা উপকৃত হইবেন, এমন আশা করা যায়।

হিন্দুরঞ্জিকা, ১৪ই ভাদ্র, ১৩০১।

নং ২৬।

"গানগুলির অধিকাংশ বড় সুললিত হইয়াছে। শীঘ্রই ছাপাইতে দিবেন। যে সমস্ত গান প্রস্তুত করিয়াছেন, অতি সুন্দর হইয়াছে। দুই একটী গান আমি তথায় থাকিলে আরও ভাল হওয়ার সম্ভব ছিল। যাহা হউক সে জন্য কোন দোষ হয় নাই।"

শ্রীরোহিণীনন্দন সেন,

জলপাইগুড়ি।

নং ২৭।

আপনার গানগুলি বড়ই পরিপাটী হইয়াছে। আজ কাল আপনার রচিত গানই সর্ব্বস্থলে গাইয়া থাকি, অন্য গান সমস্ত ভুলিয়া যাইবার মত হইয়াছে।

শ্রীকাশীমোহন চক্রবর্ত্তী,
অবধূত যোগী, নেপালদিঘী।

নং ২৮।

৺মধুসূদন কিন্নরের সুরানুকরণে আপনার রচিত সঙ্গীতগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পুঠিয়া রাজধানী ঝুলনের গান গাইয়া খুব প্রশংসা হইয়াছে এবং বিজয়া কয়েকটীও গাওয়া হইয়াছিল।

শ্রীতারণকৃষ্ণ কিন্নর,
উলশী।

নং ২৯।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন :—

আপনার বিরচিত প্রথম খণ্ড "সঙ্গীতকুসুম" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে ইহা আপনার সাধক জীবনের সরল ও স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। সঙ্গীতগুলির ভাব ও ভাষা উভয়ই সরল, সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

সে দিবস ধর্ম্মসভাপ্রাঙ্গণে আপনার স্থাপিত শিবমন্দিরে আপনার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কয়েকটী মধুর ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এরূপ সঙ্গীত যতই প্রচার হইবে ততই দেশের মঙ্গল সাধন হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে ভবিষ্যতে সমুদয় ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি একসঙ্গে এবং সামাজিক, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক সঙ্গীতগুলি পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

নিবেদক,

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

রামপুর বোয়ালিয়া।

৩০শে মে, ১৮৯৯।

নং ৩০।

মান্যবর—

শ্রীযুক্ত হিন্দুরঞ্জিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

অত্র সহরের শ্রদ্ধাস্পদ মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী মহাশয়ের শিবমন্দিরটী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আলোকিত হইয়া যেন জীবনী ধারণ করে। সহরের যাহারই জীবনের দরকার তিনিই এখানে গেলে যেন জীবন পান বলিয়া আমাদের ধারণা। ঐরূপ আনন্দ-মঠ অন্য কোনও সহরে আছে কি না জানি না। রামজয় বাবুর শিবমন্দির হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মসভার তিমিরাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে কেহ কোন দিন আগমন করিয়াছেন কি না বলিয়া বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক হয়—বোধ হয় অতি অল্প লোকেই আগমন করিতেন। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আরতির পর ঐ মন্দিরের বারান্দায় বাগছাল বিছান হইয়া থাকে। সেই বাগছালে বসিয়া বাজিয়া গায়ক গায়িকা সকল তাঁহাদের সুমধুরস্বরে ও বাজনায় রামজয় বাবুর সঙ্গীত-কুসুম সকল প্রস্ফুটিত করিয়া চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিস্তার করিতে থাকেন। সেই সৌরভে "পরিমল লোভে" অলির ন্যায় সহরস্থ বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের বালকবৃন্দের শুভাগমন হয়। তাঁহারা আসিয়া রামজয় বাবুর উপদেশপূর্ণ সুমিষ্ট সঙ্গীত-কুসুমের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করত আর তাহা ভুলিতে পারেন না। সঙ্গীত শেষ হইলে সকলে এক বাক্যে রামজয় বাবুকে ধন্যবাদ দিতে দিতে আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। রামজয় বাবু

সদানন্দ মনুষ্য। তাঁহাকে সহরস্থ কেন জেলাস্থ সকলেই ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। তিনি আপন মস্তিষ্ক ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপন অর্থ ব্যয় দ্বারা সহরস্থ সকলকেই খুসী করিয়াছেন। আমরা অনুরোধ করি যে রামজয় বাবু অতি সরল ভাষায় কোন একটী পালা ধরিয়া গান বাঁধিতে থাকেন, যেন তাঁহার নাম দাশরথি প্রভৃতির ন্যায় চিরস্মরণীয় হয়। বর্ত্তমান 'সঙ্গীত-কুসুম'ও তাহার অনেকটা সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

আপনার একান্ত বশম্বদ—

(উকিল) শ্রীশ্যামাচরণ মৈত্রেয়।

বোয়ালিয়া (রাজসাহী)।

নং ৩১।

শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত সঙ্গীত-কুসুম। এই পুস্তকখানি সমালোচনার নিমিত্ত আমরা অনেক দিন হইল প্রাপ্ত হইয়াও ইহার সমালোচনা করিতে অনেক বিলম্ব করিয়াছি, তাহার কারণ এই, অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তদ্বিপরীত। যথার্থ বাঙ্গালা ভাষার যে অবনতি ভিন্ন কিছুই উন্নতি হয় নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কথায় কথায় সন্ধি, দীর্ঘ সমাস ও ব্যবহৃত অন্বয়যুক্ত কঠোর সংস্কৃত শব্দ, একটা বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়াপদের সহিত মিশাইয়া দিলে, বা অনর্থক কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইল, ইহা আমরা স্বীকার করি না, "স্তম্বেরমগণ বৃংহে হ্রেষে হয়চয়" কিম্বা, জল চলিতেছে, ধীরে ধীরে চলিতেছে, হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে; এইরূপ বাঙ্গালা রচনাকে আমরা কিম্ভূত কিমাকার বলিয়া জ্ঞান করি। "অষ্টমে মঙ্গল কার রন্ধ্রগত শনি। কে দিলে অনলে হাত কে ধরিল ফণী॥" এইরূপ রচনা যে সময়ে হইত, সেই সময়েই কি গদ্য, পদ্য কি সঙ্গীত, সর্ব্ববিষয়েই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাভাষার উন্নতি হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ রচকও নাই, সেরূপ বাঙ্গালা ভাষাও নাই, সুতরাং আমরা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত উক্ত সঙ্গীত-কুসুমের সমালোচনা করিতে মনোযোগী হই নাই। ইতিমধ্যে একদিন কোন এক

স্থানে একটী ব্রাহ্মণ, রামজয় বাবুর সঙ্গীত-কুসুমের কয়েকটী পদাবলী গান করিতেছিলেন, আমরা তাহা শ্রবণ করি, এবং শ্রবণ করিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করি, উহাতে আমাদের চিত্ত এত আকৃষ্ট হয়, যে আমরা তৎপরেই যত্নের সহিত ঐ সঙ্গীত-কুসুমের আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই, পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, এই গীত পুস্তকখানি ভক্তি-রসাত্মক, ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার উক্ত দোষ অতি অল্পই লক্ষিত হইল, এবং ইহাতে শব্দ-লালিত্য, রচনা-পারিপাট্য, ও ভাবমাধুর্য্য বেশ আছে। দাশরথি ও মধুকাণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পদাবলীর অনুকরণে রামজয় বাবু এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। রামজয় বাবু সুকবি ভাবুক ভক্ত ও সাত্বিক পুরুষ, তিনি অর্থ বা খ্যাতি লাভের নিমিত্ত এই পুস্তক রচনা করেন নাই, সংসারানল-সন্তপ্ত মানব-হৃদয়কে সুশীতল হরিভক্তি-বারি-সেচনে অভিষিক্ত করার নিমিত্তই তিনি এই সঙ্গীত-কুসুম রচনা করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। ইহাতে রামজয় বাবু যে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দুরঞ্জিকা, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬।

খ। কবিতা-কুসুম সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মত ও ব্যক্তিগত অভিপ্রায়।

নং ১।

সংবাদ প্রভাকর। ৫২ ভাগ, ২৯২ সংখ্যা।

"সমালোচ্য গ্রন্থখানি আমরা আদরের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহাতে দ্বাবিংশতিটী বিষয় অবলম্বনে কবিতা-দাম গ্রথিত হইয়াছে। কবি যদিও সাধারণের নিকট পরিচিত নহেন, কিন্তু তাঁহার কবিতাবলী অনিন্দনীয় হইয়াছে। যাহা পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ের সহিত মিশিয়া যায়, তাহাই সরল কবিতা। গ্রন্থকারের সেই সরল কবিতামালায় গ্রন্থনশক্তি বিলক্ষণ আছে। এখনকার জন কতক নবীন কবি যেরূপ ভালবাসা, প্রেম, সোহাগ, অনুরাগ, মদিরা, কামিনী, কটাক্ষ, মিলন, বিচ্ছেদ লইয়া জ্বালাতন আরম্ভ করিয়াছেন, বিলাতী গন্ধহীন ফুলে দেশীয় সাজী সাজাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে উপহার

দিতেছেন, কবিতা-কুসুম-গ্রন্থকার সে শ্রেণীর কবি নহেন। ইহাঁর হৃদয় স্বদেশের দুঃখে যে কাতর স্বজাতির জন্য যে ইহাঁর প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, গ্রন্থে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবিতা-কুসুমের এক একটী কবিতা অতি চমৎকার হইয়াছে। রাণা প্রতাপসিংহ শীর্ষক কবিতাটী সবিশেষ প্রশংসনীয়। আমাদিগের বাসনা ছিল, এই একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব, কিন্তু স্থানাভাবে আমাদিগের সে আশা সফল হইল না। কাব্য-প্রিয় ব্যক্তিগণ এতৎপাঠে যে পরিতুষ্ট হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

নং ২।

এডুকেশন্ গেজেট। ৩৪শ খণ্ড। ৪৬ সংখ্যা।

"ইহাতে নানা বিষয়ক কতিপয় পদ্য প্রবন্ধ প্রণীত হইয়াছে।" * * * রচনা ওজস্বিতা এবং অনেক স্থলে যথোচিত রস ভাবাদির অভিব্যক্তিতে বঞ্চিত হয় নাই।

নং ৩।

গ্রামবার্ত্তা। ২০শ ভাগ। ৪০ সংখ্যা।

* * * ইহাতে আমরা কবির হৃদয়ের চিন্তা-শক্তি, সহানুভূতিপূর্ণ পরদুঃখকাতরতা, এবং হতভাগিনী জন্মভূমির জন্য আন্তরিক মমতা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্গুণের বিকাশ দেখিতে পাই। রাজস্থানের উজ্জ্বল রত্ন মহাপুরুষ প্রতাপের অবিকৃত চিত্রে আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি।

নং ৪।

ভারতমিহির। ২য় ভাগ। ১ম সংখ্যা।

* * * রচনা ও ভাব দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। আসন সম্বন্ধে রাজসাহীর দরবারে যে অবিচার হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বাস্তবিক পূর্ব্ব স্মৃতি উথলিয়া উঠে।

নং ৫।

ভারত-দর্পণ ১ম ভাগ। ৮ম সংখ্যা।

"কবি তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। যিনি হউন না কেন, কবিতা লিখিবার তাঁহার যে বেশ ক্ষমতা আছে এ কথা আমরা হৃদয়ের সহিত বলিব। তিনি স্বদেশের জন্য মাঝে মাঝে অশ্রুপাত করিয়াছেন।"

নং ৬।

পাবনা বার্ত্তাবহ।

"পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, ইহার ভাষা প্রায়ই শ্রুতি-সুখকর এবং প্রাঞ্জল। গ্রন্থকারের পদ্যরচনায় যে পটুতা ও আগ্রহ আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।"

নং ৭।

প্রতিকার। ৭ম ভাগ। ২৭শ সংখ্যা।

"এই কবিতাবলীর কবিকে আমরা চিনি না, তিনি আমাদিগকে চিনিবার অবসরও দেন নাই, স্বয়ং অন্তরীক্ষে থাকিয়া প্রকাশকের দ্বারাই কার্য্য সমাধা করাইয়াছেন। বস্তুতঃ আজ কাল খামখেয়ালি সমালোচকের হস্তে বেদলিলি গ্রন্থকারগণকে বিনাকারণে যেরূপ নাস্তানাবুদ হইতে হয় যে, গ্রন্থকার বলিয়া পরিচয় দেওয়া অনেক সময়ে বিড়ম্বনা হইয়া উঠে। ফলতঃ এটা সমালোচক-গণের নিতান্ত জুলুম। * * কবিতাকুসুমখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহাতে অনেকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং প্রায় প্রতি বিষয়েই গ্রন্থকার আপন কবিত্বশক্তির ও উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। স্বদেশের দুঃখে, ভারতের দুঃখে কবি যে প্রকৃত কাঁদিয়া থাকেন, এবং অপরকেও কাঁদাইতে জানেন, তিনি গ্রন্থের বহুল স্থলে তাহা দেখাইয়াছেন।

('নিশীথকাল' 'নব পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম' ও 'চোক গেল পাখী' কবিতা উদ্ধৃত করিয়া)

"এইরূপ একটী একটী ছত্রের জন্য আমরা গ্রন্থকারকে হৃদয়ের শোণিত দিতে পারি। * * গ্রন্থকার দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ কবিগণের মধ্যে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য।"

নং ৮।

সোমপ্রকাশ। ২৭শ ভাগ। ৩৬ সংখ্যা।

"ইহাতে 'নিশীথকাল' 'চিরদিন সমভাবে থাকে কবে কার' ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় পদ্যে বিরচিত হইয়াছে। কুসুম দর্শন করিলে নয়ন ও মনের আনন্দ জন্মে, স্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয় অমৃত রসে সিক্ত হয়, উহার আঘ্রাণে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পবিত্র হয়। * * "

নং ৯।

হিন্দুরঞ্জিকা। ১৫শ ভাগ। ৪০শ সংখ্যা।

"গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠে পরম প্রীতি পাইয়াছি। উহাতে কবির উদার হৃদয়ের ও পরদুঃখকাতরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'নিশীথকাল' পদ্যটীর রচনা ও ভাব সুন্দর। * . * 'বাদিয়া করধৃত রজ্জুবদ্ধ বানরের' সহিত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনায় নূতন ভাবব্যঞ্জক ও প্রীতিপ্রদ। 'নিশীথে চোক গেল পাখী' পড়িয়া আমাদের পূর্ব্ব গৌরবের এবং আমাদের অবিবেকিতা-জনিত সেই গৌরব ধ্বংসের চিত্র দেখিতে পাই। কবি ইতিহাসগত প্রকৃত ঘটনা লইয়া সুখ-দুঃখ-পূর্ণ সংসারের প্রকৃত সুখী দুঃখী বাছিয়া লইয়া প্রকৃতির কবিজনোচিত চিত্র আঁকিতে সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। মহারাণা প্রতাপের চিত্রে রাজ্যচ্যুত, নিঃসহায়, নিঃসম্বল, অবস্থার ও জন্মভূমির উদ্ধারের জন্য মহারাণার অতুল অধ্যবসায়, মহিষীর পতিপরায়ণতা ও বীররমণী-হৃদয়োচিত উৎসাহবাক্য, নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও রাঠোররমণীর অম্লান বদনে স্বীয় পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ, শক্তের ভ্রাতৃমিলনে ক্ষত্রিয়োচিত উত্তেজনাবাক্য প্রভৃতি স্থল বাস্তবিক সহৃদয় পাঠকের হৃদয়গ্রাহী ও প্রশংসার যোগ্য। রচনা আদ্যন্ত প্রাঞ্জল, ওজোগুণবিশিষ্ট কবিহৃদয়ের গূঢ়তম-ভাব-বিকাশ।"

নং ১০।

শক্তি। ১ম ভাগ। ৭ম সংখ্যা।

"আমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। 'বাদিয়া-করধৃত রজ্জুবদ্ধ বানর' ও নিশীথে 'চোক্ গেল পাখী' এবং 'মহারাণা প্রতাপ

সিংহ' প্রভৃতি শীর্ষক কবিতাগুলি আমাদের বড় ভাল লাগিল। গ্রন্থকার নিজের নাম দেন নাই, কিন্তু তিনি যে এক জন হৃদয়বান্ লোক, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি দরিদ্রের দুঃখে ক্রন্দন করেন, তিনি মাতৃভূমিকে যথার্থই ভালবাসেন। আমরা তাঁহার পুস্তকখানি পড়িবার সময় তাঁহার কবিত্বের কথা ভুলিয়া তাঁহার হৃদয়েরই প্রশংসা করি। * * এ পুস্তকখানির একটী মহৎ গুণ (অনেকে হয় ত সেটা দোষ বলিবেন) এই যে, ইহাতে সেই চিরকেলে প্রণয়ের কথা নাই। কবি কখন দেশের দুরবস্থা, কখন জমিদারের অত্যাচার, কখন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।"

নং ১১।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ। ২৩শ খণ্ড। ১০২৩ সংখ্যা।

"* * সমালোচ্য-কবিতা-রচয়িতা এক জন কবি-নামের যোগ্য। তিনি কেন যে আপনার নাম গোপন করিয়াছেন, বলিতে পারি না।

স্বর্ণ অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে, পরে নাকি রজত চরণে ?

গ্রন্থকারের এই উক্তি তাঁহার সরল হৃদয়ের পরিচায়ক মাত্র, তাঁহার কবিতা-কুসুম কিন্তু বঙ্গমাতার গলদেশে সুন্দর শোভা প্রকাশ করিয়াছে। কাব্যে যে ধর্ম্ম থাকিলে হৃদয় মাতায়, কবিতা-কুসুমে তাহা বিস্তর আছে, অথচ অধিকাংশ বঙ্গকবির প্রিয়, 'নলিনী দল' 'ভ্রমরগুঞ্জন' 'বাঁচিনাকো আর' 'প্রেয়সী আমার' প্রভৃতি অধঃপতনের শব্দবিন্যাসের ছড়াছড়ি নাই। অনেকগুলি কবিতাই ভারতের পূর্ব্ব গৌরবরাশি স্মরণ-পথে আনিয়া পাঠকের বর্ত্তমান নির্জ্জীব হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া দিয়া সৎসাহসে পূর্ণ করে। আজি কালি এইরূপ লেখাই চাই, কবিতাগুলি বেশ প্রাঞ্জল ও ভাবপূর্ণ, পাঠমাত্রেই হৃদয় মোহিত হয়, 'জগতে হইবে শূন্য সেই মহাকূল' ভাবিয়া শিহরিয়া উঠে। নবীন কবির প্রতি পরিশেষে এই বক্তব্য, তিনি ইহার দ্বিতীয় খণ্ড সত্বর বাহির করিয়া কাব্যরসজ্ঞ জনের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। * *"

নং ১২।

Indian Mirror, February 16, 1884.

"This is a collection of poems, written by the author for various occasions, mostly of interest to the locality (Rajshhye) whence it has been published. * * * The verses, dealing of matter-of-fact incidents, run smoothly and without detriment to metric effect. Among the subjects delt with in volume are:—The death of Prince Nepoleon in Zululand." "The Delhi Durbar." "The Advent of the Prince of Wales in India,' and "Maharana Protap Singh."

নং ১৩।

ব্যক্তিগত অভিপ্রায়।

"My dear Sir,

I thank you for your kindly sending me a copy of your "কবিতাকুসুম" I have not as yet read it. I have however, gone through one of its pieces, viz., "চোক গেল পাখী" It is an excellent one. I admire you for your having done justice to "চোক গেল পাখী।"

With my best thanks
your truly
Purna Chandra Ghose Dy. Magistrate.

নং ১৪।

My dear Ramjoy Babu,

* * * * * * * The serene and solemn pathos running through "Nisitha Kal" the examplary tact displayed in "Chira din shamabhabe thake kabe kar" depicting the instability of worldly things, the sweet and spirited lesson imparted by "Choke Gela" and the deep heavings of the feeling heart, the last subject "Mata Janma bhumi", "Jachi Ma Bidai" is pregnant with, all conspire to creditably elevate the author of the book to a rank half way between 2nd and 3rd class poets, whose celestial fire if duly fed might

burn brighter while a sincere devotion to the cause of the good of his country, mother-land gives the poet eloquence to his happy pictures.

Beauleah, 6th September 1884. } Your Sincerely Asvini Kumer Banerje (Tutor and Guardian to Dighapatia Wards) Rajshahye.

নং ১৫।

"Babu Ramjoy Bagchi Muktear deserves encouragement as an author. His 'Kabita Kushum' may be selected as a Prize-book to the Pathshala Students. It is favorably noticed by the Newspaper Editors and others.

Kashi Kinkor Sen,
Deputy Magistrate.
Bauleah. 8-3-86.

নং ১৬।

"I have read Babu Ramjoy bagchi's work entitled "Kabita Kushum and consider it in every way fit for use as a text book in schools.

Rajendra Nath Ghose M. A.
Deputy Magistrate and Dy. Collector
Rajshahye. 8-2-84.

নং ১৭।

"I have perused Babu Ramjoy Bagchi's work 'Kabita Kushum.'

"It is a poetical work and some of them indeed appear to me to be excellent. This book, in my humble opinion, is worth adopting as a text book, in the Government schools. I would strongly recommend its introduction were I a member of the Text Book Committee.

Girindra Narayan Dev
Ast. Magistrate.
Rampore Bauleah. Feb. 1886.

নং ১৮।

"কবিতাকুসুম পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পুস্তকখানিতে বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে কবিতা আছে। আমি ইহার যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, এখানি অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর পদ্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও অবকাশ মতে এ পুস্তকখানি পাঠ করিলে সন্তুষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। * * *

"কবিতাকুসুম যে একখানি পাঠোপযোগী পুস্তক, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। "মহারাণা প্রতাপ সিংহ" আর "মুমূর্ষু যুবার স্বপ্নে মাতৃদর্শনে খেদ" এই দুইটী কবিতায় গ্রন্থকারের প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাকুসুম-প্রণেতা তাঁহার কবিতায় স্বদেশানুরাগ ও পর-দুঃখ-কাতরতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি, এস, সি।
রাজসাহী কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক।

নং ১৯।

"কবিতাকুসুম" পাঠে সাতিশয় প্রীত হইলাম। * * * কয়েকটী কবিতা আদ্যোপান্ত অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, * * কবিতাকুসুম সম্বন্ধে আমার মত এই,—ইহাকে একখানি উত্তম গ্রন্থ বলা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন ইহা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর হইবে এরূপ প্রত্যাশা করাও অসঙ্গত নহে।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্, এ।
রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব গণিতাধ্যাপক।

নং ২০।

কবিতাকুসুমের অনেক গুলি কবিতা পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। অনেকস্থলে কবিতাকুসুমের কবিতা সুন্দর ভাবময় ও পাঠকের মনে ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। * * কবিতাকুসুমের প্রশংসা করিবার জিনিস অনেক

আছে এবং কবিতাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাব-পূর্ণ * * এরূপ স্বতঃপ্রসূত সুন্দর ভাব কবিতাকুসুমের অনেক স্থলে আছে।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

নং ২১।

* * গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক গাঢ় অনুরাগের অনেক পরিচয় পাইয়াছি। এক দেশের সুখ দুঃখে অন্য দেশের সন্তোষ বিষাদ অল্প হইলেও রচয়িতার স্বদেশানুরাগ অবশ্য প্রশংসনীয় এবং সকল জীবনেরই সমান আদর্শ।

'নিশীথকাল' প্রবন্ধে পাপের বিভীষিকা মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে গ্রন্থকার স্বজাতীয়, বিজাতীয় অনেক জীবনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এটীও গ্রন্থকারের স্বদেশানুরাগ-মিশ্রিত ধর্ম্মপিপাসার পরিচায়ক। "চিরদিন সমভাবে থাকে কবে কার" প্রবন্ধটী নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন হইলেও নিজ নামের অনেক সার্থকতা রক্ষা করিয়াছে।

'বাদিয়া-কর-ধৃত-রজ্জুবদ্ধ বানর' প্রবন্ধের দৃষ্টান্তস্থল ভারতবাসী আর্য্য সন্তান। সময়ানুসারে এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে অসঙ্গত নহে।

'নব-পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ' এ প্রবন্ধের গূঢ় তাৎপর্য্য সহৃদয় বঙ্গবাসীর গভীর মর্ম্মস্পর্শী, ইহাই নিতান্ত সুখের বিষয়।

'নিশীথে চোক্ গেল পাখী' এ প্রবন্ধে পাখীর চিৎকারের যে কয়েকটী কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং 'চোক্ গেল কেন? থাকিলে ত যাবে?' এই হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার পর্য্যন্ত প্রাচীন ও বর্ত্তমান আর্য্যসমাজকে লক্ষ্য করিয়া যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও আমরা গ্রন্থকারের জন্য হৃদয় বিদীর্ণ করিতে বাধ্য. কারণ তাঁহার এ কবিতা পাঠকের যে আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটিত করে, সে আনন্দ বাহিরে প্রকাশ করা নিতান্ত কঠিন। * *

"অতঃপর ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রন্থকারের কল্পনা, এবং স্থানীয় ঘটনাবলী অবলম্বনে যে সকল প্রবন্ধ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের স্বদেশানুরাগ,

জন্মভূমির প্রতি ভক্তি এবং স্বজাতীয় প্রেমই সমধিক প্রশংসনীয়। অনেকস্থলেই ভাষার বিন্যাসে বিলক্ষণ ওজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছে। * *

"জবার ফুলে গোলাপের ন্যায় গন্ধ না থাকিলেও রাগের প্রভায় তাহা যেমন বীর সাধকের কার্য্য সাধনে জ্বলন্ত উদ্দীপন, তদ্রূপ এই কণ্টকহীন কবিতাকুসুমে বিলাসের সৌরভ না থাকিলেও তাহার অনুরাগ-রাগ আমাদের সামাজিক হিতসাধনে অবশ্যই জ্বলন্ত উদ্দীপন। * *

"পাঠকের পক্ষপাতশূন্য কৌতূহল থাকিলে তিনি কুসুমটী হস্তে করিয়াই তাহার উপযোগিতা অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবেন।"

কবিরত্ন শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।
কুমারখালী সংস্কৃত টোল।

নং ২২।

* * কবিতাকুসুম কাব্য প্রধানতঃ ঘটনাময়, কিন্তু কবিতাকুসুমে কল্পনাময় কবিতারও অসদ্ভাব নাই। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটীই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবি কল্পনা-কুসুমে মালা গাঁথিতে গাঁথিতে বাস্তব ঘটনায় এক একটী উজ্জ্বল মণি মধ্যে মধ্যে এমন নিপুণভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিয়া মোহিত হইতে হয়। আবার মহারাণা প্রতাপসিংহের কবিতাটী ঘটনাময় কবিতার একটী জ্বলন্ত উদাহরণ। রাজপুতকুলের সেই অনিবন্ত প্রদীপ, ভারত-ইতিহাসের সেই উজ্জ্বল রত্ন, আর্য্য-বীর্য্যের সেই জ্বলন্ত কীর্ত্তি, কবির সঞ্জীবন মন্ত্র-বলে জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাঠকের নয়ন-সমীপে উপনীত হয়, হৃদয়বান্ পাঠক পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। করুণরসাত্মক কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বোধ হয়, কবি যেন হস্তদ্বারা অশ্রুমোচন করিতে করিতে দুঃখের সঙ্গীত গাইতেছেন। আমরা ভরসা করি, পাঠক কবিতাকুসুম পড়িয়া আমাদের মত সুখী হইবেন।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
(মহাপূজা ও চিতোরের বীরগান প্রভৃতি কাব্য প্রণেতা এবং শিক্ষাপরিচর-সম্পাদক)।

নং ২৩।

কবিতা-কুসুম-গ্রন্থকার হৃদয়বান্ কবি, পরের দুঃখে, দেশের দুর্দ্দশায়, জাতীয় অধঃপতনে, ভাইয়ের পতনে, উপকারীর বিচ্ছেদে, এমন কি, নীচ পশু জাতির দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়াছে। তিনি রজ্জুবদ্ধ বানরের দুঃখেও যন্ত্রণায় কষ্ট অনুভব করিয়া হতভাগ্য দেশের জন্য কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়াছেন। বাদিয়া-কর-ধৃত-বানর সুপাঠ্য ও শিক্ষণীয়, ইহাতে কবি-হৃদয়ের উদারতা, প্রশস্ততা ও হিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্গুণের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। * * কবি স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল, "চোক্ গেল পাখী" তাহার সাক্ষী, অন্ধ পাখী কাঁদিতে পারে, তাহার রোদনও সুসঙ্গত ও তাহার কান্নার ভাব সুন্দর। "প্রতাপসিংহ" কবিতাটী সুন্দর ও সুপাঠ্য * * * শুদ্ধ প্রতাপসিংহ কবিতা দ্বারা কবির গুণের ভাবের পরিচয় পাইয়াছি, এই একমাত্র কবিতা দ্বারা (পুস্তক না লিখিলেও) প্রশংসিত হইতে পারিতেন। "নির্জ্জন কারাবাসী" কবিতা দ্বারা কবি একটী চিত্রের চিত্র সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন * * বর্ত্তমান প্রজা জমিদার আইনের সময়ে এ চিত্রটী উপযুক্ত হইয়াছে। কবিতা-কুসুম সুপাঠ্য। কবির হৃদয়-গতি অনন্ত, এক দেশে বদ্ধ নহে। * * ইহা বালক বালিকা পাঠ করিতে পারে এবং কাব্যপ্রিয় যুবকদিগেরও মনোরঞ্জন করিবে। আশা করি, ইহার দ্বিতীয় খণ্ড আমরা দেখিতে পাইব।"

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।
উত্তরপাড়া জয়নগর পাঠালয়ের সম্পাদক ও রাবণবধ
প্রভৃতি কাব্যপ্রণেতা।

নং ২৪।

আপনার কবিতা-কুসুম পাঠে প্রীত হইয়াছি। বস্তুতঃ কুসুমগুলির কেবল উদ্যানশোভাকারিণী শক্তিই যে আছে এরূপ নয়—সুগন্ধও বিলক্ষণ আছে।

বশম্বদ।

শ্রীকালীকিশোর মুন্সী জমিদার।
সেরপুর, বগুড়া।

নং ২৫।

আপনার উপহার "কবিতা-কুসুম" পড়িয়া বিলক্ষণ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। রচনা অতি সুন্দর হইয়াছে, এবং তাহা সকলের নিকট সবিশেষ আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

বশম্বদ

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

(রাজসাহীর ভূতপূর্ব্ব সবার্ডিনেট্ জজ্)

নং ২৬।

কবিতা-কুসুম পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। কবিতাগুলির অধিকাংশই স্বজাতি-প্রেম ও পরদুঃখকাতরতার পরিচায়ক। কবিতার ভাষা কমনীয়, শ্রুতিসুখকর, প্রাঞ্জল, ও হৃদয়গ্রাহিণী বটে। ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা "রাণা প্রতাপসিংহ" উহা উদ্দীপনাময় ও হৃদয়গ্রাহিণী, নাটোর দরবার সম্বন্ধে কবিতা পাঠে, স্মৃতি জাগুরিত, সমবেদনা উদ্দীপ্ত হইয়া মর্ম্মস্থল ব্যথিত,—হৃদয় স্তম্ভিত হয়। কবি-হৃদয়ে যে সকল ধর্ম্ম সমাবেশ থাকিলে কবিতা ভাবময়ী, মাধুর্য্যময়ী, আবেগময়ী হয়,—যাহাতে শ্রবণ তৃপ্ত, হৃদয় মোহিত, ও সুস্নিগ্ধ কল্পনা-নীরে পরিপ্লুত হয়, কবিতাকুসুমের অধিকাংশ কবিতা বস্তুতঃ তৎপরিচায়ক।

ভবদীয় বশম্বদ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

(তাড়াশ, পাবনা।)

নং ২৭।

CALCUTTA,
10-12-93.

My dear sir,

I have, at last, had the time to go through your "Kabita Kushum" and I am glad of it.

Your poetry is both original and pathetic—pathetic with a pathos that some times brings tears to one's even dry and hardened eyes.

That you have eschewed love or what passes as such with the Majority of our authors and readers, it to me another—recommendation of your muse. Hoping and trusting that you will continue to prosper both as a man and an author.

I remain, yours very truly,
(Sd.) U. N. Dass,
Author of "Surendra" Benodini &c.

নং ২৮।

মহাশয়,

কবিতাকুসুম প্রকাশিত হইলেই আমি তাহার অনেকগুলি কবিতা আদ্যন্ত পাঠ করি। যদিও গ্রন্থখানির কোন কোন বিষয়ে দোষ লক্ষিত হইল, আমি অনেকগুলি কবিতা পড়িয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। দেখিলাম কবিতা-কুসুমের কবিতা অনেক স্থলে সুন্দর ভাবময়, অনেক স্থলে কবিতায় পাঠকের মনে ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি পড়িয়া আমি গ্রন্থকারকে মনে মনে প্রশংসাই করিলাম। এমন সময়ে একদিন বঙ্গবাসীতে নিম্নলিখিত-রূপে সমালোচনা দেখিতে পাইলাম।

"গ্রন্থকার কবিতা লিখিতে জানেন না। 'নব-পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ' কবিতাটী দেখুন"—

"নূতন পিঞ্জরে পশি ময়না বিহঙ্গ,
রহিছে কি তব মনে সন্তোষ-তরঙ্গ ?
কেন হবে সুখ ? দুঃখ হলো না ত ভঙ্গ !
দৃঢ়তর বন্দী আর(ও) হায় যথা বঙ্গ !"

"একি কবিতা না ছেলে খেলা ?"

"গ্রন্থকার কবিতা লিখিতে জানেন না" এইটুকু পড়িয়া ভাবিলাম বঙ্গবাসী কি গ্রন্থ সমালোচনা করিতেছেন কি গ্রন্থকার সমালোচনা করিতেছেন ? পরে কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গবাসী যখন বলিয়াছেন যে "একি কবিতা না ছেলে খেলা ?" তখন বুঝিলাম' গ্রন্থের সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অন্য কিছুই দেখিলাম না।

১৪৮ পৃষ্ঠা মধ্যে ৮ ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গবাসী দেখাইয়াছেন কবিতা-কুসুমে কবিতা নাই "সব ছেলে খেলা"; বিশেষতঃ যে কয়েক ছত্র উঠান হইয়াছে তাহার মধ্যেই বা এরূপ কঠোর সমালোচনার উপযুক্ত কি আছে খুঁজিয়া পাইলাম না। লেখক নবপিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের সহিত বঙ্গের অথবা কাহার সহিত নবপিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গে তুলনা করিলেন? নবপিঞ্জর দেখিয়া বিহঙ্গের আনন্দ করিবার কোন কারণ নাই; এরূপ পিঞ্জর দেখিতে সুন্দর হইলেও তাহা কেবল বন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্যই বঙ্গের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নূতন চাকচিক্য আছে। দেখিয়া ভুলিবার অনেক জিনিষ আছে। কিন্তু অনুধাবন করিলে ইহাতে বন্দীর সুখের কারণ কিছুই নাই। হয় ত পুরাতন পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ব প্রভুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু নূতন প্রভুর দৃঢ়তর পিঞ্জরে আবদ্ধ হওয়ায় স্বাধীনতার আশা একেবারেই লোপ পাইয়াছে।

কবিতাটীতে আর কিছু না থাকুক, ভাবটী যে ছেলে মানুষের নহে তাহা "বঙ্গবাসী" ভিন্ন সকলেই দেখিতে পাইবেন।

কবিতাকুসুমে প্রশংসা করিবার যে জিনিষ আছে তাহার প্রমাণস্বরূপ নিশীথকাল বর্ণনা হইতে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

মাতৃকোলে শিশু, জাগিছে কান্দিছে,
আরাম লভিছে কেহ।
কত দিন নেত্রে, ঝরিতেছে অশ্রু,
আর্দ্রিয়া অম্বর দেহ॥
কত নিরাশ্রয়, সুপ্ত তরুমূলে,
কাঁদে কত বিরহিণী।
শ্রীহীন সম্রাট, কত চিন্তাকুল,
আসন্ন বিপদ গণি॥

অন্যত্র——বিগত নিশীথে জননীর তরে
হারায়েছে যেই তনয়-রতন
নীরবে কাঁদিছে, ভাবিছে বা কেহ
"কাল বাছা জীয়ে ছিল এতক্ষণ"।

ওই স্থানে বসি শিয়রে বাছার
ফেলিয়াছি আহা পাপ আঁখি-নীর
ওই স্থানে হায় হারায়েছি আমি
জীবন-সম্বল এই দুঃখিনীর।

কবিতা কয়েকটী সুন্দর এবং স্বাভাবিক ভাবপূর্ণ। এরূপ সরল স্বতঃ-প্রসূত সুন্দর ভাব কবিতাকুসুমের অনেক স্থলে আছে। বঙ্গবাসীর সমালোচনার পরে অনেকগুলি প্রবীণ সংবাদপত্র এবং সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত অনেক ব্যক্তি কবিতাকুসুমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কেহ কেহ কবিতাকুসুম-রচয়িতাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণ মধ্যে উচ্চ আসন দিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে আমি এই পত্র লিখিতেছি না।

সমালোচকের দায়িত্ব না বুঝিয়া সমালোচক হইয়া দাঁড়ান যে দোষের কথা তাহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য।

বশম্বদ
শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,
রাজসাহী কলেজিএট্ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ও
আর্য্যদর্শনের লেখক।

নং ২৯।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে খণ্ড খণ্ড যদিচ অল্পসংখ্যক কবিতা আছে, তথাপি ইহার প্রত্যেক অক্ষরে স্বদেশানুরাগের অম্লানভাব বিরাজ করিতেছে। তজ্জন্য এই গ্রন্থখানি একটী বহুমূল্য-রত্ন-নির্ব্বিশেষ।

স্বদেশীয়ের দুঃখে রোদন, আমাদের এমনই সুহানুভূতির সামগ্রী যে ইহাকে যেরূপ আকারে যখন নিরীক্ষণ করি, তখনই নবীন বলিয়া উপলব্ধি হয়।

আমরা এস্থলে বঙ্গবাসী-পত্রিকা-সম্পাদক যে দুইটী কবিতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া উপমাস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"নূতন পিঞ্জরে পশি ময়না বিহঙ্গ" ইত্যাদি, কবি এই উপলক্ষে দশটী কবিতা বিন্যাস করিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত দুইটী কবিতাতেই তাহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। কবি এইস্থলে বঙ্গদেশের সহিত পুরাতন পিঞ্জর হইতে নব পিঞ্জরান্তরে নিবদ্ধ ময়না পাখীর তুলনা করিয়া দুঃখের বেগে হৃদয় খুলিয়া কান্দিয়াছেন, পিঞ্জর নূতন হইলেও ময়নার তাহাতে সুখ কি? বরং উন্মুক্ত কণ্টকময় বেতসকুঞ্জই মূল্যবান্। বন্দীর স্বর্ণ ও লৌহ পিঞ্জর উভয়েই সমভাবে স্বাধীনতার প্রতিরোধক তাই ময়না উড়িয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত।

বঙ্গবাসী মুসলমান রাজত্ব পুরাতন পিঞ্জর হইতে শ্বেতদ্বীপের নব পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছেন তথাপি তাহাদের সুখ কৈ? এ তুলনা কি মধুর নয়?

কবি ইহা অপেক্ষা কান্দিবার বিষয় আর কি পাইবেন?

ইহা ভিন্ন গ্রন্থকার নাটোরের রাজবংশের বর্ত্তমান দুরবস্থায় যে নিঃস্বার্থ রোদন করিয়া সেই প্রকাণ্ড ভূম্যাধিকারী দ্বারা এতদ্দেশের বহু ভূম্যাধিকারীর নূতন স্থষ্টির গাছের কলমের সহ তুলনায় চমৎকার উদ্ভাবনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

যে নাটোরের জন্য রাজসাহী প্রসিদ্ধ, সেই নাটোরের দুঃখে রাজসাহীবাসী এই প্রথম অশ্রু ত্যাগ করিল। তাহাতেই বলিতেছিলাম গ্রন্থকার নিঃস্বার্থ সত্যের আশ্রয় লইয়া অনিবার্য্য-হৃদয়বেগে লেখনী চালনা করিয়াছেন, যতির প্রতি তত লক্ষ্য করেন নাই।

এই পুস্তকে দুইটী দোষ গ্রন্থকার স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রথম যতিভঙ্গ, দ্বিতীয় বন্ধুতার অব্যাহত সহানুভূতির সন্তাড়নে দুই তিনটী অপ্রসিদ্ধ লোকের শোক-সঙ্গীতে সন্নিবেশ। কিন্তু সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করিলেও ইহাতে সুনীতি, একতাবন্ধন, রাজনীতির অতি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া গ্রন্থকার বাস্তবিকই কান্দিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই উদ্যম অতীব প্রীতিকর। তাঁহার "চোক গেল" প্রবন্ধে ভারতের ভূত ও বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচনায় কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে? এবং "বাঁদিয়া বানর" প্রবন্ধে কোন্ ভারতবাসী স্বপ্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ না করেন? তদ্ভিন্ন কারাবাসীর বিলাপ, বিচারালয় ও ভূম্যাধিকারীর অত্যাচার গ্রন্থকার ব্যবহারাজীব বলিয়া অতি উৎকৃষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, যদিচ তাহা

প্রতি মুহূর্ত্তে ভারতের সকল স্থানেই অভিনীত হইতেছে কিন্তু তৎপ্রতি কজন সুনিপুণ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন ?

শ্রীগিরীশচন্দ্র লাহিড়ী,
তাহেরপুর।
পিশাচ সহোদর ও ঋতু বিহার প্রভৃতি
কাব্য প্রণেতা।

নং ৩০।

মহাশয়,

আপনার প্রেরিত কবিতা-কুসুম পাঠে বিশেষ প্রীত হইলাম। আপনি যে কেন নাম গোপন করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না।

নিবেদক
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।
১২ই ভাদ্র, ১২৯৯ সাল।

নং ৩১।

I have looked through Babu Rámjoy Bágchi's work entitled "Kabitá Kusum" I have much pleasure in expressing my favourable opinion on its merits. Some of the verses indeed appear to me to be excellent. The book ought to receive favourable consideration at the hands of the educational authorities. I hope the book will command a rapid sale.

SAKTA,
Dated, the 20th July 1896.

SARAT CHANDRA BHATTACHARYYA,
Hd. Master, Sakta School, Dacca.

নং ৩২।

শ্রীশ্রীদুর্গা

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী,
মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আমি আপনার সঙ্গীত-কুসুম দুই খণ্ড ভক্তিপূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি, এবং এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায় পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আমি বাল্যকালে বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির যাত্রা ও মধুকাণ প্রভৃতির সঙ্কীর্ত্তন বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। সে সকল এক্ষণে স্বপ্নময় সত্যযুগের কথা বলিয়া মনে হয়। এ কালে আর সে অতুলনীয় অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব সঙ্গীত-সুধার আস্বাদ পাইব বলিয়া আশা করি নাই। কিন্তু আপনার পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া আমার সে কালের সেই সকল কথা মনে হইতেছে। আবার হৃদয়ে যেন সেই সত্যযুগের পরিমল সঞ্চারিত হইতেছে। আপনি শ্রদ্ধাবান্, পুণ্যশীল, কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন, প্রবীণবয়স্ক, নৈষ্ঠিক হিন্দু। ভবাদৃশ ব্যক্তির নিকট আমরা যাহা আশা করি, আপনি তাহা আমাদিগকে দান করিয়াছেন। কিমধিকমিতি।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।
২৫ নং, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
২১শে অগ্রহায়ণ। ১৩০৬।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সঙ্গীত-কুসুম। প্রথম খণ্ড।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গাঙ্গল-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগ্‌চী মহাশয় "সঙ্গীত-কুসুম ১ম খণ্ড" নাম দিয়া একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতগুলি প্রাচীন সঙ্গীত ও মহাপুরুষগণের রচিত সঙ্গীতের সুর ও রাগ রাগিণী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। সঙ্গীতের শীর্ষস্থানে মহাজনগণের রচিত সঙ্গীতের প্রথমাংশ লিখিত হওয়ায়, সঙ্গীতপ্রিয় সাধারণ জনগণের বিনা উপদেশে সুর ও তাল সহজে আয়ত্ত করিবার এবং গান গাইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে।

সঙ্গীতকুসুম একখানি ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতগ্রন্থ। সঙ্গীতগুলি পাঠ করিলে চিত্তে ভক্তিরসের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে আনন্দরসে আপ্লুত করিতে থাকে। চিত্ত সাংসারিক আকর্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরমার্থদিকে প্রধাবিত হয়। যিনি যে তন্ত্রের ব্যক্তি হউন না কেন, সঙ্গীত-কুসুম পাঠ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার মন দেবভক্তির দিকে অগ্রসর হইবে। তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সঙ্গীতগুলির ভাষা প্রাঞ্জল, রচনা সুমধুর এবং ভাষা উচ্ছ্বাসময়ী। সঙ্গীত-কুসুম-রচয়িতা ভক্তিতত্ত্বের সার সার মর্ম্ম গ্রহণানন্তর সঙ্গীতগুলি রচনা করিয়া প্রেমভক্তির একশেষ পরিচয় করিয়াছেন। যে যে বিষয় অবলম্বনে সঙ্গীত-গুলি রচিত হইয়াছে তত্তৎ বিষয়ের সহিত ঐক্য করিয়া সঙ্গীতগুলির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে, সঙ্গীত যে সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হওয়া যায়। আজ আমি সঙ্গীতকুসুমে দেবতার প্রেমময় নামমাহাত্ম্য পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে সঙ্গীতকুসুম আমাদের আদরের বস্তুই হইয়াছে।

এই শোক-তাপ-পূর্ণ অনিত্য সংসারে ভগবানের নাম যাঁহার জীবনের অবলম্বন হইয়াছে, তিনিই ধন্য! তাঁহারই মানবজন্ম গ্রহণ করা সার্থক। তিনি মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও দেবলোকের অনুপম সুখাস্বাদনে সমর্থ। তিনি পথের কাঙ্গাল হইলেও অমূল্য ধনে ধনী। স্বর্গের শান্তি কেবল তাঁহাকেই আলিঙ্গন

করিয়াছে। ধনী স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়াও যাহা প্রাপ্ত হইতেছে না, এই পথের কাঙ্গাল তাহা পাইয়া মহাসুখে সময় অতিবর্ত্তন করিতেছেন।

উপসংহারে বক্তব্য উদারচেতা সঙ্গীতকুসুমরচয়িতা মহাত্মা তাঁহার সুধাময় আশা-বৃক্ষের সুমধুর "সঙ্গীতকুসুম" ফলের রসাস্বাদ স্বয়ং উপভোগ না করিয়া (বিনামূল্যে) নিঃস্বার্থভাবে অকাতরে বিতরণ করিতেছেন। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তা আমার নিকট শত শত ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। এরূপ উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতগ্রন্থ যত বেশী প্রকাশিত হইবে। ততই স্বদেশের মঙ্গল।

পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ সান্যাল
পুঠিয়া এম্, ডি, স্কুল।

শ্রীশ্রীদুর্গা
জয়তি।

বাগ্‌ছীবংশাবতংশায় সশ্রীরামজয়ায় তে।
স্বজীবনেতিহাসোঽয়মাদরেণার্প্পিতো ময়া ॥ ১
কবিত্বদর্পান্নচ কৈতবেন যশোহবিগন্তং ধনলিপ্সয়া বা।
ন মে প্রবৃত্তিঃ শ্রুতিমেত্য ধৈর্য্যং বিহন্তুমীশো গুণরাশিরস্ত ॥ ২
বিপ্রান্ববায়ে বঙ্গাব্দে নববেদযুগৈকমে।
সৌম্যবারে শুভে লগ্নে নভসঃ ষড়্‌দিনেঽজনি ॥ ৩
আত্রেয়ীতীরসংলগ্নাটোরাশ্রিতগাঙ্গলে।
পূর্ব্বমাসীন্নিবাসোঽস্য শ্রীরামজয়সংজ্ঞিনঃ ॥ ৪
দশমে মাসি বয়সি বিহায় ত্রিদিবং গতা।
জননী জয়দুর্গেনং দৈবনির্ব্বন্ধতঃ সুতং ॥ ৫
সংগৃহ্য মাতৃবাৎসল্যং শোকমন্তর্নিগৃহ্য চ।
পালয়ামাস তং তাবৎ তাতো মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ং ॥ ৬
সোঽপি ভাগ্যবশাত্তাতো দ্বাদশাব্দেঽগমদ্দিবং।
অকালে দুঃখসংসারে নিক্ষিপ্য দুঃখভাগিনং ॥ ৭

ততোঽসহায়োবংভ্রাম্যন্নসৌ নানাদিশং ভূশং।
পুরীমিমাং রামপুরাং পরিশেষমুপাগতঃ॥ ৮
সৌভাগ্যার্কোদয়োঽত্রৈব কমলা কৃপয়া হি সা।
বিহায় রোষং সাপত্ন্যমনুগৃহ্ণাতি ভারতী॥ ৯
স্বার্জ্জিতার্থব্যয়ৈঃ সম্যগুপয়ামাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সমাপ্য ধর্ম্মে সংসারে নিরতো নিতরামসৌ॥ ১০

আত্মানুরূপাং সমবাপ্য তাম্প্রিয়াং সুলক্ষণাম্প্রেপ্রমতরঙ্গচঞ্চলঃ।
নয়ন্ সুখেনাপি দিনানি বন্ধুভিঃ কর্ত্তব্যকার্য্যং ন জহৌ স কিঞ্চন॥ ১১
অথোদ্যমোৎসাহপরোহি রামঃ কৃচ্ছ্রং মহৎ প্রাপ্য চ নো নিবৃত্তঃ।
কৃত্বা প্রযত্নং ব্যবসায়বৃদ্ধ্যৈ মান্যোঽল্পকালেন সধর্ম্মিমধ্যে॥ ১২
সম্পালয়ত্যাবিরতং দ্বিজপুত্রবদ্‌যো বিদ্যার্থিনোঽন্নদানৈরতিথীংশ্চ যত্নাৎ।
দত্ত্বাধনান্যথ সমাগতপণ্ডিতেভ্যঃ সন্তোষয়ন্ সহৃদয়ৈরপি কীর্ত্তনীয়ঃ॥ ১৩
নিক্ষিপ্য সংসারসমস্তভারং পুত্রে সুরেন্দ্রে সুকৃতৌ সুশীলে।
বার্দ্ধক্যমাপ্নোষি শিবং শিবস্য প্রতিষ্ঠিতস্যার্চ্চনয়াঽনিশং॥ ১৪
সমাজরাজেশসুরীতিনীতীর্গীতীর্ব্বিরচ্য বহুলাঃ কবিরেষ রম্যাঃ।
সঙ্গীতপূর্ব্বং কুসুমাঞ্জলিমাখ্যং প্রণীতবান্ গ্রন্থমশেষযত্নৈঃ॥ ১৫

সনাতনার্য্যধর্ম্মস্য ভবিষ্যদ্ঘোরবিপ্লবং।
মত্বা ধর্ম্মসভা তেষামগ্রণীঃ স্থাপিতাত্রবৈঃ॥ ১৬
জনন্যা জয়দুর্গায়াঃ পিতুর্ম্মৃত্যুঞ্জয়স্য চ।
স্মৃত্যর্থং স্বার্জিতৈরর্থৈ রম্যং হর্ম্ম্যং বিনির্ম্মমে॥ ১৭
বঙ্গাব্দে পঞ্চশূন্যাগ্নিচন্দ্রমেঽশ্মবিনির্ম্মিতং।
শিবায়া স্থাপয়দ্ভক্ত্যা শিবলিঙ্গং বিধানতঃ॥ ১৮
লিখিতা সপ্তপঞ্চাশদ্বর্ষীয়া জীবনী শুভা।
চূড়ামণিবিশেষণ শ্রীদেবীদাসশর্ম্মণা॥ ১৯